843/AR

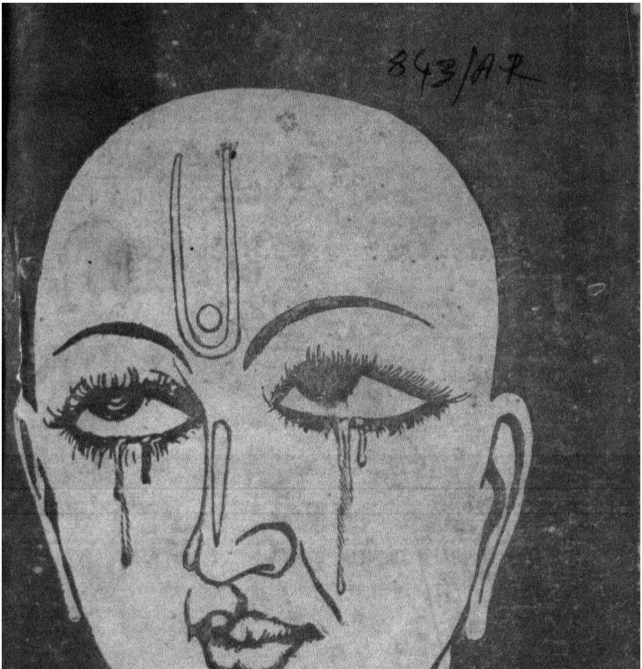

কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী
ও
বংগীয় পার্ষদ

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য

প্রথম প্রকাশ :
রাসপূর্ণিমা ১৩৭৬ বাংলা
২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯ ইং

প্রকাশক
শ্রীমণীন্দ্র কুমার পাল
হাইলাকান্দি প্রেস,
হাইলাকান্দি, কাছাড়

মুদ্রক
শ্রীশান্তি গঙ্গোপাধ্যায়
হাইলাকান্দি প্রেস,
হাইলাকান্দি, কাছাড (আসাম)

প্রাপ্তিস্থান
প্রকাশকের নিকট
মীরাবাণী প্রচার মন্দির
৩২/৮ এয়র বটতলা,
বাঙ্গালীটোলা, বারাণসী—১ ইউ, পি
শ্রীমন্মথ কুমার কাব্যতীর্থ
লোয়ার জেইল রোড
শিলং

শিলচর
শ্যামসুন্দর আখড়া
মূল্য— ৩.২৫
(গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও পূর্ব্ববঙ্গীয় পার্ষদ

**(SRI KRISHNA CHAITANYA UDAYABALI-O-
PURBABANGIYA PARSHAD)**

রাষ্ট্রপতির অনুদান, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত মীরাবাঈ
আড়য়ার অণ্ডাল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য দ্বারা
সংকলিত ও প্রণীত—

ভূমিকা লেখক—
যুগান্তর দৈনিক সংবাদপত্রের বার্তা সম্পাদক ও
প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক
শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন বসু

আশীর্বাণী ও শুভেচ্ছা

আপনার লিখিত পুস্তক "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও পূর্ববংগীয় পার্ষদ" ছাপা হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। আপনি অনেক পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়া এই মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আশা করি পণ্ডিত মহলে ইহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের উপর নূতন আলোকপাত করিবে।

রামকৃষ্ণ মিশন
বেলুড়মঠ, হাওড়া
৩০-১২-৬৮ইং

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সম্পাদক— রামকৃষ্ণ মিশন

—o—

Swami Ashokananda has received your letter, unfortunately he has been very ill for more than a year, he asks me to convey to you his blessings on your literary efforts, and his very best wishes that your work may be will received by the public.

Vedanta Society
of Northern California
San-Francisco. U. S. A
11-1-69

Swami Chidrupananda
for Swami Ashokananda

খুবই আনন্দিত হলাম যে এবার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও পূর্ববংগী পার্ষদ" প্রকাশ করছেন। আপনার বাংলার বাইরের ভক্তি সম্বন্ধীয় পুস্তক মীরাবাঈ ও আডয়ার অণ্ডাল পড়েছিলাম, খুবই চমৎকার। এখন মহাপ্রভু সম্বন্ধে লিখছেন এবং তাতে তাঁর পার্ষদগণের জীবনী থাকবে। পার্ষদের জীবনীর খুব প্রচার ত নাই সুতরাং, এই নূতন পুস্তক খুবই একটা অভাব পূরণ করবে শ্রীচৈতন্য সাহিত্যের। আর ভক্তরা বলা বাহুল্য স্মরণ মনন লীলা আস্বাদন করে আনন্দিত হবেন। অবতারের জীবন বেদের ভাষ্যরূপেই পার্ষদদের দেখা হয়। তাঁদেরে জানলে অবতার সম্বন্ধে ধারনা ও সুস্পষ্ঠ হয়। আপনার পুস্তকের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

Vedanta Society
San-Francisco. U. S. A.
30-3-69.

স্বামী স্বাহানন্দ

হরি ওঁ

স্নেহের বাবা ব্যোমকেশ,

প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ নিও। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গের পার্ষদগণের উপরে তুমি যে মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছ, তাহা তোমার ভক্তি-সম্পদ বর্দ্ধিত করুক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

আশীর্বাদক,
স্বরূপানন্দ
(স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস, প্রতিষ্ঠাতা
অযাচক আশ্রম, পুপুনকী)

গুরুধাম
কলিকাতা
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ বাং

তোমার সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবলী" নামক
এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত আনন্দ হইয়াছে। আশীর্বাদ
করি তুমি দীর্ঘজীবি সুখী হও।

বারাণসী—
২৩/১১/১৯৬৮

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

(মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, ডি, লিট্ পদ্মবিভূষণ, সর্বতন্ত্র সার্বভৌম)

—•—

It is really a heartening news for me to know that you are trying to revive the spiritual history of Chittagang, specially of Vaishnaba Saints of Sri Chaitanya period. Chittagang in her humble way has always been try to remember Pundarik Vidyanidhi, Vashudeb Datta and Mukunda Datta who were very close associates of Sri Chaitanya may your efforts be crowned with success.

Chittagang
23-1-69

Nellee Sengupta.

—o—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদযাবলী ও পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদ গ্রন্থ রচনায় আপনার অভীষ্ট শীঘ্রই পূর্ণ হইবে। আপনার উদ্যম ও অধ্যবসায়ের জন্য অজস্র সাধুবাদ জানাইতেছি। সৎকার্যে ভগবান সহায়, ভগবৎ সাহায্য আপনি পাইয়াছেন এবং আরও পাইবেন।

৩৭২ যোধপুর পার্ক
কলিকাতা—৩১
৮-৪-৬৯ইং

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী
(ভূতপূর্ব একাউন্টেন্ট্ জেনারেল ও
উপাচার্য বিশ্বভারতী)

ভূমিকা

মীরাবাঈ আড়য়ার অণ্ডাল আদি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য আমার বহুদিনের পরিচিত। বাংলার বাইরে অবস্থান করেও তিনি তাঁর নীরব সাধনার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অক্লান্ত সেবা করে আসছেন।

শ্রীভট্টাচার্যের সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদ" তাঁর এই সাহিত্যনিষ্ঠা ও ভক্তিভাবনাত্মক ঐতিহাসিক তথ্য সংকলনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীহট্টে এই গ্রন্থের সমুচিত সমাদর বহুপূর্বেই হয়েছে কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বদেশে এই মূল্যবান আধ্যাত্মিক ঐতিহাসিক গ্রন্থটি প্রায় অপরিচিত। এই হিসাবেই এতদ্দেশে এই গ্রন্থটিকে আমি একটি সাম্প্রতিক গ্রন্থরূপে উল্লেখ করছি।

মহাত্মা শ্রীশিশির কুমার ঘোষের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "অমিয় নিমাই চরিত" এ মহাপ্রভুর শ্রীহট্ট ভ্রমণের উল্লেখ রয়েছে। শ্রীভট্টাচার্যের আলোচ্য গ্রন্থটিতে এ ছাড়াও বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে মহাপ্রভুর পুণ্যময় জীবনের একটি মূল্যবান অধ্যায় নতুনরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। গ্রন্থের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে মতবৈধ ঘটতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে, কিন্তু তাতে এর আদত মূল্য ক্ষুণ্ণ হবে না। এই গ্রন্থে প্রচুর ঐতিহাসিক আলোকপাত করা হয়েছে। এই আলোকের রেখা ধরে অনুসন্ধানী গবেষক শ্রেণীর ভক্ত লেখকগণ ভক্তি সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন সন্দেহ নেই।

পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদ অধ্যায়টি এমন একটি চিত্র পাঠকের সামনে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের জীবন ও ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল পাঠকের সামনে তুলে ধরবে যা একই সঙ্গে মনোরম ও বেদনাদায়ক। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী আমাদের জীবনে বরাবর যে উদ্বেলতা সৃষ্টি করেছে, দেশভাগের পরেও তা তেমনই রয়েছে। শ্রীভট্টাচার্যের গ্রন্থ এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পৃষ্ঠভূমিতে পূর্ববাংলার আধ্যাত্মিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়কে তুলে ধরেছে। প্রকৃতির লীলা ও মহাপুরুষদের লীলার মধ্যে এক নিগূঢ় সংযোগ

রয়েছে একথা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। পূর্ববঙ্গের এই যুগ্ম সৌন্দর্য লিপিবদ্ধ করে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার আমাদের ভাবী বংশধরদের জন্যও একটি মূল্যবান দলিল রেখে গেলেন।

ভক্তি আছে এবং সাহিত্যের শক্তি আছে, কোন লেখকের মধ্যে কদাচিৎ তা ঘটে থাকে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য এই দ্বিবিধগুণের অধিকারী বলেই তাঁর "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী ও পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদ" গ্রন্থটি এতখানি সরস ও তথ্য সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। প্রসঙ্গক্রমে আমার জন্ম-গ্রাম বজ্র-যোগিণীর কথাও গ্রন্থখানিতে স্থান পেয়েছে: এতে আমার ব্যক্তিগত আনন্দের সীমা নেই।

পরবর্তী সংস্করণে এর মুদ্রা-প্রমাদগুলো দূর করতে পারলে ভাল হয়।

৬৪/১৩ বেলগাছিয়া রোড,
কলিকাতা,
৬-১১-৬৯

দক্ষিণারঞ্জন বসু

নিবেদন

ঈশ্বরের লীলা বিভূতি ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব বংগভূমিতে আবির্ভূত হইয়া ভগবল্লীলা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার লীলা বর্ণনা করা আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির সাধ্যাতীত। তিনি ছিলেন অব্যয়-অব্যক্ত-অনন্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনলীলা সম্পর্কিত সুপ্রাচীন পুস্তিকা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" অবলম্বনে মৎলিখিত এক নিবন্ধ ১৩৭২বাংলার কার্ত্তিক সংখ্যা "উজ্জীবন" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরে পাঠকবৃন্দের মধ্যে এক নবভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। পুস্তিকা খানা ইতিপূর্বে শ্রীহট্টে কয়েকবার বৈষ্ণব মহাজন কর্তৃক সংকলিত হইয়াছে। ভারতে ইহার প্রচার না হওয়ায় পুস্তিকা খানা সংকলন করিতে উদ্যোগী হই। তৎসহ পূর্ববংগে আবির্ভূত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণের জীবনী সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা মনে জাগে। পুস্তিকা খানার প্রণয়ন কর্তা মহাপ্রভুর জ্ঞাতি শ্রীমন্ প্রদ্যুম্ন মিশ্র। পুস্তিকায় প্রাচীন কালের রীতি অনুযায়ী সংস্কৃত ছন্দে লিখিত সময় ১৪০২ শকাব্দে মহাপ্রভু যে মাতৃগর্ভে শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও সন্ন্যাস গ্রহণের পরে স্বীয় পিতামহীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে পূর্ববংগের শ্রীহট্টে পদার্পণ করিয়াছিলেন—ইহার পূর্ণ বিবরণ এই পুস্তিকায় রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে নিমাই পণ্ডিতের পূর্ব্ববংগ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তবে এ ভ্রমণ পদ্মার কুল পর্য্যন্ত, শ্রীহট্ট ভ্রমণের বিবরণ এই সব গ্রন্থে নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, স্বরূপ চরিত, রসতত্ত্ব বিলাস প্রভৃতি পূর্ববংগে লিখিত গ্রন্থ ও পরবর্তীকালে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গৌরগত প্রাণ শ্রীঅচ্যুত চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে সন্ন্যাসীরূপে মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ভ্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। এমন কি রসতত্ত্ববিলাস গ্রন্থে পাওয়া যায় যে মহাপ্রভু শ্রীহট্টে আগমন কালে রামদাস, মাধব দাস, জ্ঞানধর, কল্যাণধর প্রভৃতি ভক্তকে ময়মনসিংহের সুসংগ, দুর্গাপুরের হাজং

প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতির মধ্যে ও পূর্বদিকে কাছাড়ের রাংগামাটি, ডিমাপুরে জড় পূজকদের মধ্যে হরিনাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে শ্রীমহাপ্রভু আসামের হাজো নামক স্থান হইয়া পরশুরাম কুণ্ডে স্নান তর্পণ ও করিয়াছিলেন। আসামের পূর্বপ্রান্তে মণিপুর রাজ্য। মণিপুরবাসী প্রায় সকলই বৈষ্ণব। মহাপ্রভু স্বয়ং পূর্ববংগ ও আসাম ভ্রমণ না করিলে ঐ অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও ভাবিবার বিষয়।

মহাপ্রভুর পূর্ব্ববংগের শ্রীহট্ট ভ্রমণের পূর্ণ সমর্থন পাইয়াছি—মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় প্রণীত অমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। শ্রীমন্ মৃণাল কান্তি ঘোষের অভিমতানুযায়ী যেমন মুরারি গুপ্তের কড়চার রচনা কাল সম্পর্কে সন্দিহান সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী পুস্তিকা খানার রচনা কাল সম্বন্ধে নিজেরও সন্দেহ রহিয়াছে। তবে পুস্তিকার বিষয় বস্তু সম্পর্কে উল্লেখ করিতে চাই যে গ্রন্থ শেষে লেখকের অধিক ভাবপ্রবণতা থাকিলেও ইহা যে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ রহিয়াছি।

১৯৬৬ইং এপ্রিল মাসে শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিখিল ভারত বংগ সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান কালে শ্রীবৃন্দাবনের প্রবীণতম পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব শ্রীহট্টের উজ্জ্বল রত্ন শ্রীমৎ দীনশরণ দাস বাবাজীকে আলোচ্য গ্রন্থ খানা সংকলন ও তৎসহ পূর্বংগের মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণের জীবনী প্রকাশের বাসনা জ্ঞাপন করিলে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছিলেন :—

কৃষ্ণের চরিত্র আর ভক্তের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সে মূঢ়জন॥

তাঁহার মহতী বাণী ও শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কৃপা প্রাপ্ত স্বামী চিন্ময়ানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য সজ্জনবৃন্দের বিশেষ উৎসাহে এ মহান কার্যে অগ্রসর হই।

ভারতমাতা দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার পরে সুজলা সুফলা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী স্বীয় পিতৃভূমির মমতা ত্যাগ করিয়া যাযাবরের ন্যায় কেহ সুদূর আন্দামান, দণ্ডকারণ্য, মহারাষ্ট্র, নাইনিতালের তরাই প্রভৃতি অঞ্চলে শরণার্থীরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন স্থানে শত সুযোগ সুবিধা পাইলেও স্বীয় জননী জন্মভূমির পুণ্য স্মৃতি বিস্মরণ সহজ ব্যাপার নহে। তাহাদের জন্মভূমি ও পিতৃপুরুষের স্মৃতি যাহাতে তাহাদের মানস নয়নে উদ্ভাসিত হয় সে জন্য ফরিদপুর, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি

স্থানের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ পূর্ববংগীয় পার্ষদ অংশে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থপাঠে যাহাতে পূর্ববংগীয় বাস্তুহারা সর্বহারা বন্ধুগণ ক্ষণিকের তরেও পিতৃভূমির স্মৃতিতে অশ্রু বিসর্জন করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী পুস্তিকা সংকলন কালে মূল গ্রন্থের শ্লোকগুলি ঋষি বাক্যরূপে রাখিয়া ভাবার্থসহ টীকাটিপ্পনী দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ববংগীয় পার্ষদগণের জীবনী আলোচনা কালে শুধু মুরারি গুপ্তের কড়চা. শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কবি জয়ানন্দ, ঠাকুর লোচনদাস ও মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষদর্শী গোবিন্দ-দাসের কড়চার ও উদ্ধৃতি করিয়াছি। গোবিন্দদাসের কড়চা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন প্রমাণ করিয়াছেন যে গোবিন্দদাসের কড়চা একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ।

গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ভাগবত, চরিতামৃত আদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে যে সব তথ্য গ্রহণ করিয়াছি তাহা ৪ শত বৎসর পূর্বের লিখিত বাংলাভাষা, শব্দ বিন্যাস প্রাচীন গ্রন্থে যেরূপ পাইয়াছি ঠিক সেইরূপেই রাখিয়াছি। বানানগুলি মুদ্রণ বিভ্রাট নয় বলিয়া যেন পাঠক মনে করেন।

আলোচ্য গ্রন্থ সংকলন ও প্রণয়নকালে অমূল্য তথ্যাদি ও গ্রন্থদ্বারা সাহায্য করিয়াছেন— শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দানন্দ ভাগবত স্বামীর কৃপা প্রাপ্ত শ্রীহট্টের জলঢুপে জন্মগ্রহণকারী অধুনা করিমগঞ্জবাসী পরম বৈষ্ণব শ্রীললিত কুমার শর্মা এড ভোকেট্, শ্রীশ্রীমা সারদামণির কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীমৎ অক্ষয় চৈতন্য মহারাজ, কাশীধামের শ্রীসুধাংশু বিকাশ সেনগুপ্ত, শ্রীবিজয় কৃষ্ণ মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের কর্তৃপক্ষ। গ্রন্থখানার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন— পরম ভাগবত শ্রীমৎ ব্রজবাসী দাস মহারাজ ও হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শ্রীদেবব্রত সেন শর্মা, এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়। প্রুফ দেখিতে সাহায্য করিয়াছেন— আসামের হাইলাকান্দি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীবিজিত কুমার ভট্টাচার্য, ও শ্রীবনমালি ধর্মশাস্ত্রী। গ্রন্থখানা প্রকাশ করিয়াছেন— হাইলাকান্দি প্রেসের সত্বাধিকারী পরম বৈষ্ণব শ্রীমনীন্দ্র কুমার পাল ও গ্রন্থখানা সুষ্ঠুভাবে

মুদ্রিত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন শ্রীশান্তিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। স্বহৃদয় সজ্জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্বক আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশে যে সকল সন্ত-মহাত্মা ও মণীষী আশীর্বাণী ও শুভেচ্ছা প্রদান করিয়া মৎসদৃশ নগণ্য ব্যক্তির প্রতি তাঁহাদের অপরিসীম স্নেহ-প্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গ্রন্থখানার ভূমিকা লিখিয়াছেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুর বজ্রযোগিণীর সুসন্তান "যুগান্তর" দৈনিক সংবাদ পত্রের সুযোগ্য বার্তা-সম্পাদক ও প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন বসু মহাশয়। মনে হয় তিনি জননী জন্মভূমি দেশমাতৃকার স্মৃতি ও আমাকে উৎসাহিত করিতে এ মহান কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার এ কার্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

গ্রন্থখানা মুদ্রিত হইয়াছে কাশীধাম হইতে সুদূর আসামের হাইলাকান্দিতে। এতদূর দেশে থাকিয়া গ্রন্থখানা ভুলভ্রান্তি শূণ্য করিতে পারি নাই বলিয়া পাঠক সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অন্তে সানুনয় নিবেদন জানাই— এ গ্রন্থখানা রিসার্চ স্কলারদের অনুসন্ধানের পথে সূত্রপাত মাত্র। এ গ্রন্থখানার যোগসূত্র ধরিয়া অনুসন্ধানকারিগণ যেন অনুসন্ধান কার্যে অগ্রসর হন। গ্রন্থ পাঠে পাঠকবৃন্দ আনন্দলাভ করিলে নিজে ধন্য মনে করিব।

বিনীত—
শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য

মীরাবাণী প্রচার মন্দির
৩২ । ৮ এয়র বটতলা
বাংগালীটোলা, বারাণসী—১
২৩-১১- '৬৯ইং

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীগৌরহরির ভক্তজনের
শ্রীকরকমলে—

ব্যোমকেশ

—যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই-ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥

চৈঃ চঃ ম (১৫ । ১১১)

কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥

চৈঃ চঃ ম (১৬ । ৭২)

পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
যার যত শক্তি কৃপা সবে তাই গাই॥

চৈঃ ভাঃ ১ । ১৭ । ১৪৯

অন্তরেতে শ্যাম তনু বাইরে গৌরাঙ্গ জনু,
অদভূত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে, কুঞ্জরস বিলাইতে,
অনুরাগে গৌর তনু হৈলা॥

শ্রীনরহরি

চৈতন্য চরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে তাঁর পদে যার মন ধীর॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪৯

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
আশীর্বাণী ও শুভেচ্ছা···	···	····	(ক)
ভূমিকা···· শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, বার্তা সম্পাদক "যুগান্তর"		···	(খ)
নিবেদন	···	···	(গ)
উৎসর্গ	···	···	(ছ)
সূচীপত্র	···	···	
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী মূল গ্রন্থ সংকলন ···		····	১-৩৮
পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদ	···	····	৩৯-১২৪
বঙ্গদেশ	····	····	৩৯
বাঙ্গাল	····	····	৪০
শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ	····	····	৪৪
ফরিদপুর— ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ		····	৪৯
ঢাকা বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী	,,	···	৪৫
সুবর্ণগ্রাম	,,	····	৪৫
ময়মনসিংহ এগারসিন্ধু লাঙ্গলবন্দ	····	····	৪৬
শ্রীহট্ট	····	····	৪৭
ত্রিপুরা	····	····	৪৮
চট্টগ্রাম বা চাটিগ্রাম	····	····	৫০
পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদ	···	····	৫১-১২৪
অদ্বৈতাচার্য	···	····	৫১
শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি	····	···	৬৩
মুরারিগুপ্ত	····	····	৭৭
চন্দ্রশেখর আচার্য	····	····	৮৮

সেন শিবানন্দ ৯৮
রত্নগর্ভ আচার্য ১০২
বাসুঘোষ— মাধব, গোবিন্দ ১০৪
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ১০৫
বাসুদেব দত্ত ১০৯
মুকুন্দ দত্ত ১১১
তপন মিশ্র ১১৮

সহায়ক গ্রন্থ সূচী গ্রন্থের সাংকেতিক নাম—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্য ভাগবত— চৈঃ ভাঃ

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল— চৈঃ মঃ

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও পূর্ব-বঙ্গীয় পার্ষদ

[শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীপাদ প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পিতৃব্য কংসারি মিশ্রের পুত্র। প্রদ্যুম্ন মিশ্র শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি "শূদ্রাহ্নিকাচার" নামক গ্রন্থ প্রণেতা। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টের বুরুঙ্গা গ্রামে আগমন কালে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর পিতামহী শোভাদেবী সন্দর্শনের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভুর আদেশে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" নামক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ রচনার কাল ১৪৩২ শকাব্দ ১৫১০ খৃষ্টাব্দ। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হয় মহাপ্রভুর তিরোভাবের ৪০ বৎসর পরে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাপ্রভুর তিরোভাবের প্রায় একশত বৎসর পরে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলীর আরেক খণ্ড গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে: প্রায় ২০০ বৎসর হইল মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র-বংশোদ্ভব জগজীবন মিশ্র "মনঃ সন্তোষিণী" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহাতে মহাপ্রভুর শ্রীহট্ট ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। জগজীবন মিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে, অর্থাৎ যেখানে উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী ছিল। জগজীবন মিশ্র মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দ মিশ্র হইতে ৮ম পর্য্যায় উৎপন্ন।

পরবর্ত্তীকালে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" গ্রন্থ খানা কয়েকবার সংকলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺চৈতন্যচরণ দাস ও ৺কামিনী মোহন মিশ্র মহাশয়ের সংকলন উল্লেখ যোগ্য। ৺ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব লিখিত "শ্রীহট্ট সাহিত্যের উপকরণ" শীর্ষক মাসিকার সাপ্তাহিক পত্রিকা বৈশাখ ১৩৪২ বাংলায় প্রকাশিত প্রবন্ধে পাওয়া যায় "ঢাকাদক্ষিণের প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থ প্রাচীন কালের রচিত বিভাগে আদর্শ গ্রন্থরূপে গণ্য। এই চৈতন্যোদয়াবলী এখন ঢাকাদক্ষিণে পূজিত হইয়া থাকে। গ্রন্থ খানি শ্রীচৈতন্য দেবের সময়ে লেখা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ উহার একখানা ফটো তুলিয়া রাখিয়াছেন।" উক্ত গ্রন্থ খানার সংস্কৃত শ্লোকের ভাবার্থের সহিত টীকা টিপ্পনী দিয়া সংকলনের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব-বঙ্গীয় পার্ষদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের প্রয়াস করা হইতেছে মাত্র।]

প্রথমঃ সর্গঃ

রাধাভাবদ্যুতিং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং।
গোবিন্দং করুণাম্বুধিং জগদীশং প্রভুং ভজে॥ (১)

শ্রীরাধার ভাবকান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী করুণানিধি জগদীশ গোবিন্দকে প্রণাম করি।

শ্রীরাধার ভাবসার আপনে করি অঙ্গীকার।

মহাপ্রভুর নরলীলা, শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া। শ্রীরাধা সম্বন্ধে ঋক পরিশিষ্টে পাওয়া যায়ঃ রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার নিত্য অবস্থিতি।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীপাদ সর্বশাস্ত্র সার সমাহরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন।
হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম॥

প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য তার॥

শ্রীরাধা গোপী নামে অভিহিতা। গোপী প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি— সুখ হয় কোটীগুণ॥
গোপীর দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥

শ্রীরাধাভাব সম্পর্কে রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর মধ্যে কথোপকথনে পাওয়া যায়।

এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব-সাধ্য-সার॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥

কোন্ ভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক মাধুর্যের আস্বাদ? কান্তা ভাবে মধুর রসের ভজনাতেই মাধুর্য অধিক। কান্তা ভাবে উপসনার প্রণালী কি? শ্রীমতী রাধারাণীর কোন সখীর ভাব আশ্রয়ে সাধনা।

"সখী ভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি"

তারপর— রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥

রাগানুরাগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন ব্রজে পায় ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ চৈঃ চঃ

এই শ্রীরাধার ভাব কান্তিতে বিমণ্ডিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বমূর্তিতে, ভাবে নরলীলা করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার ভাব নিয়াই শ্রীচৈতন্য অবতার।

বৃহদ্বাক্যানুসারেণ তন্ত্রাণ্যালোক্য যত্নতঃ।
সংক্ষিপ্তং কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী প্রতন্যতে॥ (২)

বৃহদ্ বাক্যানুসারে অর্থাৎ মহাপ্রভুর আদেশে তন্ত্রাদি নানা গ্রন্থ অবলোকন করিয়া অতি সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি।

আসীচ্ছ্রীহট্ট মধ্যস্থো মিশ্র মধুকরাভিধঃ।
পাশ্চাত্ত্যো বৈদিকশ্চৈব তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ (৩)
বারণাপ্তৈব তেনেহ কিয়দ্ভূমিঃ করোৎকরা।
বরগঙ্গেত্যতো দেশঃ সজ্জনে পরিগীয়তে॥ (৪)

শ্রীমধুকর মিশ্র নামক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীহট্টে বাস করিতেন। তিনি বারণাতে (বরগঙ্গা দেশে) কতক ভূমি প্রাপ্ত হইয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেই স্থানকে লোকে বরগঙ্গা (বুরুঙ্গা) বলিয়া থাকে।

শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির চতুশ্চত্বারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে (১৩৫৪ বাংলা ১০ই পৌষ) আহ্বাহকগণের অভিভাষণে পাওয়া যায় যে বুরুঙ্গা গ্রামের প্রাচীন পুঁথি ও বংশাবলীতে উল্লেখ আছে এতদঞ্চলের কোন রাজার আমন্ত্রণে মিথিলা হইতে বৎস গোত্রীয় মধুকর মিশ্র নামক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বরগঙ্গা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। মধুকর মিশ্র ঐ গ্রামের হিরণ্যগর্ভের কন্যা চণ্ডীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের বসতিস্থান বরগঙ্গা গ্রামে।
বিয়া করি মধু মিশ্র রৈল সেই স্থানে॥ প্রেমবিলাস

৺দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

জয়ানন্দের মতে চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার যাজপুর গ্রামে বাস করিতেন। মহারাজ কপিলেন্দ্র রায়ের ভয়ে পলাইয়া শ্রীহট্টে আগমন পূর্বক বাস করেন।

চত্বারস্তস্য পুত্রাস্তু সর্পৈনেক পঞ্চবৈ।
কীর্ত্তিদো রত্নদোপেন্দ্রৌ কীর্ত্তিবাস স্তথা ফণী। (৫)

মধুকর মিশ্রের কীর্তিদ, রত্নদ, উপেন্দ্র, কীর্তিবাস ও সর্পরূপে আরেক পুত্র যাহার নাম ছিল ফণী— জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

বভূবুর্গুণ সংযুক্তাঃ সুব্রাহ্মণ্যা প্রতাপিনঃ।
ফণিনা যৎ কৃতং কর্ম্মং তন্ময়া কথ্যতেঽদ্ভুতং॥ (৬)

মধুকর মিশ্রের চারিপুত্র গুণবান, সুব্রাহ্মণ, প্রতাপান্বিত ছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে ফণী যে অদ্ভুত কর্ম করিয়াছিলেন— তাহা কহিতেছি:

অষ্টাঙ্গুলমিতং নিষ্কং দত্বা লাঙ্গুলকাগ্রতঃ।
ভুক্ত্বা সলাজকং ক্ষীরং পিত্রোঃ প্রীতিং বিবর্দ্ধয়ন্॥ (৭)

সেই সর্প-পুত্র সর্বদা দুগ্ধ মিশ্রিত খৈ খাইয়া স্বীয় লাঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে অষ্টাঙ্গুল পরিমিত নিষ্ক অর্থাৎ একশত আট তোলা স্বর্ণ দান করতঃ পিতা মাতার প্রীতি বর্ধন করিতেন।

নিত্যং দদতি তুষ্টো সা বেকদা ভ্রাতৃজায়য়া।
ষোড়শাঙ্গুল লাঙ্গুল হীনঃ ক্রুদ্ধো বনং যযৌ॥ (৮)

এই ভাবে সর্প-পুত্র আনন্দের সহিত কাল কাটাইতে ছিলেন, কিন্তু একদিন তাহার ভ্রাতৃজায়া কীর্তিদের স্ত্রী তাহার ষোল আঙ্গুল পরিমিত লাঙ্গুল কাটিয়া ফেলাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বনে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনায় মধুকর মিশ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া চণ্ডীদেবী সহ কাশীধামে চলিয়া যান।

তবে মধুকর মিশ্র চণ্ডিকা সহিতে।
পুত্রগণে রাজ্য-দিয়া গেলেন কাশীতে॥ শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী

ততো মধ্যস্থৈক পুত্রস্থিত্বা দেশন্তু পৈত্রিকং।
শ্রীমদুপেন্দ্র মিশ্রাখ্যঃ প্রধানং স্থানমাগমৎ।। (৯)

তৎপর শ্রীমধুকর মিশ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীমৎ উপেন্দ্র মিশ্র পিতৃভূমি বরগঙ্গা পরিত্যাগ পূর্বক এক বিশিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন।

কৈলাস সন্নিধানেতু গুপ্তবৃন্দাবনং মহৎ।
ইক্ষু নাম্নী চ তৎপূর্বে কালিন্দী সদৃশী নদী।। (১০)

কৈলাস গিরির সন্নিকটে গুপ্তবৃন্দাবন নামক এক মহৎ স্থান রহিয়াছে। তাহার পূর্বদিকে যমুনা সদৃশা ইক্ষু নাম্নী নদী প্রবাহিতা।

এই বিশিষ্ট স্থান শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রাম আর ইক্ষু নদী কুশিয়ারা নামে অভিহিত। ঐ গ্রামে উপেন্দ্র মিশ্র আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করেন।

শ্রীহট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী সদগুণ প্রধান॥ চৈঃ চঃ

বৃদ্ধ গোপেশ্বর স্তত্র দক্ষিণস্যান্দিশি স্থিতঃ।
শবগঙ্গা সমীপে চ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ।। (১১)

সেই গুপ্ত বৃন্দাবন অর্থাৎ ঢাকাদক্ষিণ গ্রামের দক্ষিণে শিবগঙ্গা নদীর তীরে বাঞ্ছাকল্পতরু বৃদ্ধ গোপেশ্বর শিব বিরাজিত রহিয়াছেন।

কৈলাশাদুত্তরে কুণ্ডং গুপ্তং পরম শোভনং।
আস্তেহমৃতাখ্যং লোকৈস্তৎ কদাচিদপি দৃশ্যতে।। (১২)

কৈলাস পর্বতের উত্তরে অমৃত কুণ্ড নামে অতি সুন্দর এক গুপ্ত কুণ্ড আছে, লোকে তাহা কদাচিৎ দেখিতে পায়।

তত্র স্থিত্বা স বিপ্রর্ষি স্তপ স্তেপে নিরাকুলঃ।
শোভয়া ভার্যয়া যুক্তোপ্যাশ্চর্য গুণযুক্তয়া।। (১৩)

সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ উপেন্দ্র মিশ্র তাঁহার আশ্চর্য গুণশালিনী সুন্দরী ভার্যা শ্রীমতী শোভা দেবী সহ একান্ত মনে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বভূবুঃ সপ্তপুত্রাশ্চ তস্য বিপ্রস্য ধীমতঃ।
ব্রাহ্মণ্য-গুণসম্পন্না নারায়ণপরায়ণাঃ। (১৪)

সেই ধীমান্ ব্রাহ্মণ উপেন্দ্র মিশ্রের ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন নারায়ণ অনুরক্ত সপ্তপুত্র জন্মিয়াছিলেন।

কংসারিঃ পরমানন্দো জগন্নাথ স্তুতঃপরঃ।
সর্বেশ্বরঃ পদ্মনাভো জনার্দন স্ত্রিলোকপঃ॥ (১৫)

মধুকর মিশ্র
|
উপেন্দ্র মিশ্র
|
কংসারি | পরমানন্দ | জগন্নাথ | সর্বেশ্বর | পদ্মনাভ | জনার্দন | ত্রিলোকপ

কংসারি — প্রদ্যুম্নমিশ্র, গ্রন্থকার,
জগন্নাথ — শ্রীবিশ্বরূপ ও শ্রীচৈতন্যদেব

উপেন্দ্র মিশ্রের বংশবৃক্ষ এইরূপ ছিল।

পাদ্মে শ্রীভগবদ্ বাক্যং—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং হি সুরেশ্বরাঃ।
কলৌ সংকীর্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥ (১৬)

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান বলিয়াছেন: হে দেবগণ, সুরেশ্বরগণ! তোমরা ভূতলে জন্মগ্রহণ কর; কলিকালে সংকীর্তনারম্ভে আমি শ্রীশচীপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব।

ইত্থং ভগবদাদেশাৎ কশ্যপঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।
কলৌ সমাগতো মিশ্র জগন্নাথ স্বরূপতঃ॥ (১৭)

শ্রীভগবানের আদেশানুসারে কশ্যপ কলিকালে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র রূপে এ ক্ষিতি মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অদিতি দৈবমাতা চ নীলাম্বরসুতা শচী।
স্বরূপেধা লভজ্জন্ম নবদ্বীপে মনোরমে॥ (১৮)

দেবমাতা অদিতি শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীরূপে মনোহর নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা শিবাদি দেবাশ্চ দেবর্ষিজন্ম লেভিরে।
ক্ষিতৌ শ্রীভগজ্জন্ম প্রতীক্ষ্য সংস্থিতাহি তে॥ (১৯)

ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবগণ এবং দেবর্ষি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান কখন অবতীর্ণ হইবেন, সেই প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবল্যাং প্রথমঃ সর্গঃ।

———:০:———

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

ধীমন্তং স্বসুতং বীক্ষ্য জগন্নাথং গুণার্ণবং।
কাতান্ত্রাদীনি শাস্ত্রানি পাঠয়ামাস স দ্বিজঃ॥ (১)

উপেন্দ্র মিশ্র তাঁহার অতি গুণশালী পুত্র জগন্নাথ মিশ্রকে অত্যন্ত প্রতিভাশালী ধীসম্পন্ন দেখিয়া কলাপব্যাকরণাদি শাস্ত্র নিজেই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আবেশং তস্য তত্রৈব দৃষ্টা মিশ্র প্রতাপবান্।
প্রস্থাপয়ামাস চ তং নবদ্বীপে মনোরমে॥ (২)

প্রতাপবান উপেন্দ্র মিশ্র স্বীয় পুত্রের শাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া, নানা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া আসিবার জন্য তাহাকে মনোরম নবদ্বীপে পাঠাইয়া ছিলেন।

পতিত পাবনী গঙ্গার তীরবর্ত্তী নবদ্বীপ ছিল তখন বিদ্যার পীঠস্থান। ঐ সময়ে যিনি বিদ্বান তিনিই ছিলেন মহান। বিত্তে কৌলিন্য ছিল না, কৌলিন্য ছিল পাণ্ডিত্যে। বিত্তবান গৌরব অনুভব করিতেন তাহার অতুল ঐশ্বর্যে নহে, পরন্তু বিদ্বানকে সম্মান প্রদান করিয়া। তখন বিদ্যার আদর ছিল, ধনের নহে। তাই জ্ঞানের পীঠভূমি নবদ্বীপে উপেন্দ্র মিশ্র তাঁহার তনয় জগন্নাথকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন।

নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা রস পায়॥ চৈঃ ভাঃ

তস্মিন স গঙ্গামিত বিদ্যয়া যুতং।
বিদ্যার্থিনা মাপ্ততমং কৃপার্ণবং॥
এবং বিলোক্যৈব গুরুং তদন্তিকে।
গঙ্গা সমীপেঽবসদচ্যুতাশয়ঃ॥ (৩)

শ্রীভগবানের আদেশানুসারে কশ্যপ কলিকালে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র রূপে এ ক্ষিতি মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অদিতি দৈবমাতা চ নীলাম্বরসুতা শচী।
স্বরূপেণ্যা লভজ্জন্ম নবদ্বীপে মনোরমে॥ (১৮)

দেবমাতা অদিতি শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীরূপে মনোহর নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা শিবাদি দেবাশ্চ দেবর্ষিজন্ম লেভিরে।
ক্ষিতৌ শ্রীভগবজ্জন্ম প্রতীক্ষ্য সংস্থিতাহি তে॥ (১৯)

ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবগণ এবং দেবর্ষি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান কখন অবতীর্ণ হইবেন, সেই প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবল্যাং প্রথমঃ সর্গঃ।

———:০:———

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

ধীমন্তং স্বসুতং বীক্ষ্য জগন্নাথং গুণার্ণবং।
কাতান্ত্রাদীনি শাস্ত্রানি পাঠয়ামাস স দ্বিজঃ॥ (১)

উপেন্দ্র মিশ্র তাঁহার অতি গুণশালী পুত্র জগন্নাথ মিশ্রকে অত্যন্ত প্রতিভাশালী ধীসম্পন্ন দেখিয়া কলাপব্যাকরণাদি শাস্ত্র নিজেই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আবেশং তস্য তত্রৈব দৃষ্টা মিশ্র প্রতাপবান্।
প্রস্থাপয়ামাস চ তং নবদ্বীপে মনোরমে॥ (২)

প্রতাপবান উপেন্দ্র মিশ্র স্বীয় পুত্রের শাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া, নানা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া আসিবার জন্য তাহাকে মনোরম নবদ্বীপে পাঠাইয়া ছিলেন।

পতিত পাবনী গঙ্গার তীরবর্ত্তী নবদ্বীপ ছিল তখন বিদ্যার পীঠস্থান। ঐ সময়ে যিনি বিদ্বান তিনিই ছিলেন মহান। বিত্তে কৌলিন্য ছিল না, কৌলিন্য ছিল পাণ্ডিত্যে। বিত্তবান গৌরব অনুভব করিতেন তাহার অতুল ঐশ্বর্যে নহে, পরন্তু বিদ্বানকে সম্মান প্রদান করিয়া। তখন বিদ্যার আদর ছিল, ধনের নহে। তাই জ্ঞানের পীঠভূমি নবদ্বীপে উপেন্দ্র মিশ্র তাঁহার তনয় জগন্নাথকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন।

নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা রস পায়॥ চৈঃ ভাঃ

তস্মিন স গত্বামিত বিদ্যয়া যুতং।
বিদ্যার্থিনা মান্যতমং কৃপার্ণবং॥
এবং বিলোক্যৈব গুরুং তদন্তিকে।
গঙ্গা সমীপেঽবসদচ্যুতাশয়ঃ॥ (৩)

জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে যাইয়া, বিশিষ্ট বিদ্বান ও বিদ্যার্থী মান্য করুণা-সাগর এক গুরুকে পাইয়া, নারায়ণপরায়ণচিত্তে গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহো স্বধর্ম তৎপর॥ চৈঃ ভাঃ

অধ্যৈষ্ট-বেদং খলু সাম সত্তমং।
সংধ্যায়-নারায়ণমাদি-দৈবতং॥
বিদ্যার্থিভিঃ পুণ্য-নিকেতনো যুবা।
ধন্যো গুরোঃ সর্বজন প্রিয়শ্চ সঃ॥ (৪)

নারায়ণাদি দেবতার ধ্যানান্তে সেই নবীন যুবক জগন্নাথ মিশ্র আগে সামবেদ অধ্যয়ন করিলেন। তদন্তে অন্যান্য বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সর্বজন প্রিয় হন। তথাকার সর্ব-বিদ্যার্থী কর্তৃক সম্মানিত হইয়া তিনি গুরুদেবের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। এরূপে পবিত্র চরিত্রবিশিষ্ট গুণবান যুবক দ্বারা গুরুদেবও আপনাকে সফল মনোরথ মনে করিয়াছিলেন।

অতিরিক্ত উক্তি : নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ জগন্নাথ মিশ্রকে "মিশ্রপুরন্দর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্রবর— পদবী পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব পূর্বে সদগুণ সাগর॥ চৈঃ চঃ

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে পাওয়া যায় : জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ১৭বৎসর পূর্বে ১৩৯০ শকে তাঁহার হস্তলিখিত সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব গ্রন্থখানা এখনো ৺মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্নের পুত্রগণের নিকট রহিয়াছে। ইহাতে বর্ণাশুদ্ধি নাই, অক্ষর গুলি অতি সুন্দর।

ন রূপবানস্য সমো নরোঽস্তিকঃ
গুণেন চ প্রেক্ষণ ভাবণাদিভিঃ

পরস্পরং স্ত্রী পুরুষা সমস্তুতঃ
সদালাপং শ্চেতি বিশুদ্ধ মানসঃ ॥ (৫)

তৎকালে নবদ্বীপে রূপে, গুণে, আলাপে, ভাষণাদিতে জগন্নাথ মিশ্রের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। বিশুদ্ধ চরিত্র নরনারী সর্বত্র তাঁহার বিষয় আলাপ করিতেন।

নিসম্য-গুণ-রূপাণি শ্রীল বৈদিকসত্তমঃ।
নীলাম্বরো দ্বিজবরো দ্রষ্টুং তং প্রযযৌ মুদা ॥ (৬)

জগন্নাথ মিশ্রের গুণ রূপাদির কথা শ্রবণ করিয়া দ্বিজবর নীলাম্বর চক্রবর্তী আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

দৃষ্ট্বা তং নরশার্দূলং চক্রবর্তী স্বধর্মরাট্।
তস্মৈ কন্যাং প্রদাস্যামি সুশীলায় মহাত্মনে ॥ (৭)

স্বধর্ম পরায়ণ নীলাম্বর চক্রবর্তী সেই নরশ্রেষ্ঠ সুশীল মহাত্মাকে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন।

নীলাম্বর চক্রবর্তীর আদি নিবাস শ্রীহট্টের তরপ পরগনার জয়পুর গ্রামে ছিল। তিনি যজুর্বেদীয় রথীতর গোত্রীয় শম্ভুদাস পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন। নীলাম্বরের ন্যায় জ্যোতিষ শাস্ত্রবিৎ সুপণ্ডিত তৎকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ খণ্ড ৩য় খণ্ডের ৯১ পৃষ্ঠায় মহাপ্রভুর সমসাময়িক জয়ানন্দ কৃত চৈতন্য মঙ্গলের বিবরণে পাওয়া যায়ঃ

নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্র জগন্নাথে।
সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িয়া উৎপাতে ॥
গঙ্গা স্নান করিব বসিব নবদ্বীপ।
বৈকুণ্ঠ নিবাস আর কিবা জপতপ ॥
দিব্য দোলা চড়ি মিশ্র সবান্ধবে আসি।
গঙ্গা নবদ্বীপ দেশে প্রেমানন্দে ভাসি ॥

এই জগন্নাথ মিশ্র— উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র নহেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর খুল্লতাত ছিলেন।

নীলাম্বর চক্রবর্তীর ২ কন্যা ও ২ পুত্র ছিলেন। কন্যার মধ্যে শচী দেবীই জ্যেষ্ঠা। আবার পুত্রকন্যার মধ্যে—"প্রথম যোগেশ্বর পণ্ডিত দ্বিতীয় শচী হয়" (প্রেম বিলাস)

মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষদর্শী গোবিন্দ দাসের কড়চায় শচী দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়।

"শান্ত মূর্তি শচীদেবী অতি খর্বকায়"

ইতি নিশ্চিত্য মনসা গত্বা নিজ নিকেতনঃ।
ভার্যায়ৈ কথয়ামাস মনসা যৎ কৃতস্তু তৎ॥ (৮)

এই প্রকার মন স্থির করিয়া নীলাম্বর চক্রবর্তী নিজ নিকেতনে গিয়া স্বীয় ভার্যাকে মনের কথা ব্যক্ত করিলেন।

গতে কিয়তি কালেচ দূত তস্তৌ চ দম্পতী।
নির্ণীয়োদ্বাহ সময়ং প্রহৃষ্টৌ কৃতমঙ্গলৌ॥ (৯)

এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই দম্পতী দূত দ্বারা সম্বন্ধ ও বিবাহের সময় নির্ণয় অর্থাৎ মঙ্গলাচরণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

প্রাজাপত্য বিধানেন জগন্নাথায় ধীমতে।
বৎস গোত্রায় দদতু শচীং স্বীয় সুতাং বরাং॥ (১০)

প্রাজাপত্য বিধানানুসারে, ধীমান বৎসগোত্রসম্ভূত জগন্নাথ মিশ্রের সহিত শুভদিনে নীলাম্বর চক্রবর্তী তাহাদের পরমাসুন্দরী কন্যা শচী রাণীকে বিবাহ দিলেন।

কৃত্বা পাণিগ্রহং শচ্যা নবদ্বীপে দ্বিজোত্তমঃ।
জগন্নাথোঽবসৎ প্রীত্যা কান্তয়া সৌর্যয়াবৃতঃ॥ (১১)

দ্বিজোত্তম জগন্নাথ মিশ্র শচীরাণীর পাণি গ্রহণ করতঃ নবদ্বীপে পরম প্রীতির সহিত সর্বজন গণ্যরূপে বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁর পত্নী শচী নাম মহাপতিব্রতা।
মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥ চৈঃ ভাঃ

জগন্নাথ মিশ্রের আবাস ভবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন।

গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানা বড় ঘর দেখিতে সুন্দর।

সদাতৌ ধর্মসম্পন্নৌ গোবিন্দধ্যানতৎপরৌ।
তপো নারায়ণে ক্ষেত্রে তেপতু বাঞ্ছিতপ্রদে॥ (১২)

স্বধর্ম পরায়ণ মিশ্রদম্পতি শ্রীগোবিন্দের ধ্যানে তৎপর হইয়া সর্ব-ফলপ্রদ নারায়ণ ক্ষেত্রে নবদ্বীপে তপস্যা করিয়াছিলেন।

অষ্টৌ কুমারিকা স্তস্যাং ক্রমাৎ ভূস্বাদিবং যযুঃ।
ততঃ শ্রীবিশ্বরূপাখ্যঃ পুত্রোজাত উদারধীঃ॥ (১৩)

ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া একে একে পরলোক গমন করে, তদনন্তর উদার স্বভাব ধীশক্তি সম্পন্ন শ্রীবিশ্বরূপ জন্ম গ্রহণ করিলেন।

তস্য বৈষয়িকে কর্মণ্যেব স্বাস্তং ন মুহ্যতি।
ইতি দৃষ্ট্বাতু ভীতঃ শ্রীজগন্নাথঃ সুপণ্ডিতঃ॥ (১৪)

একমাত্র পুত্র বিশ্বরূপকে সাংসারিক বিষয় কর্মে বীতরাগ দেখিয়া সুপণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র ভয়াম্বিত হইয়া পড়িলেন।

চিন্তামাপেতি মহতী বর্ত্তে পিতরৌ মম।
তাভ্যাং দত্তেন শাপেন মাদৃশা মীদৃশী গতিঃ॥
ততো যাস্তামি তৌ দ্রষ্টুং ভার্যয়া সহ সত্বরম্॥ (১৫)

জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বরূপের চিন্তায় বিভোর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে জ্ঞানতঃ তিনি কোন পাপ কর্ম করেন নাই। তবে এরূপ অঘটন কেন ঘটিতেছে? একে একে আটটি কন্যা জন্মিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল কেন? তদুপরি যে একটি মাত্র সন্তান বিশ্বরূপ সেও সর্বদা উদাসীর ন্যায় থাকে। জগন্নাথ মিশ্রের পিতা মাতা তখন বিদ্যমান। তাঁহাদের সেবা করা পুত্রের কর্ত্তব্য। নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিশাপে এরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে। অতএব তাঁহাদিগকে দর্শনের মানসে স্বীয় পত্নীসহ অচিরে পিত্রালয়ে যাইতে জগন্নাথ মিশ্র সংকল্প কবিলেন।

এতস্মিন্নেব সময়ে শ্রীমদুপেন্দ্র মিশ্র রাট্।
পত্রং প্রস্থাপয়ামাস পুত্রাগমন কারণাৎ ।। (১৬)

জগন্নাথ মিশ্র যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা সত্যে পরিণত হইল। ঠিক সেই সময়েই শ্রীমৎ উপেন্দ্র মিশ্র পুত্রকে বাড়ী যাইতে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্রের পিতা মাতা সর্বদাই তাঁহাদের জন্য চিন্তা করিতেন। দূরদেশ প্রযুক্ত নবদ্বীপে যাইয়া পুত্র, পুত্রবধু ও পৌত্র বিশ্বরূপকে দেখা সম্ভবপর ছিল না। কোন গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে পত্র খানা পাঠাইয়াছিলেন।

পত্রংপ্রাপ্য জগন্নাথো সপুত্র ভার্যয়া লঘু।
স্বদেশমগমদ্বিদ্বান্ পিত্রোঃ প্রীতিং বিবর্ধয়ন্ ।। (১৭)

উপেন্দ্র মিশ্রের প্রেরিত পত্র পাইয়া বিদ্বান জগন্নাথ মিশ্র ভার্যা ও পুত্র সহ পিতা মাতার প্রীতি বর্ধনের নিমিত্ত স্বদেশ শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে গিয়াছিলেন।

জগন্নাথ— শচী রাণী অতি শুদ্ধ মতি।
আপনার দেশে আসি করিলা বসতি ॥

কবি ধূপরাজ কৃত— শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রন্থ

অথাগত্য জগন্নাথঃ পিতৃসেবা পরায়ণঃ।
তস্য পত্নী শচী চাপি শ্বশ্রূসেবনতৎপরা ।। (১৮)

স্বগৃহে আগমন করিয়া জগন্নাথ মিশ্র পিতৃ সেবায় তৎপর হইলেন। এবং শচীরাণী শ্বাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত থাকিলেন।

আসীৎশ্বশ্রূসমীপেচ ধন্যামান্যাচ যোষিতাং।
শ্বশ্রোরাজ্ঞানুসারেণ সর্বংকৃত্বা সুশোভনা ॥ (১৯)

সর্ব সুলক্ষণযুক্তা শচীরাণী শ্বাশুড়ীর আজ্ঞানুসারে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিয়া সকল স্ত্রীলোকের গণামান্য হইয়া শ্বাশুড়ীর সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পরমানন্দ পত্নী চ সুশীলা খ্যাতিহর্ষিতা।
শ্রীশচীং যাতরং নিত্যং পুত্রিকাবদ পালয়ৎ। (২০)

জগন্নাথ মিশ্রের ভ্রাতৃবধূ, পরমানন্দ মিশ্রের পত্নী সুশীলা দেবী আপন জা শচীরাণীকে কন্যারূপে পালন করিতে লাগিলেন।

গতে কিয়তি কালে চ শ্রীশচী সর্বদেবতা।
ঋতুস্নাত্বা বভূবাত্র সুন্দরী পূর্বতোঽধিকা ॥ (২১)

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সর্বদেবী স্বরূপিণী শ্রীশচী দেবী ঋতুস্নান করিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী হইলেন।

তস্মিন্নিশীথে ভগবান বাচমাহাশরীরিনীং।
শোভাদেবীং সমাভাষ্য নিত্য ধর্মপরায়ণাং ॥ (২২)

সেই নিশীথে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপ প্রকট করিয়া নিত্য ধর্মপরায়ণা শোভা দেবীকে দৈব বাণী দ্বারা বলিলেন ঃ

শৃণু শোভে! সুধায়ান্তে প্রাদুর্ভবামি চানঘে।
ততঃ পুত্রঃ সুধাখ্যের নবদ্বীপে মনোরমে ॥ (২৩)

হে অনঘে! শোভা শোন, তোমার পুত্রবধূতে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) আবির্ভূত

হইতেছি, অতএব তোমার পুত্র ও পুত্রবধূকে যথাশীঘ্র মনোরম নবদ্বীপে পাঠাইয়া দাও।

চৌদ্দ শত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ-শচীদেহে কৃষ্ণের প্রবেশে॥

শীঘ্রং প্রস্থাপয়াস্মাত্ত্বং তব শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।
অন্যথা চরণাস্তব্রে ভবিষ্যন্তি বিপত্তয়ঃ॥ (২৪)

তাহাদিগকে শীঘ্র নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলে তোমার মঙ্গল হইবে অন্যথায় ভবিষ্যতে তোমার বিপদ ঘটিতে পারে।

মহাত্মা শিশির ঘোষ মহাশয় তাঁহার "অমিয় নিমাই চরিত" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন : বিশ্বরূপের বয়স আন্দাজ ৮ বৎসর তখন জগন্নাথ মিশ্রের পিতা-মাতার নিকট হইতে আজ্ঞা পত্র আসিল। তাহাতে লিখা ছিল যে সত্বর তিনি যেন স্ত্রী-পুত্র সহ তাঁহাদিগকে দর্শন করেন। শচীদেবী ও পুত্র সহ শ্রীহট্টে পৌঁছেন। ১৪০৬ শকের (১৪৮৪ খৃঃ) কথা ঐ শকের মাঘ মাসে শচী দেবীর আবার গর্ভ হইল। জগন্নাথের শ্রীহট্ট হইতে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না, তাহার মাতা শোভাদেবীর আদেশে স্ত্রী পুত্র সহ নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। শোভাদেবী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন কোনো মহাপুরুষ বলিতেছেন যে পুত্র বধূর গর্ভে শ্রীভগবান স্বয়ং প্রবেশ করিতেছেন। অতএব শীঘ্র ইহাদিগকে যেন পাঠাইয়া দেন। শ্রীহট্টিয়াগণ যে পাড়ায় বাস করিতেন, জগন্নাথ মিশ্র সেই পাড়ায় গৃহ নির্মান করেন।

ইতি শ্রুত্বাতু সা ভীতা প্রাতর্গত্বা নিজং পতিং।
বৃতান্তং বেদয়ামাস রজনীজং মহাদ্ভুতং॥ (২৫)

দৈববাণী শ্রবণে শোভাদেবী ভয়ভীতা হইয়া পড়িলেন; প্রাতঃকালে স্বীয় পতির নিকট যাইয়া রাত্রের অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

পিতৃভ্যাস্তু সমাদিষ্টো জগন্নাথাখ্য ভূসুরঃ।
প্রয়াণং কর্তুমুদ্যুক্তো ভার্যয়া সপ্তগর্ভয়া॥ (২৬)

দ্বিজোবর জগন্নাথ মিশ্র পিতামাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গর্ভবতী ভার্য্যা সহ নবদ্বীপে যাইতে উদ্যত হইলেন।

অতএব স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামেই মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পিতরাবভি বন্দ্যাথ জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠপ্রিয়াং তথা।
লৌকিকং কারয়ামাস বিহিতং যস্য যৎ স্থিতং॥ (২৭)

তাঁহারা পিতামাতা তৎপরে জ্যেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠার পত্নীকে প্রণাম করিয়া যথাবিহিত মতে লৌকিক আচরণ করিয়াছিলেন।

প্রয়াণ সময়ে শোভা শচীং সম্বোধ্য সা ব্রবীৎ।
সুন্দরীং সদ্‌গুণ যুতাং শ্বশ্রোরাজ্ঞানুকারিণীং॥ (২৮)

নবদ্বীপ যাত্রাকালে শোভাদেবী, সুন্দরী সদ্‌গুণ-যুক্তা শাশুড়ীর আজ্ঞানু-বর্ত্তিনী শচী রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

শৃণু চার্বঙ্গি! তে গর্ভে পুরুষঃ যো ভবিষ্যতি।
প্রস্থাপয়িষ্যসি চ তং দিদৃক্ষা ময়ি বর্ত্ততে॥ (২৯)

হে সুন্দরি! শোন, তোমার গর্ভে যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন, তাহাকে তুমি একবার পাঠাইয়া দিবে, তাহাকে দেখিতে আমার ইচ্ছা রহিল।

ইতি স্বীকৃতয়া শচ্যা সহিতো দ্বিজ সত্তমঃ।
মিশ্রবরো জগন্নাথো নবদ্বীপমগাৎ পুনঃ॥ (৩০)

শচী রাণী শাশুড়ীর আজ্ঞা প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপনান্তর দ্বিজোত্তম জগন্নাথ মিশ্র সপরিবারে পুনরায় নবদ্বীপে চলিয়া গেলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবল্যাং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

গর্ভে ত্রয়োদশে মাসি শ্রীচৈতন্যোহরিঃ স্বয়ং।
তারণায়াস্তু জগতঃ করুণাসাগরঃ কলৌ॥ (১)

শৈল খোদধি ভূমানে শাকে ত্রৈলোক্য কেতনঃ।
ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাস্তু নিশিথেঽদ্বৈত ভাবিতঃ॥ (২)

শ্রীশচ্যাং দেবীকপিণ্যাং আবিরাসীৎ সুমঙ্গলে।
গ্রামে সংকীর্তনযুতে লোকে হর্ষ-সমাকুলে॥ (৩)

মাতৃগর্ভে ত্রয়োদশ মাসে (১৪০৬ শকের মাঘ মাস হইতে ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত) পূর্ণ সময়ে করুণাসাগর শ্রীচৈতন্য হরি জগতত্রাণ হেতু কলিকালে ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা নিশীথে

শৈল = ৭ মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষবানপি।
বিন্ধ্যাশ্চ পরিপাত্রশ্চ সপ্তেতে কুল পর্বতাঃ॥ মার্কেণ্ডেয় পুরাণ

মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পরিপাত্র,
খ = ০ আকাশ, উদধি = ৪ লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি,
ভূমান = ১ ঈশ্বর, অংকানাং বামতো গতিঃ অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী) অদ্বৈতাচার্যের আহ্বানে ত্রিলোক নিবাসী হইয়া ও মঙ্গলাস্পদ দেবী শচীরাণীর গৃহে শ্রীচৈতন্য রূপে স্বয়ং শ্রীহরি আবির্ভূত হইলেন। তখন শ্রীহট্টিয়া পাড়ার অধিবাসিগণ হর্ষ সমাকুলে হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন।

নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥
অদ্বৈতের কারণে কৃষ্ণ অবতার।
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুংকার॥

এ মতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার।
শচীগর্ভে বৈসে সর্ব-ভুবনের বাস
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আসি হইলা প্রকাশ॥ চৈঃ ভাঃ

তথাচোক্তং বিশ্বসার তন্ত্রে:

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চৈব নিশায়াং গৌরবিগ্রহ।
আবিরাসীচ্ছচীগেহে চৈতন্যো রসবিগ্রহ॥

বিশ্বসার তন্ত্রে উল্লেখ আছে যে, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা নিশীথে গঙ্গার দক্ষিণ ভাগে মনোহর নবদ্বীপে রসবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য দেব শ্রীশচী দেবীর গৃহে আবির্ভূত হইবেন।

আশ্চর্য রূপমালোক্য পতিমাহূয় সত্বরং।
দর্শয়ামাস তং জাতং শ্রীগৌরাঙ্গং পরং শুভং॥ (৪)

শচীরাণী পুত্রের অত্যাশ্চর্য রূপ দেখিয়া স্বীয় পতিকে আহ্বান করতঃ গৌরবর্ণ অতিসুন্দর পুত্রকে দেখাইলেন।

অথ রাত্র্যং ব্যতীতায়াং জগন্নাথো দ্বিজোত্তমঃ।
চক্রবর্ত্যাদিনাহূয় গণয়ামাস কোষ্ঠিকাং॥ (৫)

তৎপর রাত্রি অবসান হইলে দ্বিজোত্তম জগন্নাথ মিশ্র তৎকালীন প্রখ্যাত জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করতঃ নবজাত শিশুর কোষ্ঠি গণনা করাইয়াছিলেন।

মহাপুরুষ চিহ্নাদীন্ দৃষ্ট্বা পীতাম্বরাদয়ঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টাস্তস্মৈ সম্যঙ্ন্যবেদয়ন্॥ (৬)

পীতাম্বরাদি পণ্ডিতগণ নবজাত শিশুর দেহে মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ বিদ্যমান দেখিয়া, অত্যন্ত হর্ষের সহিত জগন্নাথ মিশ্রকে সম্যক অবস্থা নিবেদন করিলেন।

ভাগবত ধরিয়া ইহান শরীর ।
দেববিজ— গুরু পিতৃ-মাতৃ ভক্ত ধীর ॥ চৈঃ ভাঃ

অমানুষাণি কর্মানি দৃষ্ট্বাস্ত গ্রামবাসিনঃ ।
কীর্ত্তনং খে সদাকর্ণ্য বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ (৭)

সেই শ্রীহট্টিয়া পাড়ার অধিবাসীরা এ অসাধারণ শিশুর অমানুষিক ক্রিয়া কর্মাদি দর্শন করিয়া ও সর্বদা আকাশে কীর্ত্তন শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ।

এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি ।
নিরবধি নাচে, হাসে, শুনি হরিধ্বনি ॥ চৈঃ ভাঃ

সমাবর্ত্তন কর্মান্তং কৃত্বা তস্য দ্বিজোত্তমঃ ।
দেহং সন্ত্যজ্য পরমং পদমাগাত্ততঃপরং ॥ (৮)

দ্বিজোত্তম জগন্নাথ মিশ্র গৌরাঙ্গসুন্দরের সমাবর্ত্তন (উপনয়নাদি) ক্রিয়া সমাপনান্তে দেহত্যাগ করতঃ পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন ।

স্বামীর পরলোক গমনে শচীরাণী শোকে মুহ্যমান হইলে গৌরহরি মাকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি ।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরের যে দুর্লভ লোকে বোলে ।
তাহা আমি তোমারে আনিঞা দিমু হেলে ॥ চৈঃ ভাঃ

লোচনদাস ও বৃন্দাবনদাসের মতে— নিমাইয়ের যজ্ঞোপবীতের সময় ৯ বৎসর বয়সে ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে ।

"নবম বৎসর পুত্রের যোগ্য সময়"

হাতে দণ্ড কাঁধে ঝুলি শ্রীগৌরসুন্দর ।
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব সেবকের ঘর ॥

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন :—

গর্ভাষ্টমে যজ্ঞসূত্র দিলা বিশ্বম্ভরে।
নীলাম্বর চক্রবর্তী কর্ণে কহিল গায়ত্রী॥

জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক গমন সম্বন্ধে জয়ানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন :—

জ্যৈষ্ঠ নিদাঘ কালে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
সেই দিন ভূমিকম্প বারিপূর্ণ ক্ষিতি॥
মিশ্র পুরন্দর জ্বরে হৈলা অচৈতন্য।
মৃত্যুকালে প্রত্যাসন্ন দেখে সর্বশূন্য॥

পিতার পরলোক গমনে নিমাইয়ের আক্ষেপ সম্পর্কে লোচন দাস লিখিয়াছেন—

আমারে ছাড়িয়া পিতা কোথা যাবে তুমি।
বাপ বলি ডাক আর নাহি দিব আমি॥

তস্যৌর্দ্ধদেহিকং কর্ম কৃত্বা গৌরাঙ্গসুন্দরঃ।
সহমাত্রাঽকরোদ্বাসং তত্রাপি মাতৃবৎসলঃ॥ [৯]

গৌরাঙ্গসুন্দর পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি যথাযথ ভাবে সমাপনান্তে মাতৃবৎসল পুত্র মাতার সহিত নবদ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা প্রতিবাসিন আহূয় মিষ্টবাক্য বৈঃ।
প্রস্তাপয়ামাস শচী সুতস্যোদ্বাহ কর্মণি॥ [১০]

একদা শচীরাণী তাঁহার প্রতিবেশিগণকে আহ্বান করতঃ সুমিষ্ট বাক্যে আপন পুত্র গৌরাঙ্গসুন্দরের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সর্বেষাং মতমাদায় শুভকার্যে ততঃ পরং।
শীঘ্রং তৎসাধনার্থায় দেবী তত্র কৃতোদ্যমা॥ [১১]

তদনন্তর সকলেরই সম্মতি গ্রহণান্তে শুভ বিবাহ কার্য শীঘ্র সম্পন্ন করিতে শচী রাণী উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

নটনর্তনবাদিত্রৌঃ কৃত কৌতুকমঙ্গলৌঃ।
বিবাহং কারয়ামাস লক্ষ্ম্যা লক্ষণযুক্তয়া। [১২]

নানা মাঙ্গলিক কর্মানুষ্ঠান করতঃ নৃত্য-গীতাদি সহকারে সর্বলক্ষণ যুক্তা লক্ষ্মী দেবীর সহিত গৌরাঙ্গ সুন্দরের শুভ বিবাহ সম্পাদন করাইলেন।

"স্বরূপ চরিত" নামক ময়মনসিংহের একখানা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়ঃ শ্রীহট্টবাসী মাণিক্য মিশ্র নামক সদাচারী বিষ্ণুভক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণের পুত্র বল্লভাচার্য ছিলেন। নবদ্বীপে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি নানা শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া "আচার্য" উপাধি প্রাপ্ত হন। ময়মনসিংহের ভাটাদিয়া গ্রাম নিবাসী লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর পিতা বল্লভাচার্যের পিতার সহপাঠী ছিলেন। এই সূত্রে লক্ষ্মীনাথ ও বল্লভের মধ্যে পরিচয় ঘটে। তখন শ্রীহট্টের লোক গঙ্গা স্নানে যাওয়ার পথে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতের টোলে শ্রীহট্টের বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন।

কুলীন ধনবান লক্ষ্মীনাথ বিপ্র মহাশয়।
পণ্ডিত সদাচারী জিতেন্দ্রিয় হয়।
শত শত শ্রীহট্টিয়া পিতার কাছে পড়ে।
অন্নদান করিয়া পিতা রাখেন সবারে॥

নবদ্বীপে বাড়ী তৈয়ার করিয়া বল্লভাচার্য শ্রীহট্ট হইতে স্ত্রী কন্যাকে নিয়া যাইবার পথে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর ভবনে প্রায় একমাস অবস্থান করেন। বনমালী ও কাশীনাথ নামে নবদ্বীপ প্রবাসী শ্রীহট্টের দুই ব্যক্তি বল্লভাচার্যের সঙ্গে ছিলেন। বনমালী ঘটকের ঘটকালিতে লক্ষ্মীদেবীর সহিত গৌরাঙ্গ সুন্দরের বিবাহ হয়।

প্রভু বোলে— লক্ষ্মীপ্রিয়া পত্নী,
বল্লভমিশ্র শ্বশুর হয়। (স্বরূপ রচিত)

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে নিমাই ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিবাহের বিবরণ নিপুণ হস্তে অঙ্কন করিয়াছেন ঃ

একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে এলা করি গঙ্গা স্নান॥
তারে দেখে প্রভু হইলা অভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পায় প্রভুর দর্শন॥
সাহজীক প্রীতি দুঁহা করিল উদয়।
বাল্যভাবে ছন্ন তবু করিল নিশ্চয়॥
দুঁহা দেখি দুঁহা চিত্তে হইল উল্লাস।
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমাকে পূজিলে পাবে অভিপ্সীত বর॥
লক্ষ্মী তার অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিলা বন্দন॥ চৈঃ চঃ আদি

নিমাইয়ের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়াছিল অনাড়ম্বর ভাবে।

"কন্যামাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া" চৈঃ ভাঃ আদি

ইহা যে ছিল ভালবাসার বিবাহ, ইহাতে যৌতুকের প্রশ্ন উঠে নাই।

বেদোক্ত বিধিনা কর্ম কৃত্বা গৌরাঙ্গ সুন্দরঃ।
বঙ্গদেশে সমায়াতো মাতুরাজ্ঞাং বিধায় সঃ॥ (১৩)

বেদোক্ত বিধি অনুসারে শুভ বিবাহের কর্মাদি সম্পন্ন করিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর মাতার আজ্ঞা গ্রহণান্তে বঙ্গদেশে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে শুভাগমন করেন।

বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেইভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥ চৈঃ ভাঃ

বিরহেন তদা লক্ষ্মী দেহং তত্যাজ সুন্দরী।
নিকেতনং সমাগত্য কৃত্বা তস্যাঃ ক্রিয়াং পুনঃ॥ (১৪)

গৌরাঙ্গ সুন্দরের বিরহে সুন্দরী লক্ষ্মীদেবী দেহত্যাগ করিলে ; গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করতঃ তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

মুরারিগুপ্তের কড়চায় পাওয়া যায়ঃ

এবং স্থিতা গৃহে কালে দৈবাদাগত্য কুণ্ডলী।
অদশৎ পাদমূলে তাং লক্ষ্মীমালক্ষ্য মা শচী॥

লোচনদাস লিখিয়াছেন :

দংশিলেক মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে।
অস্ত ব্যস্ত হইয়া শচী গুণে মনে মনে॥ চৈঃ মঃ আদি

কবি জয়ানন্দ এ সম্পর্কে বিস্তর বিবরণ দিয়াছেন :

আর একদিন লক্ষ্মী পালঙ্ক উপরে।
শচী সঙ্গে নিদ্রা লক্ষ্মী বিলাস মন্দিরে॥
রাত্রি অবশেষে কাল সর্পরূপ ধরি।
দংশিল পদে কনিষ্ঠ অঙ্গুলী॥

বিষ্ণুপ্রিয়াং সমুদ্বাহ্য পূর্বতোধিক সুন্দরীং।
হরিগানং সদাকার্ষীদ্ভক্ত বৃন্দ সমন্বিতঃ॥ (১৫)

কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া ভক্তবৃন্দ সহকারে শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন।

সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥

মহাপ্রভুর শ্যালক মাধব মিশ্রের "দ্বিজ মাধব কৃষ্ণমঙ্গল"

এবারের ঘটক কাশীনাথ মিশ্র। শুভলগ্নে মহাসমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

ঈশ্বরের মূর্তি দেখি যত নরনারী।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা পাশরি॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাস্ত ভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥ চৈঃ ভাঃ

দ্বিতীয় বারের বিবাহ বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মুকুন্দ, সঞ্জয়, বুদ্ধিমন্ত খানের সহায়তায় ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হইয়াছিল। গোবিন্দ দাস বিষ্ণুপ্রিয়ার [illegible]

স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

"লজ্জাবতী, বিনয়িনী মৃদু ভাষ"

প্রেমবিলাস গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃবংশের পরিচয় সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে যে তাঁহার পিতামহ দুর্গাদাস মিশ্র শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণের অধিবাসী ছিলেন। তথা হইতে পরে নবদ্বীপের অধিবাসী হন।

শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিলা বসতি॥ (প্রেমবিলাস)

নিন্দাপরাণ্ জনান্ দৃষ্টা করুণাসাগরঃ প্রভুঃ।
চিন্তামবাপ মহতী মতী বোদ্বিগ্নমানসঃ॥ (১৬)

করুণাসাগর শ্রীগৌর সুন্দর তৎকালীন লোকদিগকে ধর্মের নিন্দা করিতে দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

লোকনিস্তারণায়ৈব ভবাব্ধেঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।
আগতবৈপরীত্যং পশ্যেঽহং স্বঃ করোম্যহং॥ (১৭)

আমি সর্বলোককে নিস্তার করিবার মানসে এ ক্ষিতি মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছি, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। অতএব এখন হইতে এরূপ চেষ্টা করিব যে যাহাতে এ পৃথিবী স্বর্গতুল্য হইতে পারে।

সন্ন্যাসেনোদ্ধরাম্যেব তেন দুষ্টানপি ক্ষিতৌ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা নিশীথে গতবাং স্তুতঃ॥
কেশবভারতিং প্রাপ্য সন্ন্যাসমকরোৎ প্রভুঃ॥ (১৮)

সন্ন্যাস গ্রহণান্তে এ ভূমণ্ডলবাসী নিন্দুক দুষ্টবুদ্ধি লোকদিগকে উদ্ধার করিবার মানসে গৌরসুন্দর একদা গভীর নিশীথে গৃহ ত্যাগ করতঃ কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার পরই গৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প [illegible]

করিলেই ত হইত। কী প্রয়োজন ছিল বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদাইবার? সন্ন্যাসের বিরাট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিরাট ত্যাগের মহনীয় দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর সম্মুখে রাখিবার জন্য। সন্ন্যাস না নিলে যে ভগবদ বিদ্বেষী নিন্দুকগণের উদ্ধার করা সম্ভবপর হইবে না।

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পলাঞা ছিল তার্কিকাদিগণ॥ চৈঃ ভাঃ

কেশব ভারতী গঙ্গাতীরে কাঠোয়ায় এক বটবৃক্ষতলে বাস করিতেন। তিনি শুদ্ধ সত্ত্ব কৃষ্ণ প্রেমাশ্রয়ী সন্ন্যাসী ছিলেন। গৌরসুন্দর তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন:

বল বল জ্ঞানীবর করুণা করিয়া।
কবে কৃষ্ণ অন্বেষিব সন্ন্যাসী হইয়া॥
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কবে দেশে দেশে যাব॥
কোথা গেলে মুঁই কৃষ্ণ প্রাণনাথে পাব॥ চৈঃ ভাঃ

গৌরসুন্দর চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৪৩১ শকে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসের শেষে গভীর রাত্রে—

চলিলেন বৈকুণ্ঠ নায়ক গৃহ হইতে।
সন্ন্যাস করিয়া সর্বজীবে উদ্ধারিতে॥

গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস সম্পর্কে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন:

না জাইহরে বাছা মায়েরে ছাড়ি-আ।
কেমনে বঞ্চিব আমি তোমা-না দেখি-আ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বহু মোর হবে অনাথিণী।
প্রথম যৌবন যে জলন্ত আগুনি॥
আমার বচন রাখ কি কাজ সন্ন্যাসে।
নিরবধি কীর্ত্তনে নাচহ গৃহ বাসে॥

লোচন দাস আকুল কণ্ঠে গাহিয়াছেন:

হা পুতিঁ পুত মোর সোনার নিমাই।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাঁই॥

তত: শান্তিপুরেঽদ্বৈতভবনে স মহাপ্রভুঃ।
আনীতো নিত্যানন্দেন রামরূপেণ বিষ্ণুনা॥ (১৯)

...ার বলরামরূপধারী বিষ্ণুর অবতার শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর— শান্তিপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ভবনে আনীত হইলেন। নিতাই নাম ডাক, আসল নাম নিত্যানন্দ। জন্ম তাঁহার—

মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নাম গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব পিতা— তানে করে পিতা ব্যাজ॥ চৈঃ ভাঃ

গৌর-নিতাইর পরিচয় সম্পর্কে আরো পাওয়া যায়:

ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য চন্দ্র জিনি দোঁহে নিজধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়॥
গৌড়দেশে পূর্বশৈলে করিলা উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব জগত আনন্দ॥
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তেহোঁ যার অংশ সেই নিত্যানন্দরাম॥

অদ্বৈতাচার্যের অকাল আহ্বানেই ত মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তাই সন্ন্যাস গ্রহণান্তে মহাপ্রভুর অদ্বৈত ভবনে আগমন।

শচী তত্রৈব গত্বাতংগুপ্তে চৈবাব্রবীদিদং।
পিতামহ্যা মদুক্তং তে তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ (২০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে অবস্থান কালে মাতা শচীদেবী তথায় উপস্থিত হইয়া অতি গোপনে পুত্রকে বলিলেন: "তোমার পিতামহী আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অতি সংক্ষেপে আমার নিকট

তখন অদ্বৈত ভবনে নাম কীর্ত্তন হইতেছিল। সকলই আনন্দে বিভোর।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

আজ সত্যি অদ্বৈত ভবন আনন্দ নিকেতন। পুত্র মাকে দর্শন মাত্র প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণ মঙ্গল করুণ বলিয়া মায়ের আশীর্বাদ। শচীরাণীর মনে ২৫ বৎসর পূর্বের শাশুড়ীর নিকট তাহার প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়িল। আজ সেই স্মৃতির কথা পুত্রের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। শচীমাতা যে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে নিজ তনয়কে দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন সে সম্পর্কে গোবিন্দ দাস ব্যক্ত করিয়াছেন:

"শচীমাতা দেখা দিলা অদ্বৈত ভবনে"

ত্বদগর্ভে মহাভাগে পুরুষো যো ভবিষ্যতি।
প্রস্থাপয়ত্বং ত্বচিরং দিদৃক্ষা ময়ি বর্ত্ততে॥ (২১)

আমরা যখন তোমার পিতামহী-গৃহে (শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণে) ছিলাম তখন তোমার পিতামহী আমাকে বলিয়াছিলেন: হে ভাগ্যবতি! তোমার গর্ভবাস হইতে যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন— তাহাকে দেখিবার জন্য আমি বিশেষ উৎকণ্ঠিত থাকিব। অতএব তাহাকে শীঘ্রই আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে।

স্বীকৃত্যেতি সমায়াতো নবদ্বীপে পুরানঘ।
ততোঽবশ্যং পালনীয়ং মদ্বাক্যং ভবতাপ্যিদং॥ (২২)

হে অনঘ! আমি তাঁহার মহাবাক্য শিরোধার্য করিয়া তোমাকে গর্ভে নিয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলাম। অতএব এখন তোমাকে আমার প্রতিশ্রুতি পালনার্থ তোমার পিতামহীকে দর্শনের জন্য যাইতে হইবে।

ইতি মাতৃবচঃ শ্রুত্বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুঃ।
গুপ্তয়া লীলয়া গন্তুমুপক্রমমথাকরোৎ॥ (২৩)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মাতৃবাক্য শ্রবণান্তে, স্বীয় অচিন্ত্যনীয় শক্তি-প্রভাব বিস্তার করতঃ গুপ্তলীলা সহকারে পিতামহী সদনে যাইবার জন্য উপক্রম করিলেন।

কোন কোন গৌরভক্ত "গুপ্তয়া লীলয়া" অর্থে সূক্ষ্ম শরীরে গমনের কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু তাহার বিস্তৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দৃষ্টে মনে হয় পূর্ববৎ আত্মপ্রকাশ না করিয়া তিনি অতি গোপনে গিয়াছিলেন।

প্রেম বিলাস গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে:

কিছু দিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে।
যাইতে হইবে মোর শ্রীহট্ট দেশেতে॥
পিতৃ জন্মস্থান পিতামহীরে দেখিয়া।
পদ্মাবতী তীরে ঝাট্ আসিব ফিরিয়া॥

কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার অমৃতাভ গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

পুণ্যবান পিতৃস্থান দেখিতে নিমাই,
গেলেন শ্রীহট্টে পূর্ববঙ্গে পুণ্যবতী,
দেখিলেন পূর্ববঙ্গ শস্য-শ্যামলা
অন্নপূর্ণা জগতের।

অথাদৌ বরগঙ্গাখ্যো প্রপিতামহ পালিতে।
হলপ্রবাহমালোক্য মধ্যাহ্নে চা ব্রবীদিদং॥ (২৪)

শৃণুধ্বং কৃষকাঃ সর্বে কুরুত হলমোচনং
কৃষকো রামদাসাখ্যঃ প্রোবাচ দণ্ডিণং প্রতি॥ (২৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়া প্রথমে প্রপিতামহ মধুকর মিশ্রের বাসভূমি বরগঙ্গা (বুরুঙ্গা) নামক স্থানে পদার্পন করেন। তথায় মধ্যাহ্ন সময়ে কৃষকগণকে হলচালন করিতে দেখিয়া করুণানিধির হৃদয়ে গো-গণের প্রতি দয়া উপজয়। তিনি কৃষকগণকে বলিলেন: মধ্যাহ্নকালে চাষ করা মহাপাপ; অতএব তোমরা গো-মোচন কর। এই আদেশ শ্রবণান্তে— রামদাস নামক জনৈক কৃষক সন্ন্যাসবেশী শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিল:

ক্ষেত্রেঽত্যল্প জলং তস্মাদদৈব কর্ষণং শ্রেয়ঃ।
ততো ভগবান্ চৈতন্যো গত্বা হল সমীপতঃ॥ (২৬)

হে প্রভো! ধান্যক্ষেত্রে অতি অল্প জল রহিয়াছে। সে জন্য অদ্যই এই ভূমি কর্ষণ করা প্রয়োজন। তৎপরে ভগবান শ্রীচৈতন্য হল সমীপে গমন করিলেন।

গোপৃষ্ঠে হস্তমাদায় হরিশব্দং চকারহ।
তন্মুখাত্তধ্বনিং শ্রুত্বা গাবশ্চক্রুর্হরিধ্বনিং। (২৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন পূর্বক শ্রীহরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত হরিধ্বনি শ্রবণে গো সকলও হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

ক্ষেত্রোঽপি ক্ষেত্রঞ্চ সহসামিত জলেন পূর্ণতাং গতঃ।
হলবাহাশ্চ তদ্দৃষ্ট্বা গ্রামস্থানাহুয়ন্তুতং॥ (২৮)

কৃষকেরা প্রায় জলশূন্য কৃষিক্ষেত্রের জন্য খুবই ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ সেই ক্ষেত্র জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষকগণ এই অলৌকিক ঘটনায় বিষয় গ্রামান্তরে যাইয়া সকলকে জ্ঞাপন করিল।

শ্রুত্বাশ্চর্য্যং দ্রুতং প্রেত্য গ্রামস্থৈ মিশ্রবংশজৈঃ।
সমানীতঃ প্রভুস্তত্র প্রপিতামহ কেতনে॥ (২৯)

এই আশ্চর্য ঘটনা শ্রবণে সেই গ্রামের মিশ্রবংশধরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার প্রপিতামহ মধুকরমিশ্র ভবনে নিয়া গেলেন।

মধুকর মিশ্রের প্র-পৌত্র জ্ঞাতি সম্পর্কে মহাপ্রভুর ভ্রাতা গৌরীকান্তের সহিত তথায় তাঁহার মিলন হয়। গৌরীকান্ত মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরীকান্ত বলিয়াছিলেন ঃ

অপরূপ ভবরূপ নিরূপণ হয়ে।
ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ অন্তরে বাহিরে॥ শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী

মহাপ্রভু বুরুলা গ্রামে যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন তাহা "গোরা মণ্ডলী দীঘি" নামে অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। চৈত্রমাসের প্রতি রবিবারে ভারত-বিখণ্ডিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত মহাপ্রভুর আগমন স্মৃতিতে তথায় মেলা বসিত। ঐ স্থান "চৈতন্যের বাড়ী" নামে পরিচিত। মহাপ্রভু যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেখানে বুরুলার স্বর্গীয় কুঞ্জকিশোর রায় চৌধুরী একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন।

প্রভোরলৌকিকং ভাবং দৃষ্ট্বা সর্বে সুবিস্মিতাঃ।
সাক্ষান্নারায়ণ ধিয়া সেবাং চক্রুর্যথোচিতাম্॥ (৩০)

মহাপ্রভুর অলৌকিক ভাব দেখিয়া বুরুলাবাসী বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহার যথোচিত সেবা করিলেন।

তত্রৈকা ব্রাহ্মণী সাধ্বী কাতরা প্রভুমব্রবীৎ।
জ্ঞানহীনো মম সুতো বৃত্তিং রক্ষিতুমক্ষমং॥ (৩১)

বুরুলা গ্রামের মিশ্রবংশীয়া জনৈকা সাধ্বী বিধবা অতি কাতরভাবে মহাপ্রভু সমীপে নিবেদন করিলেন: হে ভগবান! আমার একমাত্র পুত্র জ্ঞানহীন, সুতরাং তাহার বৃত্তি বিষয় রক্ষা করিতে সে অক্ষম। কথিত আছে যে কীর্তিদের স্ত্রী সর্পশিশু ফণীর লাঙ্গুল কাটিয়া ফেলায় দৈবদোষে ফণীর অভিশাপে এই বংশধরগণ বিদ্যা ও ধনহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কৃপয়েমং দীনবন্ধো! বিদ্বাংসং কুরুচাধুনা।
যয়া যাজনিকী বৃত্তির্বিচ্ছিন্নাস্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ (৩২)

সাধ্বী ব্রাহ্মণী বিনীতভাবে মহাপ্রভুকে আবার বলিলেন: হে দীনবন্ধো! আমার প্রতি কৃপা পূর্বক এখনই আমার পুত্রকে সুবিধান্ করুন, সে যাহাতে তাহার যাজনিক বৃত্তি রক্ষা করিবার মত জ্ঞানী হয়।

এতচ্ছ্রুত্বা তু গৌরাঙ্গঃ স্মিতো বাঞ্ছিতপ্রদঃ।
[illegible] লিলিখাসু [illegible] যথোচিতাং॥ (৩৩)

কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণীর কাতর প্রার্থনা শ্রবণান্তে ঈষৎ হাসিয়া ব্রাহ্মণীর অভিলাসানুযায়ী একখানা চণ্ডী স্বহস্তে লিখিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন।

গ্রন্থান্তরে উল্লেখ রহিয়াছে যে চণ্ডীখানা প্রদানকালে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণীকে বলিয়াছিলেন : এই চণ্ডীর প্রসাদে তোমার পুত্র ধন ও যশোলাভে খ্যাতিমান হইবে। "চণ্ডী যশোদাত্রী"

স্বাধিকার সাপ্তাহিক পত্রিকায় বৈশাখ ১৩৪২ বাংলায় প্রকাশিত শ্রীহট্টে সাহিত্যের উপকরণ প্রবন্ধে ৺ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন : শ্রীচৈতন্যদেব একখানা চণ্ডী নিজহাতে লিখিয়া তখনই রাখিয়া যান। গ্রন্থখানা বহুদিন যাবৎই বুরুঙ্গায় ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের হাতের লেখা অক্ষরগুলি ভক্তদের নিকট গ্রন্থ হইতে কাটিয়া বিক্রয়ও হইত। বর্তমানে ঐ ব্রাহ্মণীর বংশের শেষ পুরুষ নিরুদ্দেশ। গ্রন্থখানার বাকী অংশটুকু আজ কোথায়? বাংলার আর কোথাও চৈতন্যদেবের হাতের লেখা সংগৃহীত আছে বলিয়া জানি না।

দিনমেকং উষিত্বৈব পুষ্করিণ্যাস্তটে ততঃ।
বাঞ্ছনয়া জ্ঞাপয়িত্বাচাত্রাগমনকারণং॥ (৩৪)
পিতৃজন্মস্থানে প্রাগাদ্ গুপ্তবৃন্দাবনান্তরে।
তত্রৈব বরগঙ্গায়াং রাজতে স্থানমুত্তমং॥
নৃণাং বাঞ্ছাপ্রদং তস্মিযত্রাবাৎসীন্মহাপ্রভুঃ॥ (৩৫)

মহাপ্রভু তৎপরে বুরুঙ্গার পুষ্করিণী তটে (গোরা দীঘি) একদিন অবস্থান করিয়া ছলক্রমে যে তাঁহার এ স্থানে আগমন তাহা বর্ণনা করিলেন।

তৎপশ্চাৎ তিনি বুরুঙ্গা ত্যাগ করিয়া পিতৃভূমি গুপ্তবৃন্দাবন ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে গমন করিলেন। বরগঙ্গার (বুরুঙ্গা) স্থান মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলা হইতেছে যে মহাপ্রভু যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহা মহা পবিত্র উত্তম স্থান। সেই স্থানে অবস্থানকারী মনুষ্যমাত্রই বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

উপেন্দ্রমিশ্রপত্নীচ বৃদ্ধা ধর্মপরা সদা।
কদা দ্রক্ষ্যামি নপ্তারমিতি চিন্তাপরা ভবেৎ॥ (৩৬)

ধর্মপরায়ণা বৃদ্ধা উপেন্দ্রমিশ্রের পত্নী সর্বদা মনে মনে চিন্তা করিতেন যে কখন তাঁহার পৌত্র শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিতে পাইবেন।

অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সমেত্যাত্র দয়ানিধিঃ।
বাট্যামুপেন্দ্রমিশ্রস্য বভ্রামেতস্ততঃ প্রভুঃ॥ (৩৭)

অতঃপর দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঢাকাদক্ষিণে আগমন করতঃ পিতামহ উপেন্দ্রমিশ্রের ভবনের এদিকে ওদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দণ্ডিনং তং সমালোক্য সুশীলাশ্বশ্রুমাদিশৎ।
শীঘ্রমাগত্য মাতস্ত্বং পশ্য ভিক্ষুবরোত্তমং॥ (৩৮)

পরমানন্দমিশ্রের স্ত্রী সুশীলাদেবী মহাপ্রভুর জেঠীমা দণ্ডধারী সন্ন্যাসীকে দর্শনমাত্র শাশুড়ীকে বলিলেন: হে মাতঃ শীঘ্র আসিয়া এক উত্তম সন্ন্যাসী প্রবরকে দেখিয়া যান।

অত্যল্প বয়সং গৌরদেহং সর্বমনোহরং।
ইতি শ্রুত্বাতু সা বৃদ্ধা গৃহান্নির্গতা সত্বরং॥ (৩৯)

সুশীলাদেবী আরো বলিলেন: হে মাতঃ! সেই নবীন সন্ন্যাসী অতি অল্প বয়স, শরীর অতি মনোহর, সুন্দর গৌরবর্ণ, এই কথা শ্রবণ মাত্র বৃদ্ধা শোভাদেবী অতি সত্বর গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং নারায়ণ স্বরূপকং।
ঈশ্বরোয়ং সমায়াত ইতি বৃদ্ধা সগদ্গদা॥ (৪০)

বৃদ্ধা শোভাদেবী গৃহ হইতে বাহির হইয়া নারায়ণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দেখিয়া স্বয়ং ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়াছেন ভাবিয়া বড়ই উৎফুল্লা হইয়া পড়িলেন।

তস্মৈ দত্বাসনং চক্রে স্তোত্রং ধর্মপরায়ণা।
[illegible] সপুলকা দীনা মধুরয়া গিরা॥ (৪১)

তদন্তর সন্ন্যাসীকে বসিতে আসন দিয়া ধর্মপরায়ণা শোভাদেবী সাশ্রুনয়নে পুলকিত শরীরে ধীরে ধীরে সুমধুর বচনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

নমস্তে নররূপায় পুণ্ডরীকদলেক্ষণে !
সচ্চিদানন্দরূপায় স্বর্ণবর্ণায় বিষ্ণবে ॥ (৪২)

হে নররূপধারী পদ্মপলাশলোচন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ স্বর্ণবর্ণ বিষ্ণু তোমাকে নমস্কার।

নমস্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ নমস্তে বাঞ্ছিতপ্রদ !
নারায়ণ নমস্তুভ্যং নপ্তারং মে প্রদর্শয় ॥ (৪৩)

হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার; হে বাঞ্ছিত প্রদ ভগবান তোমাকে নমস্কার। কৃপাপূর্বক তুমি আমার পৌত্র শ্রীগৌরাঙ্গকে একবার দেখাও।

সাকাঙ্ক্ষায়াঃ পিতামহ্যাঃ শ্রুত্বেদং বাক্যমীশ্বরঃ।
কৃপয়া কৃষ্ণচৈতন্যঃ তস্যৈস্বপরিচয়ং দদৌ ॥ (৪৪)

জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আকাঙ্ক্ষাযুক্তা পিতামহীর বাক্যশ্রবণান্তে কৃপাপূর্বক তাঁহাকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পিতামহীকে বলিলেন: আমিই তোমার পৌত্র। আমার মাতা তোমার নিকট সত্যে আবদ্ধা ছিলেন যে তোমার নিকট আমাকে পাঠাইবেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে মা আমাকে পাঠাইয়াছেন।

নিশাম্য যুগধর্মাদীন্ কৃষ্ণরূপং বিধায় সঃ
দর্শয়ামাস বৃদ্ধায়ৈ স্ব স্বরূপং দয়ানিধিঃ ॥ (৪৫)

দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৃদ্ধা পিতামহীকে কলিযুগধর্মাদি তত্ত্ব বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করতঃ স্বীয় স্বরূপ প্রকট করিলেন।

এরূপ অলৌকিক লীলা কাহিনী পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মুরারীগুপ্ত, সার্বভৌম প্রসঙ্গে চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়।

দৃষ্ট্বারূপদ্বয়ং সাপি বিস্মিতা ভক্তিসংযুতা।
নমস্তুভ্যং ভগবতে ইত্যাহ পুলকাবৃতা॥ (৪৬)

শ্রীভগবান ঢাকাদক্ষিণে শচীরাণীর গর্ভসঞ্চার কালে যে স্বরূপ শোভাদেবীকে প্রদর্শন করাইয়া দৈববাণী করিয়াছিলেন, আজ সেইরূপই প্রদর্শিত হইল। পরম ভক্তিমতী শোভাদেবী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এই রূপদ্বয় দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া শ্রীভগবানকে নমস্কার করিলেন।

দর্শয়িত্বা নিজং কায়ং প্রভুণা সা নিবারিতা।
ইষ্টে। দর্শিতং রূপং কস্মৈচিন্ন প্রকাশয়েঃ॥ (৪৭)

গৌরহরি নিজের দুইরূপ. অর্থাৎ "অন্তঃকৃষ্ণবহিঃগৌর" রূপদ্বয় পিতামহীকে দেখাইয়া বলিলেন : হে ইষ্টে! এই যে আমার শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিলে তাহা যেন অন্য কাহারও নিকট প্রকাশিত না হয়। ইহা গুহ্যাতি গুহ্য রহস্য অতি গোপনীয় বিষয়।

এখানে ভক্ত ও ভগবানের গুহ্যলীলা। সাধারণের বুদ্ধি বা বিচারের অগম্য।

যুগাবতারং বিজ্ঞায় স্তুত্বানত্বাচ ভক্তিতঃ।
সাশ্রুনেত্রাপি সা বৃদ্ধা পুনরেবমভাষত॥ (৪৮)

শোভাদেবী তাঁহাকে যুগাবতার জানিয়া ভক্তিপূর্বক সাশ্রুনয়নে স্তুতি করতঃ পুনরায় নিবেদন করিলেন।

পিতামহস্তেসন্ত্যজ্য পৈত্রিকং স্থানমেবচ।
শুদ্ধাংশে ভগবত্ত্বং প্রাগাদত্র দয়ানিধে! (৪৯)

হে দয়ানিধি! তোমার পিতামহ তদীয় পৈত্রিক বাসভূমি নবগঙ্গা ত্যাগ [illegible] ঢাকাদক্ষিণে আনিয়াছিলেন।

এখানে শোভাদেবী মায়ার আবরণে মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া গিয়া স্বীয় পৌত্ররূপে অন্বয়ের বাসনা জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

বৃত্তিহীনদিবমগাৎ পুত্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ সহ।
তস্য পৌত্রাবৃত্তিহীনা জীবিষ্যন্তি কথং বিভো! (৫০)

তোমার পিতামহ সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত কোন বৃত্তি না রাখিয়া তাঁহার পঞ্চপুত্র জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন, ত্রিলোকপ সহ স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহার পৌত্রগণ বৃত্তিহীন অবস্থাতে কি প্রকারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবে? ঐ সময়ে গ্রন্থকার প্রদ্যুম্নমিশ্রের পিতৃদেব কংসারি ও পিতৃব্য পরমানন্দ মিশ্র বর্ত্তমান ছিলেন।

এতদন্যচ্চ ব্রুবত্যা প্রার্থ্যমানোঽব্রবীৎ প্রভুঃ।
পালয়ামি ভবৎ পৌত্রান্ সসন্তানামিহ স্থিতঃ॥ (৫১)

পিতামহীর নানা কথা ও প্রার্থনার পরে মহাপ্রভু পিতামহীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন:— আপনার পৌত্রগণকে সসন্তানাদিক্রমে আমি এই গুপ্তবৃন্দাবনে থাকিয়াই প্রতিপালন করিব।

এবং প্রতিজ্ঞাপ্যচ তং হর্ষসম্পন্ন মানসা।
দেবতায়তনে তস্মৈপ্রাদাম্মূলফলাদিকং॥ (৫২)

শোভাদেবী এইপ্রকারে মহাপ্রভুকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। তৎপরে দেবতাগৃহে যাইয়া ফলমূলাদি নানা বস্তু মহাপ্রভুকে খাইতে দিলেন।

স্বীকৃত্যেদমভুক্তৈব কৈলাশং গতবান্ প্রভুঃ।
স্নাত্বামৃতাখ্যে কুণ্ডেচ শম্ভুং দৃষ্ট্বা পুনর্য্যগাৎ॥ (৫৩)

মহাপ্রভু পিতামহী প্রদত্ত ফলমূলাদি গ্রহণান্তে তাহা ভক্ষণ না করিয়া কৈলাশ পর্বতে যাইয়া তথাকার অমৃতকুণ্ডে স্নান করতঃ শিব দর্শনান্তে পুনর্বার পিতামহী ভবনে আগমন করিলেন।

পরমানন্দপত্নীচ সুশীলা ভক্তিসংযুতা।
বিধায়ান্ন ব্যঞ্জনংচ ভোজয়ামাস মাতৃবৎ॥ (৫৪)

পরমানন্দ মিশ্রের পত্নী ভক্তিমতী সুশীলাদেবী গৌরাঙ্গসুন্দরের জেঠীমা নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া মাতৃবৎ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন।

প্রতিজ্ঞা ব্যাজমালমব্য সন্তোষ্যচ পিতামহীং।
স্বয়ংস্থিত্বাত্র চৈতন্যো বভ্রাম ক্ষিতিমণ্ডলং॥ (৫৫)

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পিতামহীর সন্তোষ বিধান গৌরসুন্দরের ছলনা মাত্র। তিনি তথায় অবস্থান করিয়াই সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জীবনিস্তারণায়চ।
দ্বয়ীমূর্ত্তিবিধায়াত্র সগোত্রান্ প্রত্যপালয়ৎ॥ (৫৬)

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতের জীব নিস্তার হেতু পিতামহীকে পূর্ব প্রদর্শিত শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণরূপের দুই মূর্ত্তি ধারণ করতঃ স্বীয় গোষ্ঠী জ্ঞাতিবর্গকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

গুপ্তবৃন্দাবনে রম্যে গুপ্তপার্ষদ সংবৃতঃ।
গুপ্তবিহারং কুরুতে স্বাত্মারামোনিরন্তরং॥ (৫৭)

রমণীয় গুপ্ত বৃন্দাবন ঢাকাদক্ষিণে গুপ্ত পার্ষদগণের সহিত আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিরন্তর গুপ্তভাবে বিহার করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতং পরমাদ্ভুতং।
যঃ শৃনোতি সদাভক্ত্যা তস্যতুষ্টো হরির্ভবেৎ॥ (৫৮)

এই পরমাদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিত যিনি শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সর্বদা শ্রবণ করেন তাঁহার প্রতি শ্রীহরি তুষ্ট হন। ইহাকে গ্রন্থ মাহাত্ম্য বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মাদয়োঽপি মুহ্যঃ স্যুর্দেবতা যস্ত মায়য়া।
মদ্বিধাসংবর্ণিতা তস্য লীলা কিমিতি সম্ভবঃ। (৫৯)

ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার মায়াতে মুগ্ধ, মৎ সদৃশ ব্যক্তি প্রদ্যুম্ন মিশ্রের পক্ষে মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করার সম্ভাবনা কোথায়?

তথৈব বাদেশতঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্য দয়ানিধেঃ।
প্রদ্যুম্নাখ্যেন মিশ্রেণ কৃতেয়মুদয়াবলী॥ (৬০)

দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আদেশানুসারে প্রদ্যুম্নমিশ্র কর্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী নামক গ্রন্থ প্রণীত হইল।

শাকে পক্ষাগ্নি বেদেন্দুমিতে তুলাগতেরবৌ।
শ্রীহরিবাসরে শুক্লে গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥ (৬১)

শাকে = শকাব্দীতে, পক্ষ = ২, শুক্ল ও কৃষ্ণ, অগ্নি = ৩, গার্হপত্য, আহবনীয় ও দাক্ষিণ্য, বেদ = ৪, ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব, ইন্দু = ১, অঙ্কানাং বামতোগতিঃ এই ন্যায়ানুসারে অঙ্কগুলির সংখ্যা দ্বারা ১৪৩২ শকাব্দ = ১৫১০ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ১৪৩২ শকাব্দার কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী নামক গ্রন্থ প্রদ্যুম্ন মিশ্র কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ হইল।

ইতি— শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবল্যাং তৃতীয়ঃ সর্গঃ

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও পূর্ব-বঙ্গীয় পার্ষদ

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের পার্ষদগণের মধ্যে অধিকাংশ পার্ষদের জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, তাঁহাদের লীলাস্থল শ্রীধাম নবদ্বীপে। পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদগণের জীবনলীলা পরিচয়ের সঙ্গে তাঁহাদের মাতৃভূমির পরিচয়ও সংক্ষিপ্তাকারে প্রদানের প্রয়াস করা হইতেছে।

বাংলা বা বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন। বৈদিক ও পৌরাণিক ইতিবৃত্তানুসারে ঋগ্বেদের অনুগামী ঐতরেয় আরণ্যক, বোধায়ন সূত্র, পাতঞ্জল মহাভাষ্য, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ আদি গ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি দীর্ঘতমা গৌতমের বরে বলিরাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামক পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। এই পঞ্চ ভ্রাতার নামে ভারতের পাঁচ জনপদের নামকরণ হয়।

বঙ্গদেশের সীমা সম্বন্ধে "শক্তি সঙ্গম" তন্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়:

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তং সর্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।

সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মনদে গর্ভস্থ শিবস্থান পর্যন্ত বঙ্গদেশ সর্বসিদ্ধি প্রদর্শক।

বঙ্গদেশ ব্যতীত গৌড় ও রাঢ় নামে আরো দুই দেশের উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত আছে সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড়ের নাম হইতে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের এক অংশের নাম গৌড় হইয়াছিল। সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থ ও জৈন দিগম্বরের প্রাচীন গ্রন্থ আয়ারঙ্গ সূত্রে রাঢ় দেশের উল্লেখ রহিয়াছে। রাঢ়দেশ ছিল অজয়-নদের কূলবর্তী অংশ।

প্রাচীন পালবংশের রাজত্বের পর উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্র, তদুত্তর পশ্চিমবর্তী সুহ্ম কর্ণ-সুবর্ণ, পশ্চিমাঞ্চল গৌড় ও রাঢ় ও পূর্বাঞ্চল "বঙ্গদেশ" নামে অভিহিত হইত। মুঘল সম্রাট আকবরের প্রধান অমাত্য আবুল ফজল রচিত

"আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে পাওয়া যায় বঙ্গের পূর্বতন হিন্দুরাজগণ তথাকার নিম্নভূমিকে মৃত্তিকার বাঁধ বা আল (আইল) দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিতেন বলিয়া আলযুক্ত বঙ্গ হইতে বঙ্গাল ও তথাকার অধিবাসী "বাঙ্গাল" নামে অভিহিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশ বলিতে ঐ সময়ে বর্তমান পূর্ববঙ্গই প্রতীত হইত।

বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপি ও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥
চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ ৬৬

নবদ্বীপ হইতে নিমাই পণ্ডিত বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তখন নবদ্বীপ ছিল গৌড় রাজ্যের অধীন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত বঙ্গদেশী অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের বাক্য অনুকরণ করিয়া সর্বদা হাস্য কৌতুক করিতেন।

বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥
চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অ ১৩৭

উক্ত বাক্যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের গৌড়ীয় ভাষ্যকার মন্তব্য করিয়াছেন: পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রাম সমূহে চলিত ও কথিত শব্দের ও ভাষার অনুকৃতি, তাদৃশ অনুকরণ দ্বারা গৌড়দেশবাসিগণের হাস্যোৎপাদন এবং ঐসকল শব্দ ও ভাষা রাজধানীর বা নাগরিকের নহে বলিয়া পূর্ববঙ্গে কথিত ও চলিত শব্দে ও ভাষায় দোষারোপই উদ্দেশ্য। প্রাদেশিক শব্দের উচ্চারণে পার্থক্য ও প্রাদেশিক ভাষায় কথন লিখনে ভেদ থাকায়, বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে অন্যদেশ প্রচলিত শব্দের ও ভাষার উল্লেখে হাস্য পরিহাস অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়।

বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া॥
চৈঃ ভাঃ আদি ১৫ অঃ ১৮

শ্রীহট্টবাসী বিশেষতঃ মুরারিগুপ্তকে দেখাবার নিমাই পণ্ডিত শ্রীহট্টের কথিত ভাষা উচ্চারণ করিয়া সর্বদা ক্ষেপাইতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের গৌড়ীয় ভাষ্যকার এ সম্বন্ধে টিপ্পনী করিয়াছেন: গৌড়দেশের রাজধানী নবদ্বীপে

আর বঙ্গের পূর্ব উত্তর প্রান্তবর্তী সুদূর শ্রীহট্ট দেশ এই স্থানের আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া এবং প্রভুর পূর্বপুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন বলিয়া, শ্রীহট্টবাসীগণের সহিত প্রভুর হাস্য পরিহাস রহস্যাদি স্বাভাবিক। তাহাদিগের প্রতি "শ্রীহট্টিয়া" "বাঙ্গাল" প্রভৃতি সম্বোধন শব্দের ব্যবহার দ্বারা প্রভু আপাতঃদৃষ্টিতে তাচ্ছল্যমিশ্রিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রকাশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক প্রীতিরই নিদর্শন দেখাইতেন। প্রভুর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বাক্যে শ্রীহট্টবাসিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তদীয় পূর্বপুরুষগণের, স্বদেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন এবং সর্বদা শ্রীহট্টবাসীরই নব্য বংশধর বলিয়া প্রতি সম্বোধন দ্বারা নিজেদের ক্রোধ সম্বরণ করিতেন।

'বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য" পুস্তকের ১৩পৃষ্ঠায় শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন: শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালেরাই নিমাইয়ের জন্মের পূর্বে, নবদ্বীপে প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব আবেষ্টনটি গড়িয়া তুলিয়াছিল— পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই আবেষ্টনটি লইয়াই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যলীলার সূত্রপাত।

উক্ত গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার আরো লিখিয়াছেন: যে ইতিহাস শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, সেই লীলার অগ্রদূত শ্রীহট্টের আচার্য অদ্বৈত, সেই লীলার প্রধান নেতা শ্রীহট্টবাসীর সন্তান শ্রীচৈতন্যদেব। নব্য ন্যায়, নব্যস্মৃতি, বৈষ্ণব ধর্ম তিন তিনটি বাঙ্গাল ব্রাহ্মণের মণীষা প্রসূত। এইকালের বাঙ্গালী সভ্যতার নব কলেবর হইয়াছিল নবদ্বীপের মাটিতে। কিন্তু এই নব কলেবর গড়িয়া তুলিয়াছিল যে সকল কারিগর, তাঁহারা নবদ্বীপে সমাগত বাহিরের "বাঙ্গাল" দেশের লোক।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের ৫৮৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন: উত্তর ও পূর্ববঙ্গই বঙ্গসাহিত্যের আদি তীর্থ। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশেরই লোক, তাঁহার পিতামাতা শ্রীহট্টবাসী। তাঁহার ভক্তবৃন্দ মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস, শ্রীরামপণ্ডিত প্রভৃতি অনেকেই শ্রীহট্টবাসী তাঁহার ভক্তাগ্রগণ্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চৈতন্যভাগবতদাস বাসুদেব দত্ত— চট্টলবাসী। চৈতন্যদেব বরং শ্রীহট্টের লোক। তাঁহার মাতৃকুল, পিতৃকুল উভয়ই শ্রীহট্টবাসী এবং শ্রীহট্ট, চট্টল প্রভৃতি বঙ্গদেশের এক গোষ্ঠী লোক লইয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য নিজে শ্রীহট্টের লাউড় [illegible];

দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার ভক্তবৃন্দ লৌকিক গান গুলির প্রতি বিরূপ হইলেন। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতির প্রতি— বৃন্দাবনদাস তাঁহার ভাগবতে তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন। সেই হইতে লৌকিক গানগুলি বঙ্গদেশে নিবিয়া গেল। মহাপ্রভুর কৃপা কটাক্ষ লাভ করিয়া মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ও বীরভূমের চণ্ডীদাস নবশক্তি লাভ করিয়া রাঢ়ে বঙ্গের প্রতিষ্ঠা পাইলেন। পূবের আলো নিবিয়া গেল, তদবধি পশ্চিম দিগ্বলয় নবরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁহার উক্ত গ্রন্থের ২৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখন কয়েকজন বৈষ্ণব আবির্ভূত হন ইহারা চারিদিকে ভক্তির অপূর্ব কথা প্রচার করিলেন কিন্তু একসময়ে নবদ্বীপে ইহাদের মিলন হইয়াছিল। শ্রীহট্টের শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর ও মুরারিগুপ্ত, চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও চৈতন্যবল্লভদাস। ইহারা দীপ শলাকা কিন্তু চৈতন্যদেব দীপ। চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে ইহারা জ্বলিতে পারিতেন কিনা, কে বলিতে পারে।

চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের মতে পূর্ববঙ্গে মহাপ্রভুর বিদ্যা বিলাস লীলা হইয়াছিল।

এই বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ ৯৮

লোচনদাস কিন্তু এসম্পর্কে অন্যরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন:

অর্থ উপার্জ্জন বিনু সংসার না চলে।
বঙ্গদেশে যাব আমি অর্থের ছলে॥

(লোচনদাস)

আবার লোচনদাস মহাপ্রভু বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পরের ঘটনা সম্পর্কে বলিয়াছেন:

রজত কাঞ্চন বস্ত্র মুক্তা প্রবাল।
মাতৃস্থানে দিল ধন হরষিত হৈয়া॥

(লোচনদাস)

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে চৈতন্যদেব ছিলেন নিমাইপণ্ডিত। শিক্ষাপ্রচারঃ না ধনোপার্জনই ছিল তাঁহার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ ভ্রমণকালে

পদ্মাবতী তীরে তিনি দুইমাস অবস্থান করিয়া অসংখ্য বিদ্যার্থীকে বিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে ভ্রমণকালে নবদ্বীপের কথাও স্নেহময়ী জননী, প্রাণপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর জন্য তাঁহার প্রাণ উতলা হইয়া উঠিলে ত্বরিৎ গতিতে তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। নবদ্বীপে পৌঁছিয়াই মায়ের নিকট লক্ষ্মীদেবীর পরলোক গমন সংবাদে তিনি প্রাণে ভীষণ আঘাত পান ইহা ১৫০৩ খৃষ্টাব্দের কথা।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁহার বাংলা রচিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন : নিমাই পদ্মাতীর হইতে শ্রীহট্টে গেলেন, সেখান হইতে নবদ্বীপে ফিরিলেন।

লেখকের স্পষ্ট অনুমান যে এ যাত্রায় নিমাইপণ্ডিত পদ্মাবতী তীর হইতে পূর্বাভিমুখে আর অগ্রসর হন নাই। প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রণীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থানুযায়ী শ্রীহট্ট ভ্রমণ সন্ন্যাসীর বেশে। তদুপরি সন্ন্যাস গ্রহণের পরে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) শচীমাতা শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে চৈতন্যদেবের পিতামহীর নিকট তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা পূরণার্থে সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টে পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পরেই পরন্তু নীলাচল গমণের পূর্বে আবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। পদ্মার তীরবর্তী স্থানে তপনমিশ্রের সঙ্গে মহাপ্রভুর যে তত্ত্বপূর্ণ রসালাপ হইয়াছিল তাহা সন্ন্যাসীরূপে, দ্বিতীয়বারের ভ্রমণের সময়ই মনে হয়। কারণ তপনমিশ্রের সঙ্গে সারগ্রাহী কথোপকথন মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সাধনপন্থার সারাৎসার। সুতরাং ইহা অধ্যাপক শিরোমণি নিমাইপণ্ডিতের বাক্য না হইয়া সর্বত্যাগী শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাপ্লুত সন্ন্যাসীর শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী।

> সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও সর্ববঙ্গদেশে।
> শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন করে স্ত্রী পুরুষে॥
>
> চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অ ৮১

বঙ্গদেশ ভাগ্যবান। সংকীর্তনের অমৃতরসে নিজে মজিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে মজাইয়াছেন।

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে পাওয়া যায়ঃ

নাম সংকীর্ত্তনে প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পারকৈল সবলোক আপনি যাচিয়া॥

এ যাত্রায় মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া বঙ্গদেশের পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। উদ্দেশ্য পিতৃপিতামহের বাসভূমি দর্শন।

প্রেমবিলাস গ্রন্থে ইহার সংকেত দিয়াছেনঃ

কিছুদিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে।
যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে॥

পিতৃ জন্ম স্থান পিতামহীরে দেখিয়া।
পদ্মাবতী তীরে ঝাট্ আসিব ফিরিয়া॥

মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণ ১৫১০ খৃষ্টাব্দে। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থদ্বয়ে এ ভ্রমণের উল্লেখ না থাকিলে ও পূর্ববঙ্গে লিখিত বহু গ্রন্থেও মহাত্মা শিশির ঘোষের অমিয় নিমাইচরিত গ্রন্থে ইহার বিবরণ রহিয়াছে। ঐ সময়ে বঙ্গের সিংহাসনে হোসেন শাহ। আগ্রা ও দিল্লীর অধিপতি সিকন্দর লোদী। শুধু উড়িষ্যাধিপতি হিন্দু রাজা প্রতাপরুদ্র।

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে মহপ্রভু যে সব স্থানে পদার্পন করিয়াছিলেন— সে সব স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ সহ তাঁহার ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। প্রথম ফরিদপুরের মগডোবা গ্রামের নাম পাওয়া যায়। ফরিদ খাঁ নামক এক সাধক ফকিরের নাম হইতে ফরিদপুরের নাম হইয়াছে বলিয়া কথিত। মহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর জন্মস্থান ফরিদপুরে বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু লেখকের মতে— তাঁহার মাতামহ শ্রীহট্টের জয়পুরের অধিবাসী ছিলেন। ফরিদপুরের সাধক জগবন্ধু মহাপ্রভুর প্রবর্তিত নাম সংকীর্তন স্বীয় সাধনাপীঠে বহু বৎসর পূর্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন আজ ও সে নাম সুধা বিশ্বে বিতরিত হইতেছে। পরম-ভাগবত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী জগবন্ধু প্রভুর উত্তরাধিকারী সূত্রে আজও সর্বত্র সে প্রেমসুধা বিলাইতেছেন।

পদ্মাবতীর তীর হইতে মহাপ্রভু বিক্রমপুরের সুবর্ণপুরে উপস্থিত হন

পদ্মা বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তি নাশ করিয়া কীর্তিনাশা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। "বিপ্রকল্পলতিকা" নামক গ্রন্থানুযায়ী বিক্রমসেন নামক রাজার নাম হইতে বিক্রমপুর হইয়াছে। বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী ছিল রামপাল। পাল বংশীয় নৃপতি রামপালের কীর্তি বলিয়া রাজধানীর এ নাম হয়। বিক্রমপুর পঞ্জিকা গণনার কেন্দ্রভূমি ছিল। কাহার মতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্র রামপালের সন্তান ছিলেন। রামপালের নিকটবর্তী বজ্রযোগিনী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন। এখনো দীপঙ্করের বাড়ী নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা বলিয়া পরিচিত। পরবর্তী কালে বিক্রমপুরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য জগদীশ বসু প্রভৃতি মহাপুরুষের জন্ম হওয়ায় মহাপ্রভুর পদার্পণ সম্পর্ক হইয়াছে।

বিক্রমপুরের সুরপুর হইতে গৌরসুন্দর সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও এ আগমন করেন। সুবর্ণগ্রাম সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে ঐ স্থানে সুবর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল। মহাম্মদ-বিন-বখ্তিয়ার খিলজী কর্তৃক গৌড় বা লক্ষণাবতী অধিকৃত হইলে সেন বংশীয় রাজগণ প্রায় ১২০ বৎসর বিক্রমপুরের রামপাল ও সুবর্ণগ্রামে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। ১২৯৬—১৬০৮ খৃঃ পর্যন্ত সুবর্ণগ্রাম পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী এবন বতুতার মতে সুবর্ণগ্রাম সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

সুবর্ণগ্রাম হইতে মহাপ্রভু উত্তর পূর্বাভিমুখে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী লাঙ্গলবন্দে উপস্থিত হন। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এরূপ যে পরশুরাম কুঠার দ্বারা মাতৃহত্যা করিলে কুঠার খানা তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হয় নাই। পিতার আদেশে তিনি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে কুঠার খানা বিচ্ছিন্ন হয়। তখন পরশুরাম মানব কল্যাণে কুঠার খানা লাঙ্গলরূপে ব্যবহার করিয়া ব্রহ্ম-কুণ্ডের জলরাশিসহ সমতলে যাত্রা করিলে ঐ স্থানে লাঙ্গল খানা আটকিয়া যায় তদবধি ঐ স্থান লাঙ্গলবন্দ তীর্থরূপে পরিণত হয়।

ময়মনসিংহে প্রাপ্ত— বৈদ্য যদুনাথদাস কৃত "স্বরূপচরিত" নামক প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

ব্রহ্মপুত্রে লাঙ্গলবন্দে করেন স্নান তর্পণ।
লোহিত্যাকে নানা রূপে করেন স্তবন॥

তথা হইতে মহাপ্রভু পকষী ঘাটে গেলা।
নাম কীর্ত্তন প্রচার করিতে লাগিলা॥
তথা হইতে মহাপ্রভু বিঘাট আইলা।
সেই স্থান পরশুরাম যজ্ঞ কৈরাছিলা॥
সেই স্থানে কৈলেন প্রভু স্নানাদি তর্পণ।
এগার সিন্ধুর দেশে পরে উপস্থিত হন॥

মহাভারতে ব্রহ্মপুত্রনদ লোহিত সাগর নামে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সাত খামাইর নিকটবর্ত্তী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও বানার নদীর সঙ্গম স্থলে এগারসিন্দুর একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তখন এস্থান সোনারগাঁও রাজ্যের সীমাবর্ত্তী ঘাটী ছিল।

মহাপ্রভু এগারসিন্ধু হইতে প্রসিদ্ধ বেতাল গ্রামে আগমন করেন। ইহার অনতিদূরবর্ত্তী ঢোলদিয়া, ভিটাদিয়া প্রভৃতি পল্লীতে তিনি পদার্পণ করেন। ভিটাদিয়াগ্রামে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর ভবনে কয়েক দিন অবস্থান সম্পর্কে প্রেমবিলাস নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়:

তাহার নিকটে আছে ভিটাদিয়া গ্রাম।
নানা দেশে সুপ্রসিদ্ধ কুলীনের স্থান॥
সেই স্থানে আছে বিপ্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
পরম বৈষ্ণব সর্বগুণে সর্বোপরি॥
তার ঘরে কৈলা প্রভু ভিক্ষা নির্বাহন।
লক্ষ্মীনাথে বর দিয়া প্রভু গৌরহরি।
কিছু দিনে শ্রীহট্টেতে আসিলেন চলি॥

পণ্ডিত প্রবর শ্রীপতিতপাবন গোস্বামী মহাশয় যুগান্তর পত্রিকায় ১৭।২।৬৯ ইং তারিখে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী সম্বন্ধে এইরূপ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন: শ্রীল স্বরূপ দামোদরের পিতামহ ভবানন্দ লাহিড়ী রাজসাহী জেলার নকেড় গ্রাম থেকে খৃষ্টীয় ১৬ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার রাজধানী ময়মনসিংহ জেলার এগারসিন্ধু (কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত) ভিটাদিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ভবানন্দের চারিপুত্রের দ্বিতীয় পুত্র পদ্মগর্ভ লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বরূপ দামোদর। স্বরূপ দামোদরের মধ্যম ভ্রাতা লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।

লক্ষ্মীনাথের একমাত্র পুত্র রূপচন্দ্র বা রূপনারায়ণ শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত হন, এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কৃপালাভ-করে গোস্বামী উপাধিতে ভূষিত হন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু পূর্ববংগ ভ্রমনকালে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহে পদার্পন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহের যে পুকুরে মহাপ্রভু অবগাহন করিয়াছিলেন সে পুকুর আজিও বিদ্যমান। এ সমস্ত বিবরণ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বৃহৎবঙ্গ" প্রথম খণ্ডে, নিত্যানন্দদাস প্রণীত প্রেম বিলাস গ্রন্থে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কৃত চিন্ময় বঙ্গ এবং বৈদ্য রঘুরামদাস কৃত "স্বরূপ চরিত" গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে।

লাঙ্গলবন্দ, ভাটাদিয়া প্রভৃতিস্থান বর্তমান ময়মনসিংহে অবস্থিত। ময়মনসিংহ সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য এরূপ যে বল্লাল সেন যখন বিক্রমপুরের অধিপতি তখন ময়মনসিংহের পূর্বদিকে সুসঙ্গ, খালিয়াজুরী ও মদনপুরে গারো ও হাজংদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈশ্য গারো সুসঙ্গ অঞ্চলের রাজা ছিলেন। সেই সময় সোমেশ্বর পাঠক নামক এক পরাক্রান্ত শালী ব্যক্তি কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া বৈশ্য গারোকে পরাজিত করতঃ সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। খালিয়াজুরী রাজ্য পরে লম্বোদর নামক এক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীর শাসনাধীন হয়। এ বংশীয়েরা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে "পাঞ্জা ফারমান্" পাইয়া ভাটি প্রদেশের শাসনকর্তা হন।

শ্রীহস্ত বা লক্ষ্মীরহাট হইতে শ্রীহট্ট হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ঐ সময়ে শ্রীহট্টের কুশীয়ারা নদীর উত্তরাংশ লাউড়, গৌড় ও জৈন্তাপুর নামে তিনটী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণাংশ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। রুকন্ উদ্দীন বারবক ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে বাংলার গৌড় রাজ্যের সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাহার পুত্র শমস-উদ্দীন ইউসফ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করিয়া শ্রীহট্ট বিজয় করেন। তাহার নামে আরবীভাষায় লিখিত শিলালিপি শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত হইয়াছে। হান্টার সাহেবের মতে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট মুসলমানাধিকারে আসে। শ্রীহট্টের ইসলাম জ্যোতিঃ গ্রন্থানুসারে ৭০৩ হিজরী বা ১৩০২ খৃষ্টাব্দে

আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি সিকন্দর গাজী আরবদেশের শাহজালালের সহায়তায় শ্রীহট্ট জয় করেন।

গৌরহরি লাঙ্গলবন্দ, ভাটাদিয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার পূর্বপুরুষের বাসস্থান বরগঙ্গা বা বুরুঙ্গা গ্রামে গমন করেন। ইহার পরবর্তী ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রণীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থাংশে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর শ্রীহট্ট ভ্রমণ কালে ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে মুসলমানের শাসনাধীন ছিল।

মহাপ্রভুর পার্ষদগণের পরিচয় সম্পর্কে পাওয়া যায়:

কারো জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে ওড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥

চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ ৩১

আবার গৌর সুন্দরের অন্ত্যলীলায় নীলাচলে অবস্থান কালে গৌরগত প্রাণ যে সকল ভক্তগণ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন তাহাদের সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে:

সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার।

কেহ বা ত্রিপুরা কেহ চাটিগ্রাম বাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য খণ্ড ২১৩-২১৪

ত্রিপুরা ও চাটিগ্রামে মহাপ্রভু পদার্পণ না করিলে ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের আভির্ভাবভূমি এই দুই দেশ, সুতরাং পাঠকগণের অবগতির জন্য ত্রিপুরা চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

ত্রিপুরা রাজবংশ ভারতের অন্য প্রাচীনতম রাজবংশ বলিয়া দাবী করেন। শুধু ভারত নহে চীনদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোথায়ও এরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী অন্য কোন রাজবংশ রাজত্ব করেন নাই। ত্রিপুরা রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। এই বংশের আদি পুরুষ বলিয়া কথিত যযাতিপুত্র দ্রুহ্য হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। রাজমালা নামক গ্রন্থে ত্রিপুর

রাজগণের কীর্তি কাহিনীর উল্লেখ আছে। রাজমালা ত্রিপুর ভাষায় লিখিত ছিল। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধর্মমাণিক্যের সময়ে ইহা বাংলা ভাষায় লিখিত হয়। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে রাজা ছেংথোম্পার রাজত্ব কালে গৌড়েশ্বর ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিলে রাজা ভীত হইয়া সন্ধি করিতে উদ্যত হইলে তাহার রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া নিজে সৈন্য পরিচালনা করতঃ গৌড় সৈন্যকে পরাজিত করেন। ত্রিপুর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা ধন্যমাণিক্য ও তাহার রাণী কমলাদেবী ও সেনাপতি চয়চাগ আপন রাজ্যের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করেন। পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরায় সহস্র সহস্র নরবলি দেওয়া হইত। ধন্যমাণিক্য এ পাশবিক যজ্ঞ বন্ধ করেন। তাহার রাজত্ব কালে রাজ্যে বহু মঠ, মন্দির, দীঘি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা ত্রিহুত হইতে ওস্তাদ আনিয়া রাজ্যে নৃত-গীতের ব্যবস্থা করেন ও বাংলা ভাষাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা প্রদান করেন। রাণী কমলাদেবী সম্বন্ধে এখনো ত্রিপুরার সর্বত্র পল্লীগীতি প্রচলিত। ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুরে ৫১ মহাপীঠের অন্যতম পীঠ সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হইয়াছিল। দেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর ও ভৈরব ত্রিপুরেশ।

শ্রীহট্টের তরফ পরগণা প্রাচীনকালে ত্রিপুরা করদ রাজ্য রূপে ছিল। তরফে শেষ হিন্দু রাজার নাম ছিল আচক নারায়ণ। প্রবাদ এইরূপ যে তিনি হঠাৎ রাজ্য লাভ করেন বলিয়া আচক বা আচম্বিত নামে পরিচিত হন। রাজপুর নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। প্রত্যহ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া বহুদূরে বরবক্র বা বরাক নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। স্নানান্তে তিনি রাজধানী হইতে বহু দূরে কীর্তনীয়া টিলা নামক নির্জন স্থানে পূজা করিতেন। রাজধানীতে কুল দেবতার ভোগারতির সময় ঢাক ঢোলের উচ্চধ্বনি শ্রবণ মাত্র রাজধানীতে যাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দ মুসলমান হস্তে পরাজিত হইলে রাজা আচক নারায়ণ ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে সপরিবারে মথুরায় গমন করিয়া লোকান্তরিত হন। ধর্ম সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষায় প্রতি ত্রিপুরারাজবংশের বিশেষ অনুরাগ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনায় বিভিন্ন অংশে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। দানবীর ৺মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও সাক্ষাৎ ভগবতী মা আনন্দময়ী ত্রিপুরার সন্তান।

পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রে চট্টগ্রাম চট্টল নামে অভিহিত। কাহারো মতে চট্ট-ভট্ট নামক প্রাচীন অধিবাসী হইতে ইহার নাম চট্টল বা চট্টগ্রাম হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহার নাম চাটিগ্রাম। বৌদ্ধগণের মতে ঐঅঞ্চলে বহু চৈত্য বা বৌদ্ধ মঠ ছিল ইহা হইতে চৈত্যগ্রাম পরে চট্টগ্রাম হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন্ বতুতা ইহাকে আরবী ভাষায় "ছতের কাত্তন" লিখিয়াছেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ চট্টগ্রাম জয় করিয়া ইহার নাম ইসলামাবাদ রাখেন। চট্টগ্রাম শহরের অনুচ্চ পাহাড় শীর্ষে চট্টেশ্বরী কালী মন্দির অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথে শিবপীঠ রহিয়াছে। কলিযুগে শিব চট্টলের চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলে ব্যাসদেব তথায় নূতন কাশী প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রামে মহাপীঠস্থান রহিয়াছে। "চট্টলে দক্ষ বাহুমৈ ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ" এতদ্ব্যতীত কপিলাশ্রম, ঊনকোটি শিব, বাড়বাকুণ্ড, কৈবল্যধাম, আদিনাথ প্রভৃতি তীর্থ চট্টগ্রামে বিরাজিত। মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব চট্টগ্রামের সুসন্তান।

* পূর্ববঙ্গের ইতিবৃত্ত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত বাংলায় ভ্রমণ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থ, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ও শ্রীহট্টের করিমগঞ্জের প্রবীণতম পরম বৈষ্ণব শ্রীললিত শর্মা এড্ভোকেট মহাশয় প্রদত্ত প্রাচীন তথ্য হইতে লিখিত।

পূর্ব-বঙ্গীয় পার্ষদ

অদ্বৈতাচার্য

শ্রীযুতাদ্বৈত বর্যস্য শিবাংশস্য মহাত্মনঃ ॥ (মুরারিগুপ্ত)

"অদ্বৈত কারণে চৈতন্য অবতার"

চৈঃ ভাঃ আদি ২ অঃ ৯৫

অদ্বৈত কুবেরাচার্যের তনয়। তাঁহার মায়ের নাম নাভাদেবী। শ্রীহট্টের উত্তরদিকে প্রহরীরূপে খাসিয়াজৈয়ন্তিয়া গিরি বিরাজমান। তাহার পাদদেশে ছিল লাউড় রাজ্য। লাউড় রাজ্যের নবগ্রাম অধিবাসী কুবেরাচার্য। অদ্বৈতের বাল্য নাম কমলাক্ষ। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে কমলাক্ষের জন্ম হয়। কুবেরাচার্যের পিতা নরসিংহ ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি গণেশের মন্ত্রী ছিলেন। (Marsh man's History of Bengal)

সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত,
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য অরুওঝা বংশজাত।
সেই নরসিংহের যশঃ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ

নরসিংহের পুত্র কুবেরাচার্য ছিলেন— লাউড়ের ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা দিব্য সিংহের মন্ত্রী। লাউড় রাজ্য যবনাধিকারে আসিলে কুবেরাচার্য কমলাক্ষ ও স্বীয় পরিজন সহ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে বসবাস করেন। লাউড়ে বা নাড়িয়াল বংশে জন্ম বলিয়া গৌরসুন্দর অদ্বৈতকে নাড়াবুড়া বা নাড়া ডাকিতেন।

লাউড় রাজ্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ও অদ্বৈতের পিতৃভূমি ১৩০৪ বাংলায় প্রবল ভূমিকম্পে মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত হইয়া অরণ্যে আবৃত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে বন্যায় মৃত্তিকা অপসারিত হইলে ধ্বংসাবশেষ আবার লোক গোচর হয়। অদ্বৈতের জন্মভূমির সন্নিকটে নদীতীরে বারুণী উপলক্ষে

প্রতিবৎসর মেলা বসে। ঐস্থান পণাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এইরূপ যে অদ্বৈতাচার্য তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে বারুণী যোগে গঙ্গাস্নান করাইবার পণ করিয়া তপঃ প্রভাবে ঐখানে গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। সে জন্য ঐ স্থানের নাম পণাতীর্থ হইয়াছে। এই বিবরণ ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

"বাংলায় ভ্রমণ" গ্রন্থে পাওয়া যায় ১২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শাস্ত্র অধ্যয়নার্থে কমলাক্ষ শান্তিপুরে গমন করেন। শান্তিপুরের বাবলা গ্রামে অদ্বৈতাচার্যের পাট বাড়ী রহিয়াছে। বৈষ্ণব জগতে তিনি মহাবিষ্ণু বা শিবের অবতার রূপে পূজিত। কমলাক্ষ শান্তিপুর বাসী হইয়া ফুল্লবাটী বা পূর্ণবাটী গ্রামের পণ্ডিত শান্তানু বেদান্তবাগীশের চতুষ্পাঠীতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া "বেদপঞ্চানন উপাধিতে ভূষিত হন।

অদ্বৈতাচার্যের নামের মাহাত্ম্য

মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ. তেঞি অদ্বৈত পূর্ণ কাম॥
চৈঃ চঃ আদি ৬ পঃ ২৫

অদ্বৈত ছিলেন গৃহী। গোবিন্দদাসের কড়চায় পাওয়া যায়ঃ

হেন কালে শ্রী-সীতা দুই ঠাকুরাণী।
নির্মঞ্ছন করি নিল দ্বিজ শিরোমনি॥

অদ্বৈতাচার্যের দুই স্ত্রী ছিলেন। শ্রী ও সীতাদেবী। শ্রীদেবী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সমাজে সীতাদেবীর বিশেষ প্রভাব ছিল।

অদ্বৈত আচার্য ভার্যা
জগৎ পূজিতা আর্যা
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
চৈঃ চঃ আদি ১৩ পরি ১০৯

সীতা দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অনেকে সাধন জগতে উচ্চ স্থান লাভ করেন। লোকনাথ দাস— "সীতা চরিত্র" নামক গ্রন্থে সীতাদেবীর জীবনী নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে দুই একটি নূতন তথ্য ও

পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও শচীদেবী জীবিতা ছিলেন। নন্দিনী ও জঙ্গলী নামে সীতাদেবীর দুইজন প্রভাবশালী শক্তি সম্পন্না শিষ্যা ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জিলার আমলাই নিবাসী নন্দরাম সিংহ সীতাদেবীর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া গোপীভাবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া "নন্দিনী প্রিয়া" নামে পরিচিত হন। তিনি স্বীয় গ্রামে অষ্ট সখীসহ গোপীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই গ্রাম গোপীনাথপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

(বাংলায় ভ্রমণ গ্রন্থ)

এই তথ্য হইতে অনুমান করা যায় যে শ্রীমন্মমহাপ্রভুর ঐশ্বরিক লীলা প্রকটের পূর্বে সীতাদেবী ব্রজের গোপীভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মধুরভাবের মাধুরিমা বাংলায় প্রচার করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত তনয় অচ্যুতানন্দের শিষ্য হরিচরণদাস "অদ্বৈত জীবনী" নামক একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিজয়পুরী শ্রীহট্টের নবগ্রাম বাসী ও গ্রাম সম্পর্কে অদ্বৈতাচার্যের মাতা নাভাদেবীর মাতুল ছিলেন। হরিচরণদাস অনেক কথাই বিজয়পুরীর নিকট শুনিয়া "অদ্বৈত জীবনী" প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় অদ্বৈত প্রভুর লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল ও কীর্তিচন্দ্র নামে আরো ছয়জন ভ্রাতা ছিলেন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে অদ্বৈতাচার্যের যৌবনাবস্থা-কালে নবদ্বীপের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা কবি জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ হইল বড় নবদ্বীপ গ্রাম।
নিরবধি ডাকাচুরি আবিষ্ঠ দেখিঞা॥
নানা দেশে সর্বলোক গেল পলাইঞা॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ তার জাতি নাশ করে॥

কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর ঘরে লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥
দেউলে দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী॥
গঙ্গা স্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥

চৈঃ মঃ নদীয়া খণ্ড

ঐ সময়ে গৌড়েশ্বর ফতেশাহ (১৪৮৩—১৪৯১ খৃঃ)। একদিকে রাজভয় অন্য দিকে পাষণ্ডীদের অত্যাচার। বাংলার জনগণ দুঃখ দুর্দশার চরম অবস্থার সম্মুখীন। পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না তাহাদের। একমাত্র পথ শ্রীভগবানের শরণাগতি।

প্রভুর আবির্ভাব পূর্বে যত বৈষ্ণবগণ॥
অদ্বৈত আচার্যের স্থানে করেন গমন॥

চৈঃ চঃ আদি ১৩প ৬৩

সকলই আচার্যের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। সকলের মুখে এক জিজ্ঞাসা; দুঃখের বিভাবরীর অবসান কখন ঘটিবে।

অদ্বৈত দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন— ধৈর্য ধর—

করাইমু কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১১ অঃ ৬৪

অদ্বৈত নিত্য সুরধুনীতে স্নান করেন।

গঙ্গা জলে তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পন॥

চৈঃ চঃ আদি পরি ১০৭, ১০৮

আচার্য প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে ডাকেন, আর ভাবেন—

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥

চৈঃ ভাঃ আদি ২ অ ৫১

ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান। ভক্তের করুণ প্রার্থনা কি কখন ব্যর্থ হয়? অদ্বৈত শুনিতে পাইলেন এক অশরীরী বাণী—

অহে বিভু আজি দ্বি-পঞ্চাশ বর্ষ হৈল।
তুয়া লাগি ধরাধামে এ প্রভু আসিল॥

ঈশান নাগর

আচার্যের বয়স বাহান্ন। নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে এক অপরূপ রূপধারী শিশুর আবির্ভাব। জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ শাস্ত্র অধ্যয়নার্থে আসিতেন অদ্বৈত সমীপে। কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলেই এক সোনার কান্তি দিগম্বর ধূলায় ধূসর বালক ডাকিতে আসিত তাহার অগ্রজকে।

ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥

চৈঃ ভাঃ ৭ অ ৪০

এই বালককে দেখা মাত্র অদ্বৈতের ভাব সমাধি হইত।

"চিত্ত বৃত্তি হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া"

ঐ এসেছে আমার ঈপ্সিত দেবতা, "শ্রীভগবান" উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিতেন অদ্বৈত।

ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে পাওয়া যায়:

বিশ্বরূপের ন্যায় নিমাই ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন অদ্বৈতের নিকট। অদ্বৈত নিমাইকে সর্ব শাস্ত্রবিদ করিয়া "শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর" উপাধিতে অলংকৃত করেন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে মাধবেন্দ্র পুরী নামে এক কঠোর তপস্বী কৃষ্ণ প্রেমের ঘনিষ্ঠ মাধুরিমা প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতেন দেশ দেশান্তরে।

মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেইক্ষণ॥
কৃষ্ণ নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪ অঃ ৪৩৭, ৪৩৮

মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন লাউড়ের কাত্যায়ন গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ রাজা দিব্যসিংহের সম্পর্কিত মাতুল। অদ্বৈত মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া নবজীবন লাভ করেন।

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর।
মাধবেন্দ্র পুরীর দেহে কৃষ্ণের বিহার॥
যাঁর শিষ্য আচার্যবর গোসাঞি।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই॥

চৈঃ ভাঃ আদি ৯ অঃ ১৫৫-১৫৭

অদ্বৈতের মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট শক্তিলাভের পর হইতে প্রকৃত পক্ষে বঙ্গদেশে ভক্তিধর্মের বীজ উপজিত হয়।

শ্রীগিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁহার "বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যে" লিখিয়াছেন: অদ্বৈতাচার্য ভক্তিপথে শাস্ত্র ব্যাখ্যা নিমাইর জন্মের পূর্ব হইতে করিয়া আসিতেছিলেন। নিমাইর জন্মের বহুপূর্বে অদ্বৈতের নেতৃত্বে নবদ্বীপে এক বৈষ্ণব সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

একদা আচার্য গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দিবাভাগে শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন।

গীতা পাঠে অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাঙ দুঃখ ভাবি উপাস করিয়া॥
কথো রাত্রে আসি মোরে বলে একজন।
উঠহ আচার্য ঝাট্ করহ ভোজন॥

চৈঃ ভাঃ ২য় অঃ ৯। ১০

জাগিয়া অদ্বৈত ভাবিতে লাগিলেন : ঐ অপরূপ দিব্য রূপধারী কে স্বপনে আমাকে দেখা দিলেন। হাঁ্যা ; উনি আমার ঈপ্সিত দেবতা গৌরসুন্দর ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। অদ্বৈতের সকল সংশয় ঘুচিয়া গেল। অমনি কাল বিলম্ব না করিয়া অদ্বৈত—

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় লই সেই ঠাঞি।
চৈতন্য চরণ পূজে আচার্য গোসাঞি॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় অঃ ১৩৫

অদ্বৈতের মহাভাবের কাণ্ড দেখিয়া গদাধর বাধা দিয়া বলিলেন : আচার্য ! করেন কি— আপনি যে প্রবীণ ব্রাহ্মণ আর ওযে বালক।

"বালকেরে গোসাঞি এ মত না জুয়ায়"

অদ্বৈত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
গদাধর ! বালকে জানিবা কথোদিনে।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় ১৪১

গৌর সুন্দরও ছাড়িবার পাত্র নহেন। গুরুজ্ঞানে পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া অদ্বৈতকে পূজা করিবার আয়োজন করিলেন।

গুরুবুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় নিরন্তর॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬ অঃ ৪১

উভয়ই ভাবাবেশে ভাব সমাধিতে। প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অদ্বৈত কান্দয়ে দুইচরণ ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯ অ ২১

নবদ্বীপ লীলায় অদ্বৈত গৌরহরিকে পাইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। ভক্তগণের নিকট অম্লান বদনে স্বরচিত পদে গৌর সুন্দরের মহিমা গাহিলেন :

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু, মোরে দয়া কর॥

জয় শ্রীগৌর সুন্দর করুণা সিন্ধু
জয় জয় বৃন্দাবন রায়া।
জয় জয় সম্প্রতি জয় নবদ্বীপ পুরন্দর,
চরণ কমল দেহ ছায়া॥

অদ্বৈতের ছিল প্রথমে জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তি। তাই গৌরহরির সন্ন্যাস গ্রহণ কালে অকুণ্ঠচিত্তে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে? (লোচন)

অদ্বৈতই ত সর্বাগ্রে জল-তুলসী দিয়া মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন।

ভগবান রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ত জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। গৌরসুন্দর স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ঈশ্বরকে খাটো করা হয়।

"জ্ঞান যোগ বাখানে অধিক মত্ত হইয়া"
অদ্বৈত বলয়ে সর্বকাল বড় জ্ঞান।
যার নাহি জ্ঞান, তার ভক্তিতে কি কাম॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯ অঃ ১২৫, ১৩২

মহাপ্রভু ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া—

পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯ অঃ ১৩৪

অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা সীতাদেবী এ দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন:

বুড়া বিপ্র বুড়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় কর এত অপমান॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯ অঃ ১৩৬

শ্রীগিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁহার বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞান চর্চ্চায় অদ্বৈতের এই শাস্তি। অদ্বৈত— ভক্ত, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত, অজ্ঞানী ভক্ত নহেন। কেননা ইচ্ছা মাত্রই তিনি ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞান পথে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। ইহা প্রণিধানযোগ্য। আবেশের ভাবের নিমাই চরিত্রের সহিত, এই ঘটনা কিছুমাত্র অসংলগ্ন বা অসঙ্গত হয় নাই।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে আর অদ্বৈত ছিলেন শান্তিপুরে। হঠাৎ প্রভু শ্রীবাস-ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতের প্রতি আদেশ করিলেন ঃ

আমার পূজার সর্ব উপহার লঞা।
ঝাট্ আসিবারে বল সস্ত্রীক হইয়া॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ অঃ ১৫

আদেশ পাওয়া মাত্র শ্রীরাম যাত্রা করিলেন শান্তিপুরে। অদ্বৈতকে প্রণামান্তে আনন্দাতিশয্যিতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল।

অদ্বৈত চরিত্র রামাই ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে মনে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ অঃ ২৬

শ্রীরাম ও ভাববিহ্বল— শুধু অদ্বৈতকে বলিতে পারিলেন ঃ

যাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ অঃ ১১

অদ্বৈত সস্ত্রীক যাত্রা করিলেন নবদ্বীপাভিমুখে। অদ্বৈত আসিলেন

দূরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সস্ত্রীক আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ অঃ ৭৩

অদ্বৈতকে দেখা মাত্র প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এ মিলনে আনন্দের তরঙ্গ লহরী বহিতে লাগিল।

অদ্বৈত জ্যোতির্ময় বই কিছু নাই দেখে আর।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ অঃ ৮১

সাক্ষাতে ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীভগবান আর তার পার্শ্বে ভক্ত প্রধান অদ্বৈত।

অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি আনন্দ হিয়ায়।
দিব্যাসনে বসাইয়া প্রভু গৌর রায়॥ (লোচন)

পাদ্য অর্ঘ্যে প্রভুকে পূজা করিয়া অদ্বৈত স্তব করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু স্বীয়মুখে অদ্বৈতের দিব্যভাবের অবস্থা বর্ণনা করিলেন :

মোর পাদপদ্ম নিজ মস্তকে ধরিয়া।
তুলসী মঞ্জরী দিয়া পূজিল কান্দিয়া॥ (লোচন)

ভাবাবেশে মহাপ্রভু অদ্বৈত মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন :

অদ্বৈত আচার্য ত্রিজগতে ধন্য॥
তার-অধিক বন্ধু মোর নাহি আর অন্য॥ (লোচন)

তারপর প্রভু— আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
বর মাগ বর মাগ বলেন হাসিয়া॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ অঃ ১৫৮

অদ্বৈত ত নিষ্কাম-ভক্ত, শুধু উত্তর দিলেন—

সাক্ষাতে দেখিনু প্রভু তোর অবতার

প্রভু অদ্বৈতের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া আদেশ করিলেন—

প্রেমধন দিয়া সব ভক্ত রক্ষা কর— (লোচন)

শ্রীগৌরহরি আর অদ্বৈত। শ্রীভগবান ও ভক্তের মিলন। প্রভু ভাবাবেশে বিভোর। অদ্বৈত গোপীভাবে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

— অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে।
গড়াগড়া গায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪ অঃ ৩২, ৩৪

নবদ্বীপ লীলার পর ১২ বৎসর মহাপ্রভুর নীলাচল লীলা (১৫২১-১৫৩৩) এই লীলায় প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব। প্রভুর সঙ্গ ছাড়া অদ্বৈত থাকিতে পারিতেন না। অদ্বৈতের ৫২ বৎসর বয়সে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। এখন অদ্বৈতের বয়স প্রায় নব্বই। এ বৃদ্ধ বয়সে সীতাদেবী সহ অদ্বৈত প্রভু সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন নীলাচলে। সঙ্গে ছিল প্রভুর প্রিয় দ্রব্যাদি। অদ্বৈতকে দেখিয়াই প্রভু শুধাইলেন :

শয়নে আছিলু ক্ষীর সাগর ভিতরে।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হুঙ্কারে॥
অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮ম অ ৫১, ৫২

নীলাচলে আবার শ্রীভগবান ও ভক্তের মিলন। ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্যের পূর্ণাঙ্গ জীবনী পাওয়া যায়। ঈশান নাগর শ্রীহট্টের লাউড়ে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিধবা মাতা সহ অদ্বৈত পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শান্তিপুরে একদিন মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধৌত করিতে অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রভু বাধা প্রদান করেন। তখনই ঈশান নাগর পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ বৃদ্ধ বয়সে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রণয়ন করেন। ঈশান নাগর অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে লিখিয়াছেন— অদ্বৈত প্রভু স্বয়ং মহাদেব ভাবে ক্ষীরোদ সমুদ্রতীরে তপস্যায় মগ্ন, শ্রীহরি গৌর অবতারের কথা অঙ্গীকার করিয়া শূলপাণিকে অদ্বৈতরূপে পূর্বেই মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইতে বলিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াই অদ্বৈতরূপী মহাদেবকে চিনিতে পারিলেন।

গোবিন্দদাস কর্মকার তাহার কড়চায় নিঃখুত ভাবে অদ্বৈতের পরিচয় দিয়াছেন—

অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোসাই।
এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই।
পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া॥

লোচন মহাপ্রভুর ভক্ত অদ্বৈত মাহাত্ম্য সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

ভারতবরষে এই আচার্য সমান।
আমার ভকত আছে হেন কোন জন॥
আচার্য সমান মোর ভক্ত নাহি আন।
বৈষ্ণবের রাজা সেই মোর আত্ম বলি॥ (লোচন)

চৈতন্য চরিতামৃতকার গাহিয়াছেন—

অদ্বৈত আচার্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥
সংকীর্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল॥
অদ্বৈত মহিমা অনন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে॥

চৈঃ চঃ আদি ৭ পরি ১১১, ১১৩

অদ্বৈতাচার্যের অন্যতম কীর্তি যোগবাশিষ্ঠ ও গীতাভাষ্য গ্রন্থদ্বয় ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলাসংবরণ করিলে অদ্বৈতাচার্য শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অদ্বৈত ও শ্রীবাস দীর্ঘজীবী হইতে মহাপ্রভুর বর লাভ করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতেরে তোমায় আমার এই বর।
জরাগ্রস্ত নাহিবে দোঁহার কলেবর॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫৩-৬৫

অদ্বৈতাচার্য ১২৫ বৎসর বয়সে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে গোলোকধাম প্রাপ্ত হন।

"সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে" (ঈশান নাগর)

এ যুগের অন্যতম মহাপুরুষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্যের বংশধরগণ আজও বৈষ্ণব সমাজের সেবা করিয়া আসিতেছেন। অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

কলিহত জীবকে কৃষ্ণ নাম দিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম। তিনি আবির্ভূত হইয়া নির্বিচারে আপামর জীবে কৃষ্ণ নাম বিলাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ প্রেম পায় নাই এমন লোক আর এই সংসারে নাই।

'মোর নাম অদ্বৈত প্রভুর শুদ্ধদাস"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯ অঃ ১৬০

—:O:—

শ্রীনারদাংশ জাতহংসৌ শ্রীমৎ শ্রীবাস পণ্ডিতঃ।
আদৌ মুনিবরঃ শ্রীমান রামো নাম মহাতপাঃ॥ (মুরারি)

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই, দুই শাখা, জগতে বিদিত॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস-দাসী গৃহ পরিজন॥

চৈঃ চঃ আদি ১০ পঃ ৯

শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি চারিভাই। শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে তাহাদের আদি বাসভূমি ছিল। জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে শ্রীভূমি ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে যাইয়া বেলপোখরা নামক স্থানে শ্রীহট্টিয়া পাড়ায় পত্তন করেন॥ পঞ্চখণ্ডে তাঁহাদের জন্মস্থান এখনো পণ্ডিতের পাড়া নামে অভিহিত।

ভক্তির প্রকট মূর্তি শ্রীবাস। অপর তিন ভাই ও উত্তম ভক্ত।

শ্রীভকতির তুমি কেবল আবাস।
এতেক বলিয়ে তোর নাম সে শ্রীবাস॥ (লোচন)

চারি ভাইয়ের যেমন নাম, তেমন নামের সার্থকতা। ভক্তির অঙ্কুর নিয়া তাঁহাদের জন্ম।

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥

চৈঃ ভাঃ আদি ২ অঃ ১১১

তাঁহাদের আবাস গৃহ সম্পর্কে গোবিন্দ দাস সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—

শ্রীবাস অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় তাহার নিয়ড়ে॥

(গোবিন্দ দাসের কড়চা)

তাঁহারা হরিনাম কীর্তন করিতেন বদ্ধগৃহে নিশাযোগে, কারণ রাজার ভয় আর পাষণ্ডীদের অত্যাচার। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বে নবদ্বীপে শ্রীবাসাদি চারি ভাই মিলিয়া বৈষ্ণব সমাজ ও হরিনাম সংকীর্ত্তনের পটভূমি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবদ্বীপের শুষ্ক মরুতে তাঁহাদের গোপনে নাম কীর্তন পাষণ্ডীদের উদ্ধারের প্রথম সূচনা।

নিমাই পণ্ডিত তখন বিদ্যাসাগর। তাঁহার বিদ্যাবত্তার সংবাদ নবদ্বীপের সর্বত্র প্রচারিত। শ্রীবাস ও নিমাই নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন। হঠাৎ একদিন পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎকার। শ্রীবাস নিমাই পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?
কৃষ্ণ ভজিলে সব সত্য হয়।
না ভজিলে কৃষ্ণ, রূপ বিদ্যা কিছু নয়।

চৈঃ ভাঃ আদি ১২ অঃ ২৫১

শ্রীবাসের বাণী নিমাই পণ্ডিতের মনে রেখাপাত করিল, তদবধি—

শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্কারে।
প্রীত হইয়া ভক্তগণ আশীর্বাদ করে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় ২৫

শ্রীবাসের গৃহে নিশাযোগে যথারীতি হরিনাম কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। পাষণ্ডীদের কর্ণে ইহা শূলবিদ্ধের মত। পাষণ্ডদল প্রকাশ্যে ঘোষণা করিল:

শ্রীবাস বামনারে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি দিয়া ফেলাইব স্রোতে॥

চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ ১১৫

রাজশক্তি পাষণ্ডীদের সহায় তাই তাহারা নির্ভীক। শ্রীবাসাদির প্রতি অত্যাচারের মাত্রা চরমসীমায় পৌঁছিল।

একদিন বিপ্রনাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল॥
মদ্য ভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেল।
প্রাতঃ কালে শ্রীবাস তাহাও দেখিল॥

চৈঃ চঃ আদি ১৭ অঃ ৩৭, ৪০

ভক্তের অপমান ভগবান সহ্য করিতে পারেন না। তবে ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। আশু প্রতিকারের জন্য অধীর হইলে চলে না। গোপাল চাপালের

"সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার"

চৈঃ চঃ আদি ১৭ অঃ ৪৫

পাষণ্ডীদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া একদিন শ্রীবাস নিমাই পণ্ডিতের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন:

"নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্যস্থানে"

"প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী"

এ অত্যাচার শুধু শ্রীবাসাদির উপর নহে। ইতিপূর্বে বাসুদেব সার্বভৌমের ন্যায় প্রখ্যাত পণ্ডিত নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীবাস মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলে মহাপ্রভু অভীঃ বাণী শুনাইয়া বলিলেন :

ওহে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ নাও॥
মুই গিয়া সর্ব আগে নৌকায় চড়িমু।
এই মত গিয়া রাজ গোচর হইমু॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২ অঃ ৩০৫, ৩০৯

নবদ্বীপবাসীর দুঃখ দুর্দশায় মর্মাহত হইয়া পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন—

পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর।
সংহারিমু বলি সব, করয়ে হুঙ্কার॥
মুঞি সেই মুঞি সেই বলে বার বার॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় অঃ

তার পর— শ্রীনিবাস ঘরে প্রভু আনন্দিত মনে।
দণ্ডাগ্রে পুষ্প দিয়া কহিল বদনে॥
গদাপূজা কৈল এই দুষ্ট নাশিবারে।
আমার ভকতে হিংসা যেই যেই করে॥
ইহাতে শাসিব আমি সেই সেই জন।
সভা বিদ্যমানে প্রভু কহিল বচন॥ (লোচন)

ইহা শুধু দণ্ডপূজা নহে। পাষণ্ডীদের জন্য মরণাস্ত্র। পাষণ্ডদল জানে না তাহাদেরে মারিবে যে, নবদ্বীপে বাড়িছে সে। .

১৫০৯ খৃষ্টাব্দের কথা। হুসেন শাহের রাজত্ব বাংলা দেশে। রাজার প্ররোচনায়ই পাষণ্ডীরা এ সুযোগ পাইয়াছে। চাঁদ কাজি গৌড়েশ্বরের দৌহিত্র। প্রতিনিধি রূপে তিনি নবদ্বীপের শাসন কর্তা। শ্রীবাসের উপরই আক্রোশ অধিক। রাজার আদেশ নাম সংকীর্তনন্ন বন্ধ করিতে, কিন্তু— মহাপ্রভু কোন প্রকারেই এ আদেশ পালনে সম্মত হইলেন না। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল। এ সত্যাগ্রহ অহিংস নহে। আঘাতের পরিবর্তে প্রতিঘাত। মহাপ্রভুর আদেশ—

"অনন্ত অর্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার"

মশাল হাতে, বড় বড় ভাণ্ডে তৈল সহ একত্রিত হইল। এ প্রতিকার ব্যক্তিগত নহে। সমগ্র নদীয়াবাসীর ঃ

হইল দেউটিময় নবদ্বীপ পুর।
সবে জ্যোতির্ময় দেখে সকল আকাশ॥

এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান নায়ক শ্রীচৈতন্য স্বয়ং, সেনাপতি, শ্রীবাস।

প্রধান নায়কের আদেশ—

ঘর ভাঙ্গ, ভাঙ্গ বলে বার বার।
প্রভু বলে অগ্নিদেহ বাড়ীর ভিতর॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩ অঃ ৩৯০

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। স্বাধিকার ও স্বধর্ম রক্ষার্থে বৈষ্ণব সংগ্রাম জানে। এখানে অহিংসা মায়া, মমতা, জীবের দয়ার প্রশ্ন নাই।

মহাপ্রভু— পুনরায় আদেশ দিলেন

— অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর।
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥
দেখি মোরে কি করে উহার নরপতি।
দেখি আজি কোন জনে করে অব্যাহতি॥
সংকীর্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
কীর্তন বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥
অগ্নি দেহ ঘরে সব না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয়॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩ অ

এ চৈতন্যদেব—প্রেমাবতার নহেন, বিপ্লবী-অগ্নিযুগের দেশ নায়ক, রাষ্ট্রনেতা, জাতির পথদ্রষ্টা। মহাপ্রভুর জীবনে আমরা এ দুইরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

তারপর পাওয়া যায়—

সিম্বলিয়া গ্রামেতে কাজির ঘর ভাঙ্গি,
সিম্বলিয়া গ্রাম ছাড়ি পালাইল যবন। (জয়ানন্দ)

নবদ্বীপে যুগ পরিবর্তন হইয়াছে। নবদ্বীপবাসী সানন্দে, নির্ভয়ে নাম সংকীর্তনে এক নব-যুগের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরবর্তী কালে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসন কালে রক্তমাখা অযোধ্যার ইতিহাসে পাওয়া যায় বৈষ্ণব দাসের নেতৃত্বে সহস্র সহস্র চিমটাধারী বৈষ্ণব শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাস্থিত জন্মভূমি উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিয়া রণাঙ্গনে আত্মাহুতি দিয়াছেন। (শ্রীসরযূপ্রসাদ পাণ্ডেয় কৃত শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি রোমাঞ্চকারী ইতিহাস হিন্দী গ্রন্থ)

আবার নবযুগের সূচনা।

গৌরাঙ্গ কীর্তনানন্দো ননর্ত স্বজনৈঃ সহ। (মুরারি)

শ্রীনিবাস গীত গাএন নিজরঙ্গে।
মুরারি মুকুন্দ রাম বাসুদেব সঙ্গে॥
মধুর মধুর সবে করেন কীর্তন।
শ্রীবাস মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ ভবন॥ (জয়ানন্দ)

নাম সংকীর্তনের কেন্দ্রস্থল শ্রীবাস অঙ্গন। নাম— কেবল কৃষ্ণ নাম। নাম প্রাণ, নাম ধন, নাম সর্বময়। মহোল্লাসে প্রভুর সঙ্গে কীর্তনানন্দ। এ আনন্দ ভাষাতীত, শুধু অনুভব যোগ্য।

"সাত প্রহরিয়া ভাব ঐশ্বর্য বিলাস"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ অ ৯

তবে সপ্ত প্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ— দেখিল বিশেষে॥

চৈঃ চঃ আদি ১৭ পরি ১৮

মহাপ্রভুর— শ্রীবাস অঙ্গনে সপ্ত-প্রহরে সপ্ত-লীলা। কখন দাস্যভাব আবার কখন গোপীভাবে নামকীর্তন, নৃত্যগীত।

শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তারে মধুর বচন ॥
তোমার ঘরে কীর্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহ না দেখিব ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ১৫ পঃ ৪৫, ৪৬

শ্রীবাস পরম ভাগ্যবান। প্রভুর আদেশে তিনি সুমধুর কণ্ঠে কৃষ্ণ লীলা কীর্তন করেন।

প্রথমেতে বৃন্দাবন মাধুর্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥
বংশী বাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তা সবার সঙ্গে যৈছে বন বিহরণ ॥
বল বল বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহেন তবে রাসবিলাস ॥
চৈঃ চঃ আদি ১৭ পরি ২৩৫, ২৩৭, ২৩৯

শ্রীবাস অঙ্গন নিত্য বৃন্দাবনে রূপান্তরিত হইয়াছে। অঙ্গনের প্রতি ধূলিকণা ব্রজ রজঃ। প্রভু ভাবাবেশে ভরপুর।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর রাম নারায়ণ।
মুকুন্দ সহিত গেলা শ্রীবাস ভবন ॥
চৌদিকে বেড়িয়া লোক মাঝে গৌরহরি।
মদে মাতোয়ারা যেন কিশোর কিশোরী ॥ (লোচনদাস)

শুধু এ সংকীর্তনানন্দে মুকুন্দ নহে নামানন্দ ঠাকুর হরিদাস ও যোগদান করিয়াছেন ॥

শ্রীনিবাস চারিভাই আনন্দে মঙ্গল গাই
হরিদাস হরি হরি বোলে। (লোচন)

এ নাম কীর্তন এক-দুই-দিনের জন্য নহে। বহু দিন ব্যাপী চলিয়াছিল।

তবে প্রভু শ্রীবাস গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥

চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ ৩৪

এ মহানন্দের মধ্যে হঠাৎ বিষাদের ছায়া শ্রীবাস ভবনে। মহাপ্রভু কীর্তন আরম্ভিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই ভাবাবেশ হইতেছে না। শ্রীবাসের একমাত্র শিশুপুত্র পিতামাতার মায়া ত্যাগ করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। মৃতদেহ গৃহে গোপনে রাখা হইয়াছে। মহাপ্রভুর কীর্তনে রসভঙ্গ হইবে ভাবিয়া এ সংবাদ কাহাকে দেওয়া হয় নাই।

একদিন শ্রীবাস মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥

শ্রীবাসের পুত্রের তাহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥

চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ ২২৭, ২২৮

অন্তর্যামী মহাপ্রভুর নিকট কিছু কি অজ্ঞাত থাকে? প্রভু শিশুর মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:

তোমার মাতা, পিতা, পরিজন সকলই শোকে মুহ্যমান। তুমি কেন সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলে।

ক্ষণিকের তরে শিশুর মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইলে শিশু ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল—

মায়া তব ইচ্ছা মতে বাঁধে মোরে এ জগতে
অদৃষ্ট নির্বন্ধ লৌহ করে।

সেই ত নির্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে;
পুত্ররূপে মালিনী জঠরে ॥

(শ্রীগীতমালা)

শ্রীভগবানের স্পর্শে মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার ঘটে তবে প্রারব্ধ খণ্ডন সম্ভব হয় না।

শ্রীবাসের মরাপুত্র জীবন্ত কহে।
পুত্র শোক দূরে গেল সংকীর্ত্তন তরে॥

(জয়ানন্দ)

শিশু চিরতরে বিদায় নিল। মহাপ্রভু মালিনী ও শ্রীবাসকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন: বিধির বিধানে তোমাদের সন্তান তোমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া অন্য লোকে চলিয়া গিয়াছে। আজ হইতে আমি ও নিত্যানন্দ তোমাদের দুই সন্তান।

আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন।

চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ ২২৯

নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে বাবা ও মালিনীকে মা ডাকেন। নিত্যানন্দকে পাইয়া শ্রীবাস ও মালিনী পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন।

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
বাপ বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পীরিতি॥

অহর্নিশ বাল্য ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন্য পানে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১১ অঃ ৭, ৮

নিত্যানন্দ অবধূত। হাসেন, নাচেন, কৃষ্ণপ্রেমে সদা মাতোয়ারা। সাংসারিক রীতিনীতির ধার ধারেন না। মা মা বলিয়া মালিনীর শুষ্ক স্তনে শিশুর মত মুখ দেন। বৃদ্ধ বয়সে মালিনীর স্তন হইতে ঝরে পীযুষধারা নিত্যানন্দের মুখে। মালিনী নিজহাতে না খাওয়াইলে নিত্যানন্দের খাওয়া হয় না।

আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় ধরি অন্ন মালিনী যোগায়॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১১ অ ২৯

একদিন মালিনী নীরবে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভোগের ঘৃত-পাত্র নিয়া গিয়াছে কাক। নিত্যানন্দ কাককে ডাকিলেন— অমনি—

আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১১ অঃ ৪৪

দেবানন্দ পণ্ডিত বিদ্যার জাহাজ। ভাগবত পাঠ করেন নিত্য। একদিনের শ্রোতা শ্রীবাস। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণে শ্রীবাসের দেখা দিল অশ্রু পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। সভায় শান্তি ভঙ্গের অপরাধে পণ্ডিত দেবানন্দ শ্রীবাসকে তাড়াইয়া দিলেন— সভা হইতে। এ সংবাদ পৌছিল গৌরসুন্দরের নিকট। দেবানন্দ পণ্ডিতকে তিরস্কার করিয়া প্রভু কহিলেন :

প্রেম ভক্তিই সত্যিকার ভাগবত। ভাগবত ও নামকীর্তন শ্রবণে যদি প্রেমাশ্রু বিসর্জন বা সাত্ত্বিক ভাব না আসে তবে কিসের ভাগবত কিসের কীর্তন?

বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ অ ৯৬

ভাগবত শুনিয়া যে কান্দে কৃষ্ণরসে।
টানিয়া ফেলিতে কি তাহার যোগ্য আইসে!
প্রেমময় ভাগবত পড়িয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা কহিলাম আমি॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১ অ ৭১, ৭৪

পিতৃশ্রাদ্ধ বাসরে শ্রীবাস নৃসিংহ পূজায় মগ্ন বদ্ধ গৃহে। প্রভু ত অন্তর্যামী; হঠাৎ প্রভুর আগমন সেখানে।

শ্রীনিবাসের পিতৃশ্রাদ্ধ সময় নিকটে।
সহস্র নাম শুনি হৈল প্রকটে॥ (জয়ানন্দ)

শ্রীবাস গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রভু বীরাসনে ধ্যান-অর্চন ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট হইলেন।

জ্বলন্ত অনল দেখে শ্রীবাস পণ্ডিত।
হইল সমাধি ভঙ্গ, চাহে চারিভিত॥

দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ-শঙ্খ-চক্র গদা পদ্ম ধর॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২ অ ২৫৯, ২৬০

গৌরহরির চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শনে শ্রীবাস কম্পিত। মুখে না স্ফুরিল বাক্য তাঁহার। এ দৃশ্য বর্ণনাতীত।

"স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে"

জয়ানন্দ এ ঘটনা অন্যভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:

ভোজন সময়ে প্রভুর চুল আউলাইল।
চতুর্ভুজ হই দুই হস্তেতে বান্ধিল॥

এ অপরূপ দৃশ্য দর্শনে শ্রীবাসের প্রেমাবেশে ক্রন্দন ও হর্ষ্যাতিশয্য হইল।

বলিতে আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
ঊর্দ্ধ বাহু করি কান্দে, ছাড়ে ঘন শ্বাস॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২ অ ২৯২

শ্রীবাসের ভবনে ব্যাসপূজার আয়োজন। পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া পূজা হইবে। ভক্ত সহ মহাপ্রভু শ্রীবাস ভবনে আগমন করিয়াছেন। শ্রীবাসের আনন্দের সীমা নাই।

হাসি বলে নিত্যানন্দ, শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাসপূজা এই মোর বামনার ঘর॥

চৈঃ ভাঃ অধ্য ৫ অ ১১

ব্যাস পূজার বাধা রহিয়াছে। আপ্তগণ ব্যতীত অন্য কাহারো প্রবেশাধিকার নাই। প্রভুর আজ্ঞায় কীর্তন আরম্ভ হইল।

চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহা দোহাঁ ধ্যান করি নাচে এক ঠাঁই॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫ অ ২৪

ব্যাস পূজায় আচার্য স্বয়ং শ্রীবাস। কীর্তনানন্দে সকলেই বিভোর। শ্রীবাস অঙ্গন বৈকুণ্ঠে পরিণত হইল।

মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলান্তে নীলাচল লীলা। প্রভুর বিরহে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ কাতর। প্রভুর দর্শনার্থ প্রতি বৎসরই শ্রীবাসাদি চারিভাই নীলাচলে যাইতেন ; সঙ্গে থাকিতেন মালিনী দেবী। নীলাচলে যাইয়া স্বহস্তে প্রভুর প্রিয় অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া মায়ের স্থায় মালিনী খাওয়াইতেন গৌরহরিকে।

প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান, স্নেহেতে জননী॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬ পঃ ৫৬

ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীনিবাস মালিনী।
দাম্পত্যে পূজিল গৌরচন্দ্র শিরোমণি॥

(জয়ানন্দ)

গৌর সুন্দর নীলাচল হইতে আগমন করিয়াছেন শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে। তথা হইতে পদার্পণ করিলেন নবদ্বীপে শ্রীবাস ভবনে। এক সময়ে ছিল "চারি ভাইর দাসদাসী গৃহ পরিজন"। আজ শ্রীবাসের দুর্দিন। দারিদ্র্যদোষে জর্জরিত তিনি। মহাপ্রভু আপন ভক্তের এ দুর্দশা দেখিয়া তাহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন।

শ্রীবাস বলেন— হাতে তিন তালি দিয়া।
এক, দুই, তিন এই কহিলু ভাঙ্গিয়া॥
তিন দিন উপবাসে ও যদি না মিলে আহার।
তবে সত্য কহোঁ ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু মুঞি সর্বথা গঙ্গায়॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ অ ৪৮, ৪৯

মহাপ্রভুর হৃদয় ভক্তের এ দৈন্ত দশা দেখিয়া দ্রবীভূত হইল। তৎক্ষণাৎ শ্রীবাস-অনুজ—

রাম পণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু বলে শুন রাম আমার উত্তর॥

জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায়॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ অ ৬৭

আবার কহিলেন—

শ্রীরাম পণ্ডিত শুন আমার বচন।
তোমার জ্যেষ্ঠেরে সেবা আমার অর্চন॥ (লোচন)
শ্রীরাম পণ্ডিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসেবা মদর্চনা। (মুরারি)

মহাপ্রভু শরণাগত পরমভক্ত শ্রীবাসকে অভয় বাণী শুনাইলেন—

যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মী ও ভিক্ষা করে।
তথাপিও দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে॥
যে যে জন চিন্ত্যে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ অ ৫৪, ৫৫

শ্রীরাম পণ্ডিত মহাপ্রভুর আদেশ পালনে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। নবদ্বীপ লীলায় প্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীবাসাদি চারি ভাই। মহাপ্রভুর জীবন লীলায় শ্রীবাসাদি চারিভাইয়ের সংগে আরো কত যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা সম্ভব পর নহে।

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃগণের মাহাত্ম্য সম্পর্কে পাওয়া যায়—

নারদ ইবাবভৌ মহান শ্রীপতেঃ
প্রথমজো দ্বিজোত্তমঃ। (মুরারি)

শ্রীবাস শ্রীরাম প্রভুর প্রিয় দুই জন।
তার সনে ক্রীড়া করে আনন্দিত মন॥
শ্রীবাস তোমা না দেখিলে
কেহো না রাখিবে জীউ।
আমার বিচ্ছেদ লাগি
না পাবে তরাস

কভু না ছাড়িব আমি
তোমা সভার পাশ ॥ (লোচন)

সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী প্রভুর বচন।—

শুন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ—

তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নব গুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি' ভুজে রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীত ধটীর পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান।
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২ অ ১৭৯-১৮৯

কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! মাত্র প্রভু বলে।
আর কেহ কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২ অ ১৯৯

মহাপ্রভু আপন অন্তরের গুপ্ত রহস্য শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সমীপেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

—:০:—

মুরারিগুপ্ত

শ্রীহট্টিয়াগণ বলে অয় অয়।
তুমি কোন দেশী, তাহা কহ ত নিশ্চয়॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
কহ দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্মকার?

চৈঃ ভাঃ আদি ১৫ অ ১৯, ২য়,

মুরারি গুপ্ত বিজ্ঞের মত সশিষ্যে হাত নাড়া চাড়া দিয়া যোগবাশিষ্ঠের গম্ভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন— হঠাৎ পেছন হইতে "হট্টিয়া" "হট্টিয়া" বলিয়া বিদ্রূপের ডাক। মুরারি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন: কে বলে ওকে উত্তম ছেলে? ও যে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অকাল কুষ্মাণ্ড। আবার ঠাট্টা বিদ্রূপ। বালকের অট্টহাসি।

আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়া তনয়।
তবে গোল কর কোন যুক্তি ইথে হয়॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৫ অ ২১

বালক ছাড়িবার পাত্র নহেন। মুরারির প্রবোধ বচন কে শুনে?

যত যত বলে, প্রবোধ না মানে।
নানা মতে কদর্থেন সে দেশী বচনে॥
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৫ অ ২৩

আবার পশ্চাৎ ধাবন। ধৈর্যের ত সীমা আছে। মুরারি আজ ধৈর্যচ্যুত।

মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায়, যায় তর্জিয়া গর্জিয়া॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৫ অ ২৪

কেবল মুরারির প্রতি ব্যঙ্গ উক্তি নহে—

"বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া"

এ কাণ্ডের সমাপ্তি এখানে নহে। শেষ পর্যন্ত রাজদরবারে মামলা পৌঁছিল। তদন্তে দারোগা, দেওয়ান রায় দিল ও আবার কিসের মামলা, নিজের মধ্যে মীমাংসা করিয়া ফেল।

অবশেষে আসিয়া প্রভুর সথাগণে।
সমঞ্জস করাইয়া চলে সেইক্ষণে॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৫ অ ২৬

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন: এই তরুণ বয়সে প্রবীণ শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতটীর দুরন্তপনার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শ্রীহট্টিয়াগণ দেখিলেই নিমাই ব্যঙ্গ করিতেন, তিনি খাঁটি নদেবাসীর সন্তান হইলে শ্রীহট্টবাসীর ততদূর দুঃখ হইত না। ময়ূরের পুচ্ছ শরীরে সংলগ্ন করিলেই ময়ূর উপাধি পাওয়া যায় না, শ্রীহট্টিয়া-বাসিগণের এই জন্ত অসহ্য কষ্ট হইত। কিন্তু রহস্যপ্রিয় পণ্ডিতটী এ সব যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীনরেন্দ্র কুমার গুপ্ত প্রণীত "শ্রীহট্ট প্রতিভা" গ্রন্থে পাওয়া যায়— খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্টের দুলালী ও হরিনগর পরগণার কায়স্থগুপ্ত বংশীয়গণের পূর্ববর্ত্তী, শ্রীহট্ট সহরের সন্নিকটস্থ বড়শালা গ্রামে মুরারি গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগদানন্দ গুপ্ত ছিলেন শ্রীহট্টাধিপতির সভা পণ্ডিত। মুরারিগুপ্ত বাল্যকালেই সংস্কৃতে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে তৎকালীন সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপে দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। পরে তথায় থাকিয়া কবিরাজী ব্যবসা করিতেন। তিনি প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি লীলা সম্বন্ধে "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিত" নামক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। ইহা সাধারণতঃ "মুরারিগুপ্তের কড়চা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই কড়চা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী লেখকগণ ক্রম করিয়া চৈতন্যলীলা" বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিত মুরারিগুপ্ত নবদ্বীপে টোল স্থাপনপূর্বক বিদ্যার্থিগণকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন ও কবিরাজী ব্যবসা করিতেন। তিনি— নিঃসন্তান অবস্থায় নবদ্বীপে শেষ জীবন-যাপন করেন। মুরারিগুপ্তের পরিচয় সম্পর্কে আরো পাওয়া যায়:

ভবরোগ বৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥

চৈঃ ভাঃ আদি ২ অ ৩৫

শ্রীমুরারিগুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন।
আত্ম-বৃত্তি করি' করে কুটুম্ব ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ, ভবরোগ, দুই তার ক্ষয়॥

চৈঃ চঃ ১০ পরি ৪১

মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ অমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন: জগন্নাথ মিশ্রের পাড়ায় শ্রীহট্টের মুরারিগুপ্ত নামে এক বৈদ্য বাস করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মকালে মুরারির বয়স ছিল ১৫ বৎসর।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষের "মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা মুরারিগুপ্তের কড়চা" সংকলিত গ্রন্থে পাওয়া যায়: নিমাইর বয়স তখন পাঁচ বৎসর আর মুরারি বিশ বৎসরের যুবক। মুরারি যোগ-বাশিষ্ঠ পড়েন। হাত নাড়া চাড়া দিয়া মুরারির অবিকল নকল করেন নিমাই। ইহাতে মুরারির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন— জগন্নাথ মিশ্রের ও একটা অপদার্থ জন্মিয়াছে, ওর আবার এত সুখ্যাতি?

এ কথা শুনিয়া নিমাই ভ্রূকুটি দিয়া বলিয়া উঠিলেন আচ্ছা তোমাকে উত্তম শিক্ষা দিব ভোজনের সময়। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় উপস্থিত, মুরারি ভোজনে বসিয়াছেন—

হেথা বিশ্বম্ভর হরি অঙ্গের সুবেশ ধরি
কটিতে আটিয়া পীতধড়া
চরণে নগড়া খাড়ু হাতে লঞা ক্ষীর নাড়ু
চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।

নিমাই মুরারির ঘরে প্রবেশিয়াই "মুরারি" "মুরারি" বলিয়া ডাকিলেন। নিমাইকে দেখিয়াই মুরারির হৃদকম্প। শচীর দুলাল হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন:

তরস্থ না হয়ো তুমি এইখানে আছি আমি
ধীরে সুস্থে করহ আহার।

মুরারি অন্যমনস্ক ভাবে তাড়াতাড়ি আহার করিতে লাগিলেন—

মধ্য ভোজন বেলা ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা
থালভরি এ মুত মুতিল।
চৈঃ মঃ আদিখণ্ড

মুরারির চমক ভাঙ্গিল। ছিঃ ছিঃ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। এ দিকে ত্বরিৎ গতিতে নিমাই দৃষ্টির অগোচর হইলেন। মুরারির মনে এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। সর্বাঙ্গে আনন্দ উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল।

মনে মনে অনুমান এহ কভু নহে আন
সত্য পঁহু শচীর তনয়।

দ্রুত গতিতে মুরারি জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া গোরাচাঁদের রাঙ্গাচরণ ধরিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। শচীমাতা মুরারির এ কাণ্ড দেখিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন: ও গুপ্ত মহাশয়! ও কি? আমাদের দুধের ছেলে কি অপরাধ করিয়াছে যে আপনি তার অকল্যাণ করিতেছেন? এ কচি শিশুর অপরাধ নিবেন না। ওকে আশীর্বাদ করুন।

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবন মোহন সাজে
গৌরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
হাসিয়া মুরারি বোলে এ হেন কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌর হরি।
বালক লালিছ কাছে ইহা ত জানিবে পাছে
তোমা সম নাহি ভাগ্যবান।
স্মরণ রাখিও মনে আমার এই বচনে
বিশ্বম্ভর পঁহু ভগবান॥

মুরারি আজ ভবিষ্যৎ বক্তা। শুধু তাই নয় মুরারি দৃঢ়স্বরে বলিলেন—

মিশ্র কিছুদিন পরে জানিবে
কে জন্মিয়াছে তোমার মন্দিরে।

মুরারি ক্ষুধিত। তাঁহার ভার্যা অন্ন পরিবেশন করিয়াছেন। মুরারি অন্তমনস্কে খাও খাও কৃষ্ণ বলিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে অন্ন উৎসর্গ করিতে লাগিলেন।

ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
খাও, খাও, খাও কৃষ্ণ এই বোল বলে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্যে ২০ অ ৫৭

একদিকে অন্তর্যামী গৌরসুন্দর ভক্ত প্রদত্ত অন্ন মানসে ভোজন করিলেন।

যত অন্ন দেয় গুপ্ত, তাই প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু, গুপ্তেরে জাগায়॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০ অ ৬১

পরের দিন প্রাতে মহাপ্রভু হঠাৎ মুরারি ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন : মুরারি, আমার অজীর্ণ হইয়াছে। তুমি বৈদ্য, আমাকে ঔষধ দাও। কাল খাও, খাও বলিয়া যখন অন্ন উৎসর্গ করিয়াছিলে তখন আমি তৃপ্তির সহিত তোমার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়াছি। অধিক খাওয়াতেই আমার অজীর্ণ হইয়াছে। ও সব ঘটনা তুমি জান না। তোমার স্ত্রী কিন্তু জানেন।

জল পানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০ অ ৬৯

মহাপ্রকাশের পর নদীয়ানাগর গৌরসুন্দর শ্রীবাসগৃহে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়াছেন। নিত্যানন্দ ধরিয়াছেন ছত্র, নরহরি চামর, গদাধর তাম্বুল হস্তে আর অদ্বৈতাদি ভক্তগণ প্রভুর সেবায় নিরত; মুরারি এখন যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যাকর্ত্তা মুরারি নহেন। তাঁহার পুণর্জন্ম হইয়াছে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া। মুরারি হনুমান ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। বিষ্ণুখট্টার দিকে অবলোকন করা মাত্র মুরারি দেখিতে পাইলেন— গৌরহরির পরিবর্ত্তে নবদুর্বাদলশ্যাম ধনুর্বানধারী শ্রীরামচন্দ্র বীরাসনে বিষ্ণুখট্টায় বিরাজিত। তাঁহার বামদিকে জনক নন্দিনী সীতা। লক্ষ্মণ ছত্র ধরিয়াছেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন চামর ঢুলাইতেছেন। আর পবনসুত হনুমান স্তুতি করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া মুরারি সংজ্ঞাহীন।

প্রভু কহিলেন মুরারি বর প্রার্থনা কর। মুরারি করযোড়ে প্রার্থনা জানাইলেন :—

প্রভু আর নাহি চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোমার গুণ গাঙ॥
জন্ম জন্ম তোমার সে সব প্রভু দাস।
তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ অঃ ২১-২২

প্রভু উত্তর দিলেন— "তথাস্তু"

মুরারির দেহে প্রায়ই হনুমানের আবেশ হইত। তখন তিনি অসুরের ন্যায় শক্তিশালী হইতেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার কালে প্রভুর আদেশে মুরারি ভ্রাতৃদ্বয়কে কোলে করিয়া অনায়াসে প্রভুর সমীপে আনিয়াছিলেন।

মুরারির দেহে গরুড়েরও আবেশ হইত। একদিন প্রভু শ্রীবিষ্ণুর আবেশে গরুড় গরুড় বলিয়া ডাকিতে ছিলেন। মুরারি ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন— প্রভো ; কেন এ দাসেরে এ সময়ে স্মরণ করিয়াছেন। আমি যে আপনার আহ্বানে না আসিয়া থাকিতে পারি না। এই বলিয়া প্রভুকে স্কন্ধে নিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে দৌড়াইতে লাগিলেন।

প্রভু বলে— বেটা তুই আমার বাহন।
হয়, হয়, হেন গুপ্ত বলয়ে বচন॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০ অঃ ৮৩

আরেক দিনের ঘটনা। শ্রীবাসগৃহে বরাহ অবতারের স্তোত্র পাঠ হইতেছিল। গৌরসুন্দর ইহা শুনিয়া গর্জন করিতে করিতে দ্রুতপদে মুরারিভবনে একেবারে ঠাকুরঘরে উপস্থিত হইয়া এই যে প্রকাণ্ড বরাহ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

বরাহঃ পর্বতাকার ইত্ত্যাপসরণ ক্রমাৎ (মুরারি)

মুরারি দেখিলেন প্রভু বরাহের মত ভূমিতে হস্ত ও জানু পাতিয়া চক্ষুদ্বয় ঘুরাইতে ঘুরাইতে এদিক ওদিকে তাকাইতেছেন। সম্মুখে ছিল একটা প্রকাণ্ড জল পাত্র।

বরাহ আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জে যজ্ঞ বরাহ প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে "মোর স্তুতি করহ মুরারি॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অ

প্রভু স্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন— ওকি আমি যে শ্রীবাসের গৃহে বরাহ অবতারের স্তোত্র শুনিতেছিলাম এখানে কি ভাবে আসিলাম।

বরাহ মূর্তি দেখাইলা মুরারি গুপ্তরে।
কান্ধে চড়ি অনুগ্রহ করি দাসীর পুত্রেরে॥ (জয়ানন্দ)

মুরারি ভাগ্যবান। প্রভুর কত লীলা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইল তাঁহার।

মুরারি শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা সূচক—

রঘুবীরাষ্টক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলে প্রভু আনন্দিত হইয়া মুরারির কপালে লিখিয়া দিলেন "রামদাস"

মুরারি স্বয়ং লিখিয়াছেন—

চৈতন্য মূর্তি বিনিধায় লিলেখ ভালে
ত্বং রামদাস ইতি ভো ভব মৎ প্রসাদাৎ॥

লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে গাহিয়াছেন—

রামং জগত্রয়ং গুরুং সততং ভজামি
এই মতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি।
মুরারি মস্তকে পদ দিল ত আপনি॥
রামদাস বলি নাম লিখিলা কপালে।
মোর পরসাদে তুমি রামদাস হইলে॥
ইহা বলি রামরূপ দেখাইল তারে।
স্তব করি মুরারি পড়িলা পদতলে॥

মুরারি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। হনুমানের মত দাস্যভাবে অর্চনা করিতেন তাঁহার ইষ্টের। গৌরহরির প্রসাদে মুরারি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসে আত্ম সমর্পন করিলেন। রাম ও কৃষ্ণে অভেদ। কেবল রসগত ভাবে ভিন্ন এই মাত্র। শ্রীরামের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির ফলস্বরূপ মুরারির ব্রজ লীলার রসস্ফূর্তি হইবে বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। মুরারি এখন ব্রজলীলা রসে বিভোর হইয়া স্বরচিত পদ গাহিতে লাগিলেন :

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও।
খাইতে শুইতে বহিতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়॥
মুরারি গুপ্তে কয় পীরিতি এমতি হয়
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

মুরারি ব্রজরসে আপ্লুত হইয়া মহাপ্রভুকেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সাক্ষাৎ প্রকট মূর্তি রূপে ভজনা করিতে লাগিলেন—

মুরারি গুপ্তে কয় পীরিতি সহজ নয়
বিচ্ছেদ গৌরাঙ্গ প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবা শচীর বালা।

মুরারি— ব্রজ ভাবে তন্ময় হইয়া গৌরসুন্দরের লীলা বর্ণনা করিতেছেন—

ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধা ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে॥

মুরারি ক্ষণিকের তরেও প্রভুকে চোখের আড়াল করিতে প্রস্তুত নহেন। সর্বদা মুরারির মনে এক ভাবনা। প্রভুর হাতেই যেন তিনি দেহত্যাগ

করিতে পারেন। মৃত্যু ত অমনি আসে না। হঠাৎ মুরারির মনে এক দুর্বুদ্ধি উপজিল। এক ধারাল ছুরি তৈয়ার করিয়া রাখিলেন— উদ্দেশ্য আত্মহত্যা।

আনিয়া থুইল কাঁতি গৃহের ভিতরে।
নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০ অ ১১৩

মুরারির ভবনে হঠাৎ প্রভুর আগমন—
প্রভু শুধাইলেন— মুরারি, আমাকে একটি জিনিষ দিবে নাকি?
মুরারি উত্তর দিলেন— দেহ মন প্রাণ সবই ত আপনার চরণ কমলে সমর্পণ করিয়াছি। জিনিষের কথা ত তুচ্ছ।

মুরারি, ঐ যে লুকাইয়া রাখিয়াছ ধারাল ছুরি— এটা আমি চাই— প্রভু বলিলেন।

মোর মাথা খাও গুপ্ত, মোর মাথা খাও।
যদি আরবার দেহ ছাড়িবারে চাও॥

চৈঃ ভাঃ মধ্যে ২০ অ ১২৮

প্রভু মুরারিকে দিলেন প্রেমালিঙ্গন॥

শুনহ মুরারি তুমি আমার বচন।
মোর প্রিয় প্রাণ তুমি কহিতে কারণ॥ (লোচন)

মুরারির গর্ভধারিণী দীর্ঘজীবী ছিলেন। গৌর লীলার রসাস্বাদ লাভের তাঁহারও সৌভাগ্য হইয়াছিল।

মুরারিগুপ্তের মাতা পরম বৈষ্ণবী।
গৌরাঙ্গে আনিঞা নিত্য পদাম্বুজ সেবি॥ (জয়ানন্দ)

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মুরারির প্রাণে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল; তাঁহার স্বরচিত পদে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শচী কান্দে নিতাই নদীয়া নিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারি গৌরাচাঁদে না দেখিলে।
নিশ্চয়ই মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে॥

হেরিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুরে ধায় সবে হৈয়া উর্দ্ধশ্বাস॥
হইল পুরুষ শূণ্য নদীয়া নগরী।
সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি॥

এ সম্পর্কে গোবিন্দদাস কর্মকারের বর্ণনা আরো হৃদয়গ্রাহী

মুরারি প্রভৃতি ভক্ত শুনিলে এ কথা।
জ্ঞান শূণ্য হইয়া পড়িবে যথাতথা॥

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে মহাপ্রভু পুরীতে প্রত্যাগমণ করিলে—

আলাল নাথের কাছে প্রভু যবে আসে।
গদাধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে॥
মুরারি মুকুন্দে প্রভু কোল দিতে গেলা।
হাঁটুর নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িলা॥ (গোবিন্দদাস)

বাল্মিকীর কীর্তি রামায়ণ ; ব্যাসদেবের বেদ পুরাণাদি। আর মুরারি গুপ্তের শ্রেষ্ঠ অবদান প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন চরিত যাহা মুরারী গুপ্তের কড়চা নামে পরিচিত। শ্রীমৃণাল কান্তি ঘোষ লিখিয়াছেন মুরারিগুপ্তের কড়চা আদি ও প্রামাণিক বলিয়াই শ্রীপ্রভুর পরবর্তী লীলা লেখকগণ মূলতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই তাহাদের গ্রন্থ লিখিয়াছেন।
ঠাকুর লোচন দাস তাঁহার শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনেই লিখিয়াছিলেন।

শ্লোকছন্দে হৈল পুঁথি গৌরাঙ্গ চরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত॥

ইহার পরবর্তীকালে মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচিত হয়।

আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
তার এই সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥

শ্রীমৃণাল কান্তি ঘোষ মুরারি গুপ্তের কড়চা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন: মুরারি গুপ্ত তাহার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত বা মুরারি গুপ্তের কড়চার রচনাকাল ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ বর্ণনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভুর শেষ ১২ বৎসরের গম্ভীরালীলার কথাও (১৫২১-১৫৩৩ খৃঃ) এ গ্রন্থে রহিয়াছে। ইহাতে বোধহয় ১৪৩৫ শাকে অর্থাৎ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সমাপ্তি হয় নাই। তাহার বহু বৎসর পরে মুরারি ইহা শেষ করিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্তের স্বহস্ত লিখিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত বা মুরারি গুপ্তের কড়চা গ্রন্থ ১৩০৩ বঙ্গাব্দে ঢাকা উথালী নিবাসী অদ্বৈত বংশ সম্ভূত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামীর নিকট পাওয়া যায়। তারপর আরেক খানা দেব নাগর অক্ষরে লিখিত গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবন হইতে পাওয়া গিয়াছিল। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে একখানা ও শুদ্ধভাবে লিখিত ছিল না।

মুরারিগুপ্ত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ঠাকুর লোচন দাস চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

মুরারি গুপ্ত বেজা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোঁরাচাঁদের সমীপে॥

সর্বতত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ।
গৌর পদারবৃন্দে ভকত প্রবীণ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীবৃন্দবনদাস গাহিয়াছেন:

যে-তে-স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থানে সর্বতীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠ ময়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়—

মুরারি গুপ্তরে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার-ভক্তি-নিষ্ঠা কহেন শুন ভক্তগণ॥

কবি জয়ানন্দ মুরারি মহাত্ম্য গাহিয়াছেন:

মুরারি গুপ্ত কবীন্দ্রের কবিত্ব সুশ্রেণী।
পয়ার অক্ষর তার পদে পদে ধ্বনি॥

মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন— শ্রীভগবানরূপে, আর ভালবাসিয়াছিলেন আপন জন্মভূমি শ্রীভূমির সন্তানরূপে।

"কলিযুগে গোরা কৃষ্ণ জানিয়াছি আমি"

ঠাকুর লোচন দাস

—:০:—

চন্দ্রশেখর আচার্য

আচার্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যার ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর॥

চৈঃ চঃ আদি ১০ পঃ ১৩

"শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য ত্রৈলোক্য পূজিত"। চন্দ্রগ্রহণ কালে চন্দ্রশেখর আচার্য গঙ্গাস্নানান্তে দানাদি করিতেছিলেন। এ দান সকাম। শ্রীভগবানের আবির্ভাব মানসে। চন্দ্রশেখরের আকুল প্রার্থনা সার্থক হইয়াছিল।

নদীয়া উদয় গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌর হরি
কৃপা করি হইল উদয়।

চন্দ্রশেখরের জন্মস্থান শ্রীহট্টে। সম্পর্কে তিনি নিমাইর আপন মৌসামহাশয়। নীলাম্বর চক্রবর্তীর সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা সর্বজয়াকে বিবাহ করিয়া চন্দ্রশেখর আপন জন্মভূমি শ্রীহট্ট ত্যাগ পূর্বক নবদ্বীপে শ্রীহট্টিয়া পাড়ায় জগন্নাথ মিশ্র ভবনের সন্নিকটে স্বীয় ভদ্রাসন স্থাপন করেন। তিনি অধ্যয়ন সমাপনান্তে "আচার্য" উপাধিতে ভূষিত হন। নবদ্বীপে ছিলেন তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। নিমাইর জন্মের পর জাতকর্মের ভার পড়িয়াছিল চন্দ্রশেখর ও সর্বজয়াদেবীর উপর। শিশুকে দর্শনাভিলাষী আগন্তুকগণের অভ্যর্থনা কার্যে তাঁহারা ব্যস্ত হন।

অদ্বৈত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ, মুরারি সকলই ছিলেন গৌরহরির বয়োজ্যেষ্ঠ ও মান্য কিন্তু—

কৃষ্ণ প্রেমের এক অপূর্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্য ভাব॥

ভগবৎলীলায মান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতিকুল, উচ্চ, নীচ ও সবের বালাই নাই। থাকে শুধু ভগবৎ প্রেম ও আনন্দ।

চন্দ্রশেখর বাড়ি গেলা বিশ্বম্ভর।
দাম্পত্য সহিত পূজিল গৌর দ্বিজবর॥ (জয়ানন্দ)

জগন্নাথ মিশ্রের দেহত্যাগের পরে সর্ব ব্যাপারে গৌরসুন্দরের অভিভাবক ছিলেন চন্দ্রশেখর। গৌরাচাঁদের বাল্যলীলা হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বলীলাব প্রত্যক্ষদর্শী চন্দ্রশেখর ও সর্বজয়া। চন্দ্রশেখর মৌসা ও অভিভাবক হইলে কি হয় ভগবৎলীলায় ছিলেন গৌরহরির সখা।

মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় অন্যতম কীর্তি— চন্দ্রশেখর ভবনে নাটকাভিনয় নৃত্য-নাট্য।

শ্রীচন্দ্রশেখবাচার্য রত্ন বাট্যাং মহাপ্রভুঃ।
ননর্ত যত্র তত্রাসীত্তেজস্তত্ত্বদদ্ভুতম॥ (মুরারি)

চন্দ্রশেখর ভবনে মহাপ্রভু নৃত্য করিলে তত্ত্ব ও মহাতেজ অদ্ভুতরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাত্র পাত্রী বিচার, আলোক সজ্জার ভার ন্যস্ত হইল বুদ্ধিমন্তখান ও সদাশিব কবিরাজের উপর। বিশেষভাবে বুদ্ধিমন্তখানকে প্রভু আদেশ করিলেন—

সত্বর চলহ বুদ্ধিমন্তখান তুমি।
কাচ সজ্জকর গিয়া, নাচি যাও আমি॥
শঙ্খ, কাচুলী, পাটশাড়ী অলংকার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জকর সবাকার॥

চৈঃ ভাঃ ম ১৮ অ ১৬
" " ৮

নাটকাভিনয়ের বিষয়— শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য, উদ্দেশ্য— শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের রসানুভূতি, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অমৃত আস্বাদন। চন্দ্রশেখর ভবনের প্রাঙ্গনে চাঁদোয়া খাটানো হইল। আলোক সজ্জায় সজ্জিত হইল রঙ্গভূমি। শুধু বাদ সাধিল গৌর -সুন্দরের এক কথায়।

প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮-১৯

প্রভুর আদেশ বাক্যে সকলেই বিষন্ন, অবশেষে অদ্বৈতাচার্যের সৌজন্যে রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশাধিকার পাইলেন অনেকেই।

অভিনয়ে পাত্রপাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন—

গদাধর কাচিলেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তার বুড়ী সখী সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।
দেউটিয়া আজি মুঞি বলয়ে শ্রীমান।
অদ্বৈত বলয়ে কে করিবে পাত্র কার।
প্রভু বলে পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অ ৯-১২

গদাধর পণ্ডিত পাটশাড়ী পরিয়া নানা অলংকারে সুসজ্জিত হইয়া রুক্মিণী সাজিলেন। ব্রহ্মানন্দ সাজিলেন পক্ক কেশাবৃতা অতিবৃদ্ধা আর নিত্যানন্দ অবধূত কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হইয়া বড়াই।

ভজ কৃষ্ণ, সেব কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম,
দণ্ড করি হরিদাস করয়ে আহবান।

কোতোয়াল হরিদাস মঞ্চে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন— হে রঙ্গভূমি, ব্রজ-ধাম হও। আমি বৈকুণ্ঠের কোতোয়াল।

কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল॥
আরে আরে ভাই সব হও সাবধান॥
নাচিবে লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥

চৈঃ ভা মধ্য ১৮ অ ৪৫, ৪১

জগবাসী মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত। এ ঘোর নিদ্রা ভাঙিলেই মানুষ জাগিয়া উঠিবে। অজ্ঞান-মোহ-তামস হইতে ত্রাণ পাইবে, তখন মানুষ হইতে পারিবে কৃষ্ণপ্রেমাশ্রিত।

তারপর— কণেকের নারদ কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা মাঝে করিয়া উল্লাস॥
মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব গায়।
বীণা কান্ধে, কুশ হস্তে চারি দিকে চায়॥
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাতে কমণ্ডলু, পাছে করিলা গমন॥
বসিতে দিলেন রাম পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দরশন॥

চৈঃ ভা মধ্য ১৮ অ ৫০-৫৩

নারদ মঞ্চে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন— আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে জগতে ঘুরিয়া বেড়াই। কৃষ্ণ যে বৈকুণ্ঠে নাই। কোথায় কৃষ্ণ, দরশন দাও।

নাচয়ে আনন্দ ভোলা, শ্রীবাস হেনই বেলা
নারদ আবেশ ভেল তারে। (লোচন)

মহাবিদূষকের ভূমিকায় অদ্বৈতাচার্য। অতিবৃদ্ধ অদ্বৈতকে বিদূষকের ভূমিকায় দর্শন মাত্র দর্শকবৃন্দ ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

---

* কাচ— অভিনয়ার্থ সাজ পোষাক, দেউটিয়া— প্রদীপধারী

সর্ব ভাবে নাচে মহাবিদূষক প্রায়।
আনন্দ সাগর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥

চৈঃ ভা মধ্য ১৮ অ ৩৬

মহাপ্রভু ভজন সঙ্গীতের ভার অর্পণ করিয়াছেন— কোকিল কণ্ঠ মুকুন্দের উপর। মুকুন্দের সঙ্গীতে পাষাণ ও দ্রবীভূত হয়।

ভজ কৃষ্ণ, জপ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণের নামরে। গাইতে গাইতে মুকুন্দ মঞ্চে প্রবেশ করিবা মাত্র শ্রোতৃ মণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িলেন।

তারপর মহাপ্রভু রুক্মিণীর সাজে সজ্জিত হইয়া অভিনয় আরম্ভ করিলেন।

গৃহান্তরে বেশ ধরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইল নির্ভর॥

তবে আচার্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণ লীলা।
রুক্মিণাদি রূপে প্রভু যাতে আপনে হৈলা॥

কভু দুর্গা লক্ষ্মী হয়, কভু বা চিচ্ছক্তি।
ঘাটে বসি ভক্তগণে দিল প্রেম ভক্তি॥

চৈঃ চ আদি ১৭ পরি

মহাপ্রভু বিভিন্নবেশে একেকবার অভিনয় করিতে লাগিলেন।

জগত জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥ চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অ ১০৮

ব্রজ লীলার অভিনয়ে ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগমায়া আদ্যাশক্তির ভাবে আবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু বরাভয় করে ভক্তগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

জননী আবেশ বুঝিলেন সর্বগণে।
সেইরূপ পড়ে স্তুতি মহাপ্রভু শুনে॥

কেহ পড়ে লক্ষ্মী স্তব কেহ চণ্ডী স্তুতি।
সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেন মতি॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অ ১৬৫-১৬৬

মহামায়া রূপে প্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ ভাবনয়নে করযোড়ে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন—

জয় জয় জগত জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ রাঙ্গা পদছায়া॥
জগত জননী তুমি দ্বিতীয়া রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্বজীব পাল মাতা॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্বত্র উদয়া।
রাখহ জননী দিয়া চরণে ছায়া॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অ ১৬৭-১৬৯

যোগমায়া রূপে মহাপ্রভুর নৃত্যলীলা শেষ হইল। এখন প্রভু ব্রজগোপী ভাবে নৃত্য আরম্ভিলেন—

তবে বিশ্বম্ভর হরি গোপিকায় বেশধরি
শ্রীচন্দ্র শেখর আচার্য ঘরে।
এখনে কহিব শুন সাবধানে সবজন
গোপিকা আবেশ ভেল প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচলি ধরে শঙ্খ কঙ্কন পরে
দুটি আঁখি রসে ডুবুডুবু।
রূপে ত্রিজগত মোহে উপমা দিবায় কাঁহে
গোপী বেশে ঠাকুর আপনি॥ (লোচন)

অভিনয় দর্শনাকারীদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন— শচীমাতা, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, দেবী মালিনী আর অন্যান্য পতিপ্রাণা নারী।

আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে।
যত পতিপ্রাণাগণ সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণ সুধারসে মগ্ন হইয়া॥

আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্চ্ছিতা।
কোথা ও নাহিক ধাতু, সব চমকিতা॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অঃ ২৯, ৬৩, ৬৬

চন্দ্রশেখরের প্রাঙ্গন আনন্দ মুখর। মহাপ্রভুর দেহ হইতে দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হইতেছিল।

হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়।
অঙ্গ হইতে অদ্ভুত তেজ বাহিরায়॥ (গোবিন্দদাস)

অভিনয় শেষ হইল। শ্রোতৃবৃন্দের মুখে একই কথা—

আরে রাত্রি কেনে পোহাইলে।
হেন রসে কেনে কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অঃ ২০০

নিশি পোহাইল কিন্তু চন্দ্রশেখরের অঙ্গন এক অপরূপরূপে আলোকিত হইয়া রহিল। সকলে জিজ্ঞাসা করে ও কিসের আলো? ও যে গৌরসুন্দরের নৃত্যনাট্যের রূপের ছটা,— দিব্য আলো যার তুলনা নাই ত্রিজগতে।

সপ্তদিন শ্রীআচার্যরত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥
চন্দ্র, সূর্য্য বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কুতুহলে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অ ২২৬, ২২৭

সাতদিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি।
তেজের ছটায় নাহি জানি দিবানিশি॥ (লোচন]

সাতদিন পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের ভবনে চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ যেন একত্রে জ্বলিতেছিল। এই নাটকাভিনয়ে প্রভু লৌকিক, দৈবিক সকল শক্তির প্রকাশ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই নাটকাভিনয় ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ বা তৎপূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় বঙ্গদেশে ইহাই বোধহয় সর্বপ্রথম নৃত্য নাটকাভিনয়। নৃত্যনাট্যের স্রষ্টা— শ্রীগৌরসুন্দর।

আনন্দ অধ্যায়ের পরে বিষাদ যোগ। নাটকাভিনয়ে চন্দ্রশেখর যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সেই চন্দ্রশেখরই আবার অভিভাবকরূপে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সর্বকর্ম সম্পন্ন করাইয়া হৃদয়ে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি।
বিধিযোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি॥
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অ ১৩২, ১৬৩

চন্দ্রশেখর আচার্য মহাপ্রভুর অভিভাবক। তাঁহার ভবনে বসিয়া মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে আচার্য ভবনে উপস্থিত ছিলেন— নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁহার সর্বাঙ্গীন কুশল জানিতে নবদ্বীপবাসী উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

হেথা নবদ্বীপবাসী এক মুখে রহে।
শ্রীচন্দ্রশেখর আসি কিবা বার্ত্তা কহে॥ (লোচন)

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

গৃহে চল তুমি সর্ব বৈষ্ণবের স্থানে
কহিও সবারে আমি চলিলাঙ বনে॥
তুমি মোর পিতা মুঞি নন্দন তোমার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম সংহতি আমার॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১ অ ২৮, ২৯

চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর চিরজীবনের সাথী।

—০:০—

সেন শিবানন্দ

শিবানন্দের প্রেমসীমা কে বর্ণিতে পারে।
যার প্রেমে বশ প্রভু, আস্তে বারে বারে ॥

চৈঃ চ অন্ত্য ২ প ৭৮

সেন শিবানন্দের প্রেম অসীম, বর্ণনাতীত। ভক্তের প্রেমে বশীভূত শ্রীভগবান। তাই ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবানের আবির্ভাব হয় যুগে যুগে এ ধরিত্রীতে।

শ্রীনরেন্দ্র কুমার গুপ্ত তাঁহার "শ্রীহট্ট প্রতিভা" গ্রন্থে সেন শিবানন্দের পরিচয় সম্পর্কে লিখিয়াছেন— সেন শিবানন্দের জন্ম শ্রীহট্ট জেলার চৌয়াল্লিশ পরগণার আদিপাশা মৌজায়, সেন শিবানন্দের বংশধরগণের এক শাখা তথায় বাস করিতেছেন। ইহাদের উপাধি অধিকারী ও ব্যবসায় গুরুতা। নবদ্বীপ প্রবাসী সেন শিবানন্দ বাঙ্গলা হইতে প্রতিবৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে গৌরভক্তগণের যে অভিযান চলিত, তাহার তত্বাবধান করিতেন।

বাংলায় ভ্রমণ গ্রন্থে পাওয়া যায়— কাঁচড়াপাড়ায় সেন শিবানন্দের পাট নামে একস্থান বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখিত আছে। শিবানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব কাঁচড়াপাড়া বা কাঞ্চন পল্লীতে শিবানন্দের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদাস, রামদাস, পুরীদাস নামে শিবানন্দের তিন পুত্র ছিল। সর্বকনিষ্ঠ পুরীদাস বা পরমানন্দ সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য ও গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাকবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চৈতন্যদেব তাহাকে কবিকর্ণপুর উপাধি প্রদান করেন। সেন শিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ আজো কাঁচড়াপাড়ায় নিত্য পূজিত হইতেছেন।

শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর প্রমুখ গৌর পার্ষদের ন্যায় সেন শিবানন্দ আপন জন্মভূমি শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ বাসী হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। গৌরসুন্দরের বিভিন্ন লীলায় অংশ গ্রহণ করিয়া সেন শিবানন্দ পরে কাঁচড়াপাড়ায় স্বীয় ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

নবদ্বীপ লীলার পরিবর্তে প্রভুর নীলাচল লীলার সঙ্গে সেন শিবানন্দ বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে ওড্র বা উড়িষ্যাদেশের নীলাচল বহুদূরে। বঙ্গদেশ ছিল যবনের শাসনাধিকারে আর উড়িষ্যাধিপতি ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্র। ত্রিশূল পুঁতিয়া রাজ্যের সীমা অঙ্কিত করা হইত তখন। এক রাজ্যের অধিবাসীর প্রবেশাধিকার ছিল না অন্য রাজ্যে গমনাগমনের। পথে দস্যু ডাকাতের ভীষণ উপদ্রব ছিল। বঙ্গদেশ হইতে নীলাচলের পথে নদীতে অনেক গুলি ঘাটি বা খেওয়া পড়িত। ঘাটিয়াল বা খেওয়ানী সর্বদা যাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত; রথযাত্রা উপলক্ষে বহুযাত্রী বঙ্গদেশ হইতে নীলাচলের শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করিতেন। গৌরসুন্দর সেন শিবানন্দের উপর ন্যস্ত করেন— তাঁহার পরিজন তীর্থযাত্রিগণের সরখেল বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম।

শিবানন্দ সেন করে ঘাটী সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
সবার সর্বকার্য করেন, দেন বাসা স্থান।
শিবানন্দ সেন জানেন উড়িয়া পথের সন্ধান॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২ পঃ ১৪
,, মধ্য ১৬ পঃ ২০

সেন শিবানন্দ চলিতেন পথের দিশারী হইয়া, ভক্তগণ তাহার অনুগমন করিতেন। সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন ভক্তগণের প্রতি। যাহাতে পথে কাহারও কোন কষ্ট না হয়।

কুলীন গ্রামী ভক্তগণ আর খণ্ডবাসী।
আচার্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি॥

বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্ত আগমন।
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০, ১৪
,, মধ্য ১ পঃ ১২৯

বঙ্গদেশ হইতে কুলীনগ্রামের বিশিষ্ট ভক্ত গৌরহরির অন্যতম পার্ষদ অদ্বৈতাদি ও তীর্থযাত্রী হইতেন। শিবানন্দ সকলেরই আপ্রাণ সেবা যত্ন করিতেন।

একবার নীলাচল পথে সেন শিবানন্দের সঙ্গী হয় এক কুকুর। খেওয়া ঘাটে উড়িয়া নাবিক নৌকাতে কুকুরটাকে তুলিতে রাজি না হইলে শিবানন্দ

দশপণ কড়ি দিয়া কুকুর পার কৈলা।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ পঃ ১৬

কুকুরের যথাবিহিত সেবার জন্য শিবানন্দ আপন সেবককে ভাত খাওয়াইতে আদেশ দিলেন। সেবকটা কিন্তু আপন প্রভুর আদেশ পালন না করিয়া ঐ অন্ন অন্যকে বিলাইয়া দিল। শিবানন্দ কুকুরের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজে করিলেন অনশন। তারপর ভক্ত যাত্রী নিয়া শিবানন্দ নীলাচলে উপস্থিত হইলেন প্রভুর সমীপে।

আসিয়া দেখিল তবে সেইত কুক্কুর।
প্রভু পাশে বসিয়াছে কিছু অল্প দূর॥

চৈঃ চ অন্ত্য ১ পঃ ২৩

কুকুরকে দেখিয়া শিবানন্দ স্তম্ভিত। নারিকেল, শস্যাদি ইহাকে খাইতে দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

আর দিন কেহ আর দেখা না পাইলা।
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥

ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ পঃ ২৭, ২৮

প্রভুর কৃপায় কি না হয়। কুকুর পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেন শিবানন্দের তিন পুত্র চৈতন্যদাস, পুরীদাস, কবি কর্ণপুর।

শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড়পুত্রের চৈতন্যদাস নাম॥
প্রভুরে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তার নাম ত পুছিল॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌররায়।
কি নাম ধরাঞাছ বুঝন না যায়।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ পরি ১৩৯, ১৪০, ১৪১

সেন শিবানন্দ সাদর নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিয়াছেন প্রভুকে। মহাপ্রভু শিবানন্দ ভবনে আগমন করিয়াই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। এ কি? — চৈতন্যদাস, এ নাম কেন? তারপর প্রভুর আত্মগোপন ও অজ্ঞতার ভান। শিবানন্দ পাদ্য, অর্ঘ্য, দিয়া প্রভুকে পূজা করিলেন।

সেন কহে— যে জানিলু সেই নাম ধরিল।
এত বলি মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিলা ভোজন।
আজি গুরু ভোজনে প্রসন্ন নহে মন।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ পঃ ১৪২, ১৪৪

এ ভোজনে প্রভুর তৃপ্তি হয় নাই। তাই তিনি অপ্রসন্ন। চৈতন্যদাস প্রভুকে অগ্নিমান্দ্য নাশক দ্রব্য প্রদান করিলেন।

আরদিন চৈতন্যদাস কৈলা নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিলা ব্যঞ্জন॥
দধি, লেম্বু, আদা আর ফুল বড়া লবণ।
সামগ্রী দেখি, প্রভুর প্রসন্ন হইল মন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ পঃ ১৪৫, ১৪৬

চৈতন্যদাসের সেবায় প্রভু পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন :

এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ পঃ ১৪৭

প্রভু আনন্দে উতলা হইয়া স্বোচ্ছিষ্ট প্রসাদ চৈতন্যদাসকে প্রদান করিলেন।

"চৈতন্যদাসেরে দিলা উচ্ছিষ্ট ভোজন"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ পঃ ১৪৮

চৈতন্যদাস প্রভুর অশেষ কৃপা পাইয়া ধন্য হইলেন।

সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা।
"পুরীদাস" ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিলা॥
পুত্র সঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভুস্থানে।
পুত্রেরে করাইলা প্রভুর চরণ বন্দনে॥
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বলেন বার বার।
তবু কৃষ্ণ নাম বালক না করে উচ্চার॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬ পঃ ৬০-৬২

ও কি অদ্ভুত মনোবৃত্তি শিবানন্দ তনয় পুরীদাসের। কৃষ্ণ নাম মুখে আনে না। প্রভু সম্মুখে বিরাজমান। ভক্ত পুত্রের কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়াভিষ্ট হইয়া—

প্রভু কহে— আমি নাম জগতে বোলাইল।
স্থাবর পর্যন্ত কৃষ্ণ নাম কহাইল॥
ইহারে নারিলুঁ কৃষ্ণ নাম লওয়াইতে।
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি কহে হাসিতে হাসিতে॥

স্বরূপ গোসাই সম্মুখে ছিলেন। তিনি এ বালকের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন :

মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মন কথা করি অনুমান॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬ পঃ ৬৭

এ অনুমান সত্য হইল। কয়েকদিন পরের ঘটনা।

আরদিন কহেন প্রভু "পড পুরীদাস।
এই শ্লোক করি তেহোঁ করিলা প্রকাশ॥
সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬ পঃ ৬৮, ৬৯

মৌন শিশু সকলকে স্তম্ভিত করিল। এ সামান্য বালক নহে— শ্রুতিধর। প্রভুর কৃপায় কি না হয়। কাচ কাঞ্চনে পরিণত হয়।

একবার নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ নীলাচল পথে উপযুক্ত বাসস্থান না পইয়া বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। নিত্যানন্দ ক্রোধিত হইয়া শিবানন্দকে অভিশাপ করিলেন।

তিন পুত্র মরুক শিবার অবহুঁ না আল্য।
ভোখে মরি গেনু, মোরে বাসা না দেয়াল্য॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১ পঃ ১৯

নিত্যানন্দের অভিশাপে শিবানন্দ পত্নী অধীরা হইলেন। শিবানন্দ ঘাটি হইতে আসিয়া এ সংবাদ শুনা মাত্র নিত্যানন্দ সমীপে গমন করিলে— নিত্যানন্দ তাহাকে পাদ প্রহার করেন।

আনন্দিত শিবানন্দ পাদ প্রহার পায়া।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২ পঃ ২৪

তন্তর্যামী প্রভু শিবানন্দকে ক্ষমা ও সান্ত্বনা দান করিলেন।

শিবানন্দের পুত্রগণ সকলই প্রতিভাবান ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যদাস শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা করেন। মধ্যম পুত্র রামদাস গৌরগণেদ্দেশে ১৪৫ শ্লোক রচনা করেন। তৃতীয় পুত্র পরমানন্দদাস বা পুরীদাস কবিকর্ণপুর নামে সর্বদেশে পূজ্য হন।

চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়—

শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর।
মিলন দোঁহার স্বগ্রন্থে লিখিলা প্রচুর॥

কবিকর্ণপুর অদ্বৈত শাখার শ্রীনাথ পণ্ডিতের শিষ্য। তিনি আনন্দ বৃন্দাবন, বৃন্দাবনচম্পু, অলংকার কৌস্তুভ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা, প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীশিবানন্দ সেন প্রত্যক্ষানুভবে বলিয়াছেন—

শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীরাধার ভাবকান্তি মণ্ডিত শ্রীগৌর হইয়া প্রেম যাচঞা করিয়াছেন :

যেন একপ্রাণ রাধা বৃন্দাবন চন্দ্র।
তেন গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে শিবানন্দ পহু যার অনুরাগে।
শ্যাম তনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে॥

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী।

—:০:—

রত্নগর্ভ আচার্য

রত্ন গর্ভ আচার্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম এক গ্রাম॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ অ ২৯৬

পুণ্যভূমি শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। রত্নগর্ভ আচার্য ঐ ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। জগন্নাথমিশ্র ছিলেন তাহার অন্তরঙ্গ সাথী। স্বীয় জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার পরম বন্ধু জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে নবদ্বীপে আগমন করিয়া একই পল্লীতে বসবাস করেন। রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্রের নাম ছিল যদুনাথ— উপাধি কবিচন্দ্র।

চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়—

যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহাকে সদয়॥

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ" গ্রন্থ মতে যদুনাথ আচার্যের পূর্ব নিবাস ছিল শ্রীহট্টের বুরুঙ্গা গ্রামে।

রত্নগর্ভ আচার্য নবদ্বীপে নিত্য ভাগবত পাঠ করিতেন। একদিন ভাগবতের শ্রোতা স্বয়ং গৌরহরি। ভাগবতের বিষয় ছিল— যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শন।

ভক্তি যোগে শ্লোক পড়ে পরম সন্তোষে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি' করিল প্রবেশে॥
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিলা থাকিয়া।
সেই ক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ অ ৩০০, ৩০১

ভাগবতের বাণী অমৃত সমান। শ্রবণ মাত্র মহাপ্রভু হারাইলেন বাহ্যজ্ঞান। চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত বিদ্যার্থিগণ এ হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য দর্শনে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গদাধর নিকটেই ছিলেন। ত্বরিতে আসিয়া—

"না পড়িহ আর বলিলেন গদাধর"

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে প্রভু মৃদুস্বরে বলিলেন:

"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ আমি"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ অ ৩১৪

প্রভুর অশ্রু, কম্প, পুলক দর্শনে আচার্যরত্ন বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এ মহাভাবের রূপ— অনন্ত— অসীম। তাই "তুষ্ট হই প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন" এ আলিঙ্গন সাধারণ নহে। প্রভুর প্রেমালিঙ্গন।

পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হইলা তখন॥

প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হৈলা দ্বিজ চৈতন্যের প্রেমফান্দে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ অ ৩০৮, ৩০৯

গৌরচন্দ্রের প্রেমফাঁদে পতিত হওয়া অর্থ— কৃষ্ণপ্রেম রস আস্বাদের অধিকারী হওয়া। রত্নগর্ভের নবজীবন লাভে তিনি ধন্য।

—·০:০—

বাসু ঘোষ, মাধব, গোবিন্দ

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥

চৈঃ চঃ আদি ১০ পঃ ১১৫

তাঁহারা তিন ভাই বিখ্যাত কীর্তনীয়া, গৌর পরিজন। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন— গোবিন্দ, মাধব, বাসুঘোষ শ্রীহট্ট বাসী। শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রামে মাতুলালয়ে বাসুঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন। এই তিন ভ্রাতা শেষে নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করেন। গৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ে পদাবলী রচনাকারিগণের মধ্যে বাসুঘোষ শীর্ষস্থানীয়। শ্রীহট্টের ইটা পরগণার মহলাল গ্রামে এখনও বাসুঘোষের বংশধরগণ অধিকারী উপাধি ধারণ করতঃ আপামর সর্বশ্রেণীকে দীক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

বাসুদেব ঘোষ বিরচিত "শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস" গ্রন্থ সংকলন কর্তা মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিয়াছেন— কাহারো মতে গোবিন্দ মাধব, বাসুঘোষ শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডের লোক: শ্রীহট্টে বাসুদেব ঘোষের বংশীয় বলিয়া যাহারা পরিচিত তাহারা দত্তরাজি বংশীয়। গোবিন্দ, মাধব, বাসু ঘোষের পিতার নাম ছিল বল্লভ ঘোষ।

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা কালে মহাপ্রভুর সহিত সাতটী কীর্তনের সম্প্রদায়ের মধ্যে এই তিন ভাই মূল গায়করূপে কীর্তন পরিচালনা করিতেন।

গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব আর।
সবে মিলি আসি কৈল পৃথিবী প্রচার॥ (লোচন)

——:০: —

চাটি গ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত।
পরম-সধর্ম সর্বলোক অপেক্ষিত॥
এ ভক্তের নাম লৈঞা গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দেন বিস্তর॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ অঃ ২৩
,, অন্ত্য ১০ অঃ ১৮০

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম পিতা। মহাপ্রভু তাঁহাকে "বাপ" বলিয়া ডাকিতেন। পিতা পুত্রের মধ্যে অটুট সম্বন্ধ, স্নেহের বন্ধন।

প্রাচ্যভূমি চাটি গ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা তানি অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ অঃ ১০

চট্টগ্রাম সহরের ৬ ক্রোশ উত্তরে মেখলা মতান্তরে পটিয়া থানান্তর্গত চক্রশালা গ্রামে পুণ্ডরীক জন্ম গ্রহণ করেন। পুণ্ডরীকের পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য। তাঁহার পিতার নাম বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী, মাতা গঙ্গাদেবী। মহাপ্রভু তাঁহাকে "বিদ্যানিধি" উপাধিতে ভূষিত করেন। পুণ্ডরীকের পূর্ব-পুরুষ বারেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বংশীয় ব্রাহ্মণ। এই বংশের বিশেষত্ব এই যে কাহারো একাধিক সন্তান হয় নাই। পুণ্ডরীক ছিলেন রাজ-পুত্রবৎ। তাঁহার চলন চালন বেশভূষা সবই রাজকুমারের মত।

বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহ, তিহোঁ যে বৈষ্ণব॥
বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয়॥
দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিতলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খাঞা অধর দেখি দেখি হাসে॥
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ অঃ ১১, ৭৯-৮১

ঘোর বিষয়ী পুণ্ডরীকের ভোগের চরম অবস্থা দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে কত সন্দেহ এমন কি গদাধর পণ্ডিতেরও বিরক্তি উপস্থিত হইল।

ভাল ত বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্য ভোগ, দিব্য বাস, দিব্য গন্ধ কেশ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ অঃ ৬৯

পুণ্ডরীকের এ সব বাহ্যিক ভোগ বিলাসের অবস্থা দর্শনে গদাধরে সন্দেহ হইলে তাহার চিত্তজ্ঞাতা মুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীকের ফল্গু প্রেম ধারার অনন্ত রহস্য ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইলেন, কারণ একমাত্র মুকুন্দই বিদ্যানিধির পরিচয়জ্ঞাতা ছিলেন।

শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তার, তত্ত্বজানে।
এক সঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ অঃ ৪০

তৎপর গদাধর বিদ্যানিধির অন্তর রহস্য অবগত হইয়া অনুতপ্তচিত্তে আকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুকুন্দের পরামর্শে— বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তবে গদাধর দেব প্রেমনিধি স্থানে।
মন্ত্র দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ অঃ ১৫২

অন্তর সূর্যকে দীর্ঘদিন ঢাকিয়া রাখা সম্ভবপর হয় না। সুযোগ পাইলেই ঘন মেঘমালাকে পরাভূত করিয়া উদ্ভাসিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল— শ্রোতা স্বয়ং বিদ্যানিধি। ভাগবত পাঠ শ্রবণে—

অশ্রু কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
এককালে হইল সবার অবতার॥
লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।
ভাঙ্গিল, সকল রক্ষা নাহি কারো আর॥
কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান।
কোথা গেল ঝারি যাতে করে জল পান॥
কৃষ্ণরে ঠাকুর মোর, কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ অঃ ৮৩-৮৬

বিদ্যানিধির দুইরূপ, এক লোক ভুলাইবার— বাহ্যিক বিলাস ব্যসনের আর অন্তরে লুকাইত কৃপণের ন্যায় প্রেমধন। পরিষ্কার দর্পণ ব্যতীত প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না যেমন, সেইরূপ ভক্ত ব্যতীত ভক্তের পরিচয় পাওয়া কঠিন। তাই শুধু মুকুন্দই বিদ্যানিধির অন্তরের পরিচয় পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিলেন নীলাচলে। উদ্দেশ্য মহাপ্রভুকে দর্শন।

বিদ্যানিধি দেখি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
বাপ আইলা, বাপ আইলা বলিতে লাগিলা॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০ অঃ ৬৯

বেশ কিছুদিন পরে পিতা-পুত্রে মিলন, আনন্দের সীমা নাই। উভয়ের আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল।

প্রেমনিধি প্রেমানন্দে হৈলা বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল॥

এ মিলন সহজ নহে— হৃদয়স্পর্শী ভাব বিনিময়।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরদ্বারে বিদ্যানিধি। অনিমেষ নয়নে হেরিতেছেন— প্রভু জগন্নাথে। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন প্রভুর শ্রীঅঙ্গে মাড়যুক্ত বস্ত্র।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মনে সংশয়।
মাণ্ডুয়া বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে?

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০ অ ১০৬

দামোদর শুধাইলেন— দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০ অঃ ১০৬

বিদ্যানিধি সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। বার বার তাঁহার মনে এক প্রশ্ন: মাড়যুক্ত বস্ত্র যে অপবিত্র। এ অবার কিসের দেশচার?

অন্তর্যামী জগন্নাথ বিদ্যানিধির অন্তরের ভাবে হাসিতে লাগিলেন। সূর্য অস্তগামী, বিভাবরী দেখা দিয়াছেন। বিদ্যানিধি ঘুমঘোরে শায়িত। স্বপ্নে দেখা দিলেন— প্রভু জগন্নাথ।

ক্রোধরূপে জগন্নাথ বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তারে চড়ায়েন মুখে॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০ অঃ ১১৮

স্বপ্ন ভাঙ্গিল। কি অপরাধে অপরাধী বিদ্যানিধি। মাড়যুক্ত বস্ত্রের সংশয় দূরীভূত হইল তাঁহার অন্তর হইতে। বিদ্যানিধি অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে— প্রার্থনা জানাইলেন—

সব অপরাধ ক্ষম পাপিষ্ঠেরে।
ঘাটিলু ঘাটিলু প্রভু বলিলু তোমারে॥

চৈঃ ভঃ অন্ত্য ১০ অঃ ১৩৭

জগন্নাথ আপন ভক্তকে ক্ষমা করিলেন।

নীলাচল লীলা পর্যন্ত বিদ্যানিধি গৌরসুন্দরের সাথী পিতা-পুত্ররূপে। একের অদর্শনে অন্য থাকিতে পারেন না। পিতা পুত্রের মধ্যে স্নেহের বন্ধন।

"পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।"

বাসুদেব দত্ত

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার ॥

সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণব মণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল ॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ অঃ ২৬, ৩০

বাসুদেব দত্ত জগতের প্রত্যেকের হিতকারী, সর্বভূতে দয়ালু। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কথিত পঞ্চরস মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রসে প্রমত্ত। তিনি মহাভাগবত বলিয়া সকলের অদোষদর্শী ও সকলের মঙ্গল বিধানে অতি ব্যগ্র এবং হরিগুণ গানে উন্মত্ত। অচেতন পদার্থবং কঠোর হৃদয় ব্যক্তিও বাসুদেব দত্তের কোমলস্পর্শে ধৈর্যহারা হইতেন। গৌরসুন্দর আপনাকে বাসুদেব দত্তের নিকট বিক্রীত বলিয়া প্রচার করিতেন। বাসুদেব দত্তের জন্মস্থান চট্টগ্রামে।

চৈতন্য বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম।
চাটিগ্রামে হৈল ইহা সবার পরকাশ ॥ চৈঃ ভাঃ

বাসুদেব দত্ত ভক্ত সুগায়ক মুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা। তিনি ছিলেন গৃহস্থ ভক্ত, অমিতব্যয়ী। মহাপ্রভু তাঁহার ব্যয় বাহুল্যের প্রবৃত্তি দেখিয়া সারখেল বা তত্ত্বাবধায়ক সেন শিবানন্দকে বাসুদেব দত্তকে সঙ্গী করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

বাসুদেব দত্তের তুমি করহ সমাধান।
পরম উদার তিঁহো যে দিন যে আইসে।
সেই দিন ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে ॥

গৃহস্থ হয়েন ইহোঁ চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয় ॥

ইহার ঘরে আয় ব্যয় সব তোমার স্থানে।
সরখেল হইয়া তুমি করহ সমাধানে॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫ পঃ ৯৩-৯৬

সেন শিবানন্দ প্রভুর আদেশ যথাবিহিত ভাবে পালন করিয়াছিলেন সারখেলের কাজে সর্বদা বাসুদেব দত্তকে সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি ছিল শিবানন্দের সর্বক্ষণের। বাসুদেব দত্ত ছিলেন— সার্বভৌম মহাব্রতের ব্রতী। জীবের দুঃখ দুর্দশা দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। মহাপ্রভুর সমীপে তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন :

জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভব রোগ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫ পঃ ১৬২, ১৬৩

বাসুদেব দত্তের প্রার্থনা— পরার্থে, জগদ্ধিতায় চ। বাসুদেব দত্ত প্রভু গুণগান গাহিয়া বেড়াইতেন। এমন আত্মভোলা ভক্ত সচরাচর লোক চক্ষে পড়ে না।

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১১ পঃ ১৯

মহাপ্রভুর চরণকমল বন্দনা করিয়া বাসুদেব দত্ত গাহিয়াছেন—

রাতুল অতুল, চরণ যুগল,
নখমণি-বিধু উজোর।
ভকত ভ্রমরা সৌরভে আকুল,
বাসুদেব দত্ত মহ ভোর॥

পদকল্পতরু

বাসুদেব দত্তের গুণগান করা সাধ্যাতীত। একমুখে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। ধন্য চট্টগ্রাম, ধন্য ভক্ত বাসুদেব।

বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়॥

চৈঃ চঃ আদি ১০ পঃ ৪১

—:০:—

মুকুন্দ দত্ত

গন্ধর্বাংশোহ ভবৈবেদ্যঃ শ্রীমুকুন্দ সুগায়িণঃ। (মুরারিগুপ্ত)

মুকুন্দ গন্ধর্ব অংশ, ভববৈদ্য ও সুগায়ক। শুধু তাহাই নহে তাহার বিশেষ পরিচয়ে পাওয়া যায়—

শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥

চৈঃ চঃ আদি ১০ পঃ ৪০

মুকুন্দ প্রথম জীবনে মুরারি গুপ্তের ন্যায় তর্কজ্ঞ, বেদান্তবাদী, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত পন্থী ছিলেন। জ্ঞানের অহমিকা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মহাপ্রভুর সমাধ্যায়ী হইলে কি হয়—

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গাস্নান করিবারে।
প্রভু দেখি আড়ে পলাইল কথোদূরে॥

চৈঃ ভাঃ আদি ৯ অঃ

মহাপ্রভুকে দর্শন মাত্র বহু দূরে পলায়ন করেন। এ সূর্যের কিরণছটা যেন গায়ে না লাগে।

প্রভু জিজ্ঞাসিলেন— এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে?

চৈঃ ভাঃ আদি ১১ অঃ ৩৯

প্রভু ও ছাড়িবার পাত্র নহেন। ও যত দূরে যায়— ততই ডাকেন তারে— আয়, আয়,

কিন্তু আবার মুকুন্দের পলায়ন। দূরে – বহু দূরে। প্রভু ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

আরে বেটা কতদিন থাক।
পালাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক?

চৈঃ ভাঃ আদি ১১ অঃ ৪৫

প্রভু যাহাকে কৃপা করিতে কৃত সংকল্প সে পালাইয়া কোথায় যাইবে? একদিন ধরা দিতেই হইবে॥

এক সঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ অঃ ৪০

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও মুকুন্দ চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহন করেন।

চাটিগ্রাম নিবাসী ও অনেক তথায়।
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায়॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১১ অঃ ১৯

মুকুন্দ শাস্ত্র অধ্যয়নার্থে তাঁহার জন্মভূমি হইতে নবদ্বীপে গমন করেন। মুকুন্দ প্রভুর সহাধ্যায়ী হইলেও ছিলেন কঠোর বৈদান্তিক যুক্তিবাদী, ভক্তিরসের লেশ মাত্র ছিল না তাঁহার। কিন্তু তিনি ছিলেন কোকিল কণ্ঠী। বাক্যে, সঙ্গীতে অমৃত রস ধারা নিঃস্বরিত হইত তাঁহার কণ্ঠ হইতে। ভক্তির প্রাধান্য অস্বীকার করিতেন তিনি। সুতরাং মহাপ্রভুর ভক্তি-পীযূষ ধারার শীতল ছায়ায় আসিতে চাহিতেন না: একদিন এক অঘটন ঘটিয়া গেল।

হেনই সময়ে বৈদ্য মুকুন্দ দেখিয়া।
কহিলেন মহাপ্রভু মুচকি হাসিয়া॥
তুমি নাকি ব্রহ্ম বিদ্যা মান ইহা শুনি।
ভাল ত মুকুন্দ দত্ত তোমারে বাখানি॥
দ্বিভুজ যেখানে তোর অল্প গেয়ান।

সকল সম্পদ চাহ আপনার হিত।
দ্বিভুজ ভজহ কৃষ্ণে মজিয়া চিত॥
অধ্যাত্ম চরচা তবে কর পরিত্যাগ।
গুণ সংকীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ॥ (লোচন)

এত সহজে কি মুকুন্দ তাঁহার জ্ঞানের যুক্তিতর্কের বেড়াজাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন? বিশেষ কৃপার প্রয়োজন, কৃপা ব্যতিরেকে যে আনন্দালোকের অধিকারী হওয়া যায় না।

সবিশেষ চিন্তা করিয়া মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে স্থির করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু এত সহজে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। এ স্বর্ণখণ্ড খাঁটি কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলেন। মুকুন্দের মুখদর্শন করিতে মহাপ্রভু ইচ্ছুক নহেন। মুকুন্দ উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীবাসের শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীবাস মুকুন্দকে ক্ষমা করিতে মহাপ্রভুর সমীপে নিবেদন করিলেন—

প্রভু বলে— হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার— লাগি মোরে কভু না সাধিবা॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ অঃ ১৮৩

মুকুন্দ অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া স্থির করিলেন—

মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত।
এ দেহ রাখিতে না হয় যুকত॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ অঃ ১৯৫

মুকুন্দ অনুতপ্ত। আত্ম ধিক্কার করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

ভক্তি না মানিলু এ ছার মুখে।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ অঃ ২১৫

ভক্ত বৎসল ভগবান। ভক্তের দেহত্যাগের সংকল্প সংবাদে মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত হইলে নিজের সংকল্প ত্যাগ করিলেন। মুকুন্দকে আহ্বান করিয়া দিলেন প্রেমালিঙ্গন, তারপর বর প্রদান।

ভক্তি বিলাইমু মুক্তি বলিল তোমারে।
আগে প্রেম ভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ অঃ ৬৫৮, ২৬১

শুধু এই বর নহে, প্রভু মুকুন্দকে অভীঃ বাণীতে বলিলেন:

— মুকুন্দ আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ অঃ ১৯৯,

বরপ্রাপ্ত হইয়া মুকুন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শুধু নৃত্য নহে সঙ্গে রহিয়াছে মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন।

যাহার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি।
এখন সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে, সকল মহান্ত।

চৈঃ ভাঃ আদি ১১ অঃ ২২

গয়া হইতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মুকুন্দ প্রত্যহ মহাপ্রভুকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। মুকুন্দের ভক্তিযোগ সম্মত ভাগবত শ্রবণ মাত্র মহাপ্রভুর দিব্য ভাবাবেশ হইত।

তারপর মুকুন্দ স্বরচিত ব্রজলীলার সঙ্গীত কোকিলকণ্ঠে গাইতেন—

হায় হায় প্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেমবিষানলে তনুমন জারে॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাহা উড়ি যাঙ॥

এ পদ শ্রবণে প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে।

আচার্য চন্দ্রশেখর ভবনে কৃষ্ণলীলা নৃত্য— নাটকাভিনয়॥ সঙ্গীতের ভার ন্যস্ত হইয়াছে মুকুন্দের উপর। মুকুন্দের মধুর সঙ্গীতে দর্শক মণ্ডলীর মন প্রাণ বিমোহিত হইয়াছিল।

এখন আনন্দের পরে বিষাদের ছায়া। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের লগ্ন। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে মহাপ্রভু—

মুকুন্দেরে ডাক দিয়া বলিলা বচন।
দণ্ড কমণ্ডলু আমি করিব গ্রহণ॥
আছাড় খাইয়া তবে মুকুন্দ পড়িল।
হাতে ধরি উঠাইয়া প্রভু বসাইল॥

(গোবিন্দদাস)

"গারিহস্থ ছাড়িব নিশ্চয়", শ্রীশিখার অন্তর্ধান শুনিয়া মুকুন্দ", যারপর নাই মর্মাহত হইয়া কাতর স্বরে বলিলেন—

যদি নিতান্তই সন্ন্যাস করিবে তবে।
দিন কথো এইরূপে করহ কীর্তনে॥

চৈঃ ভাঃ ২৬ আদি ১৬৫

তারপর— প্রভু বলে গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।
মুকুন্দ গায়েন, প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥

চৈঃ ভাঃ ২৬ অঃ ১৫৮

মকুন্দ ছাড়িবার পাত্র নহেন প্রভুকে শুধাইলেন— আমরা সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণ নিয়াছি, আর এখন তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এ কোন যুক্তি?

এ নহে উচিত প্রভু নিবেদিনু আমি।
কুলবতী যেন কামে হঞা অচেতনে;
পিরীতি করয়ে যেন পর পুরুষের সনে।
কলঙ্কী করিয়া যেন ছাড়য়ে তাহারে।
সে নারী অনাথ শেষে হয় দুইকুলে॥ (লোচন)

মহাপ্রভু যাহাতে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ করেন সে জন্য মুকুন্দের কাতর নিবেদন—

সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও॥ (লোচন)

না যাইহ, না যাইহ বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে— তোর শ্রীমুখ চাহিয়া॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৭ অঃ ২২

প্রভু স্বীয় সংকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মুকুন্দের কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হইল। মুকুন্দই সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বার্তা নবদ্বীপবাসীকে শুনাইয়াছিলেন—

"শুনি মূর্চ্ছা গেল অদ্বৈত গোসাঞি" (জয়ানন্দ)

শুধু অদ্বৈত নহেন, শ্রীবাস মুরারি ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাত্রা করিলেন রাঢ় দেশাভিমুখে— সঙ্গে চলিলেন মুকুন্দ। সকলের মুখে হরি নাম, কৃষ্ণ নাম।

প্রভুর রোদনে কান্দে সর্ব ভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্তন॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১ খণ্ড ৮৪

রাঢ় দেশে ভ্রমণান্তে প্রভু চলিলেন নীলাচলের পথে, ওখানেও সাথী মুকুন্দ।

"মুকুন্দ কীর্তন করেন আর নৃত্য করেন গৌরসুন্দর"। তখন বঙ্গ ও ওড্র বা উড়িষ্যা দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে, পথ চলা বিপদ সঙ্কুল। পথিমধ্যে আবার এক বিরাট নদী। পারাপারের ভার নিয়াছেন রামচন্দ্র খান। নৌকা সাজাইয়া আনিলেন রামচন্দ্র খান, প্রভু নৌকায় আরোহন করিলেন। মুকুন্দের কীর্তন চলিতেছিল— "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" চতুর্দিকে জলদস্যু, ডাকাতের ভয়। নাবিক ভয়ভীত হইয়া মুকুন্দকে কীর্তন করিতে নিষেধ করিল।

কৃষ্ণ নাম, হরি নামে আবার ভয় কিসের? ঘৃণা, লজ্জা, ভয় থাকিতে কৃষ্ণ কৃপা যে পাওয়া যায় না। প্রভু আজ্ঞা করিলেন মুকুন্দকে কীর্তন করিতে—

প্রভুর আজ্ঞায় মুকুন্দ মহাশয়।
কীর্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয়॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২ অঃ ১৩৩

নীলাচল পথে শিবনগরে হঠাৎ মুকুন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গহীন হইয়া পড়েন। মুকুন্দ পথহারা হইয়া এক দানীর ভবনে উপস্থিত। দানী ছিল অত্যাচারী দস্যু।

মহাক্রোধে করি দানী বান্ধে মুকুন্দেরে।
তা সভার আছিল কম্বল একখণ্ড।
কাড়িয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ পাষণ্ড॥ (লোচন)

মহাপ্রভু অন্তর্যামী। মুকুন্দের বিপদের অবস্থা তাঁহার মানস চক্ষে উদ্ভাসিত হইলে তিনি ত্বরান্বিতে মুকুন্দের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দ প্রভুকে দেখিয়া—

চরণে পড়িয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
আজ হো না জানি প্রভু তোমার মহত্ব॥ (লোচন)

দানী আর যায় কোথায়? প্রভু যে এবার তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

এ দিকে দানী স্বপ্নে প্রভুর দর্শন পাইয়া অনুতপ্ত অন্তরে বিলাপ করিতে লাগিল।

নোতন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর।
সন্তুষ্ট হইল তবে বৈষ্ণব অন্তর॥ (লোচন)

দানী একখানা নূতন কম্বল মুকুন্দকে প্রদান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া দানী মুক্ত হইল।

মহাপ্রভু কলিযুগে নাম, প্রেম বিলাইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে নাম, প্রেম প্রচারের প্রধান অঙ্গ ছিল নাম সংকীর্তন আর কীর্তনের নায়ক ছিলেন কোকিল কণ্ঠ মুকুন্দ দত্ত। যাহার মধুর সঙ্গীতে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইত।

মুকুন্দ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লোচন দাস গাহিয়াছেন—

মুকুন্দ দত্ত গুণ গায় অবিরত
উলসিত পুলকিত গায়।
প্রেম মকরন্দ আশে পদ অরবিন্দ পাশে
যেন মত্ত ভ্রমর বেড়ায়॥

—·০ঃ০—

তপন মিশ্র

শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তাঁর মহাভাগ্য॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ ১৪১

পদ্মাবতী শুধু নদী নহে, ও যে অকূল সাগর। পারাপার নাই। ভাঙ্গা গড়া তার স্বভাব। এ নদীর ভাঙ্গা গড়ায়, কূলে সুরম্য নগরীর পত্তন আবার ধ্বংস, ওসব স্মরণ করাইয়া দেয় সকলকে জগত যে অনিত্য। এ হেন বিশাল তরঙ্গিণী কূলে মহাপ্রভু করিয়াছিলেন পদার্পণ।

'এই দেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন"

চৈঃ চঃ ১৬ পঃ ১০

তপন মিশ্রের জন্ম পদ্মাবতী কূলে। গৌরগতপ্রাণ হরিদাস নামানন্দ (৺সতীশ চন্দ্র রায়, আই, ই, এস) শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত জনশক্তি পত্রিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বংশ বৃত্তান্ত প্রবন্ধে অবশ্য তাঁহাকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তপন মিশ্রের মহাপ্রভুর দর্শন লাভ পদ্মাবতীর কূলেই হইয়াছিল। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন— বৈষ্ণব সাধনার গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য। তৎপক্ষে মিশ্রের প্রতি

আদেশ করিয়াছিলেন বারাণসীবাসী হইতে। তপন মিশ্র প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন শ্রদ্ধার সহিত।

মহাপ্রভু তখন কৃষ্ণপ্রেমাশ্রিত সন্ন্যাসী। শ্রীবৃন্দাবনের পথে কাশীধামে আগমন করিয়াছেন।

তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্ট গোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে প্রভু পায় ধরি॥
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি।
যাবং হইবে তোমার কাশীতে স্থিতি।
মোর ঘর বহি ভিক্ষা না করিবে কতি॥

চৈঃ চঃ ১৯ পরি ২০৫-২০৮

ইহা সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও ভক্ত তপন মিশ্রের কাশীধামে মিলনের ইতিহাস। কিন্তু বৈষ্ণব সাধনার গুহ্য রহস্য প্রকট হইয়াছিল পূর্ববঙ্গে পদ্মাবতী কূলে। সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব অবগত হইতে তপন মিশ্রের মনে আকুল পিপাসা। কোন প্রকারেই সাধন পথের আলোক দিশারীর সন্ধান পাইতেছেন না। মন অস্থির।

এ হেন সময়ে, গভীর নিশীথে—

ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি শেষে।
সুস্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ ভাগ্য বশে॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ, ১১৯

স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুনহ তপন।
নিমাই পণ্ডিত স্থানে করহ গমন॥
তিহোঁ তোমার সাধ্য সাধন কহিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিহোঁ নাহিক সংশয়॥
মনুষ্য নহেন তিহোঁ নর-নারায়ণ।
নররূপে লীলা তার জগৎ কারণ॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ ১২১

অকূল সাগরে কূলের আশায় কিরণরশ্মি পাইয়া—

হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সার গ্রাহী নাম মিশ্র তপন॥

প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া ব্যক্ত করিলেন মহাপ্রভু সমীপে আপন স্বপ্ন বিবরণ। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন— আমি কি জানি সাধ্য সাধন।

তপন মিশ্র তৃষ্ণার্থ। জীবন মরুতে বারি বিন্দুর সন্ধান পাইয়াছেন, প্রভু আত্ম গোপন করিলে কি হইবে তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন।

মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে সর্বভাবে পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসুর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে বলিতে লাগিলেন— তবে শুন! মিশ্র তপন;

যাহা পাইবার জন্য সাধক সাধনা করে তাহার নাম সাধ্য। আর সাধ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য যে অনুষ্ঠান তাহা সাধন। হে বিপ্রবর, তোমার যদি স্বর্গ প্রাপ্তি জীবনের লক্ষ্য থাকে তবে তোমার সাধন বেদ বিহিত কর্মানুষ্ঠান। আর যদি পরমাত্মার সহিত মিলন উদ্দেশ্য হয় তবে যোগ সাধন। ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি যদি লক্ষ্য হয় তবে জ্ঞান সাধন। আর তোমার যদি ভগবৎ সেবা প্রাপ্তি বাসনা থাকে তবে তোমার সাধন ভক্তি, ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান। কৃষ্ণই সাধ্য আর ভজনই সাধন। ব্রজ বিহারী কৃষ্ণ চন্দ্রের প্রেম সেবাই সাধ্য, আর তাহার নামজপ বা কীর্ত্তন সাধন।

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎ ফলং চিৎস্বরূপম্।

ভগবানের নাম সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল নিগম-লতার সৎফল ও অপ্রাকৃত চৈতন্য স্বরূপ।

নাম জপ, নাম কীর্ত্তন দিবা নিশি। শয়নে, স্বপনে, উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, নিদ্রায়, জাগরণে, উত্থান পতনে শুধু নাম, কৃষ্ণ নাম।

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩ অঃ ১৪২

নাম কীর্তনে চিত্ত চাঞ্চল্য অপেক্ষা রাখে না। চিত্ত চাঞ্চল্যে ও নাম কীর্তন। নাম কীর্তনে কোন বিধি নাই, আসন নাই, বসন নাই, রীতি নাই, নীতি নাই। নাই সংখ্যা পূরণের দায়িত্ব, সর্বত্র পূর্তি, সর্বত্র স্ফূর্তি, সর্বত্র স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণ নাম জপিতে স্থান পাত্রের বিবেচনা নাই।

ন দেশো নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা।

যখন স্মরণ হয় তখনই নাম। মাঠে, ঘাটে, রাজপ্রাসাদে, দরিদ্রের পর্ণ কুঠীরে, শ্মশানে সর্বত্র কৃষ্ণ নাম। প্রহ্লাদ নাম করিলেন— মাতৃগর্ভে, ধ্রুব শৈশবে, অম্বরীষ যৌবনে, যযাতি বার্ধক্যে, অজামিল দেহত্যাগ কালে, চিত্রকেতু মরণান্তে। নরকে বসিয়া কৃষ্ণ নাম করিলে নরক স্বর্গে পরিণত হয়। দানব দেবে রূপান্তরিত হয়।

কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন॥
ভজ কৃষ্ণ, স্মর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউক সবার জীবন ধন প্রাণ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬ অঃ ১৭

মোর বাক্য মন দিয়া শুন সবে ভাই,
কৃষ্ণে আর কৃষ্ণ নামে কিছু ভেদ নাই।
ভজ কৃষ্ণ, ভাব কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ নাম।
নাম বলে তোমরা ভাই যাবে নিত্য ধাম॥

(গোবিন্দ দাস)

আরো শুন বিপ্রবর—

কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্ব মন্ত্রসার, নাম এই শাস্ত্র মর্ম॥
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

চৈঃ চঃ আদি ৭ অঃ ৭৩, ৭৪, ৮৩

কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥

চৈঃ চঃ আদি ৭ পঃ ৯৭

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপ নাশ।

চৈঃ চঃ আদি ৮ পঃ ২৬

সর্ব মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ নাম। নামৈক শরণম্॥ নাম জপ করিতে করিতে অনুভব হইবে, মনস্থির হইবার পথে চলিতেছে। স্বচ্ছ, স্বাদু আনন্দময় হইতেছে চিত্ত। নাম চিত্তকে শুদ্ধ করে সর্বাগ্রে, তারপর জাগাইয়া দেয় কৃষ্ণস্মৃতির মাধুর্য। অভ্যাসে হয় নামে অনুরাগ। তখনই অনুভূতি সাধ্যের জন্য কী সাধন॥ কৃষ্ণ প্রেম পাইবার জন্যই কৃষ্ণ নাম কীর্তন।

শুন মিশ্র তপন। নাম গ্রহণ কালে কি অবস্থা ঘটিয়াছিল আমার—

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥

ধৈর্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি গাহি, যৈছে মদমত্ত॥

তবে ধৈর্য ধরি মনে করিলাম বিচার।
কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥

চৈঃ চঃ আদি ৭ পঃ ৭৭-৭৯

তারপর— আরো শুন।

পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য নাহি মনে।
এক চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥

কিবা মন্ত্র দিল, গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥

হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি, গুরু মোরে বলিলা বচন॥

চৈঃ চঃ আদি ৭ পঃ ৮০-৮২

শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ ১৪১-১৪২

শুধু কৃষ্ণের নাম। নাম সুধা সিন্ধু॥ সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনা আর কলিতে কৃষ্ণ নাম কীর্তন।

শুন বিপ্রবর!

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ ১৪৭

মিশ্র! বৈষ্ণব সাধনার গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য বলিলাম তবে, কিন্তু সাবধান—

বেদ গোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম জন্মান্তরে॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ ১২৪

কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার জন্যই নাম জপ। নাম জপে কুল কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়। তারপর শুধু আনন্দ, আনন্দ—

সই কে বা শুনাইল শ্যাম-নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমন পাইব সই তারে॥

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়॥

শ্রীনাম নামের প্রভাব অনন্ত। নাম সাধনের পর শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ বা সেবা। এই সেবাই শ্রীকৃষ্ণ সেবা— ভক্তের কাম্য।

এ সাধনার দিক দিশারী— ভগবান শ্রীগৌরহরি আর আনন্দ অনুভব কারী গৌর পরিজন, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদগণ।

পূর্ববঙ্গে আবির্ভূত আরো বহু গৌরহরির প্রিয় পার্ষদ রহিয়াছেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাহাদের পরিচয় দিতে অসমর্থ হওয়ায় দুঃখিত। জ্ঞাত, অজ্ঞাত সকল গৌর ভক্তের চরণ কমলে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়া— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় প্রার্থনা জানাই—

আমার এই গ্রন্থ কথা যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে॥

জয় শ্রীগৌরসুন্দর জয় শ্রীগৌর পার্ষদগণ।

—:০:—

সমাপ্ত

সহায়ক গ্রন্থ সুচী

১।	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত	শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
২।	,,	গৌড়ীয় ভাষ্য
৩।	,,	শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী
৪।	শ্রীচৈতন্য ভাগবত	গৌড়ীয় ভাষ্য
৫।	ভারতের সাধক	শ্রীশংকর রায়
৬।	অখণ্ড অমিয় গৌরাঙ্গ	শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত
৭।	শ্রীচৈতন্য দেব	শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
৮।	পরতত্ত্ব সীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	ঐ
৯।	শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব	স্বামী সারদেশানন্দ
১০।	জীবনী সংগ্রহ	শ্রীগনেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১১।	প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ	শ্রীগৌর গোপাল বিদ্যাবিনোদ
১২।	অমিয় নিমাই চরিত	মহাত্মা শিশির ঘোষ
১৩।	প্রেম বিলাস	বৈদ্য রঘুনাথ দাস
১৪।	স্বরূপ চরিত	
১৫।	চৈতন্য মঙ্গল	
১৬।	শ্রীহট্ট সম্মিলনীর হীরক জয়ন্তীর স্মৃতি পুস্তিকা (১৯৩৬ খৃঃ)	
১৮।	শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের অভিভাষণ ১৩৫৪ বাংলা	
১৯।	বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীহট্ট (প্রবন্ধ) জনশক্তি ১৯৩৮ ইং	শ্রীমথুরা নাথ চৌধুরী
২০।	শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের বংশ বৃত্তান্ত (প্রবন্ধ) জনশক্তি ১৩৬৫ বাংলা	৺সতীশ রায়, আই, ই, এস, আসামের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর
২১।	আসাম ও শ্রীহট্টে শ্রীচৈতন্য জনশক্তি ১৩৬৭ বাং	শ্রীউমেশ চন্দ্র দাস বি, এল,
২২।	শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা	শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য এম, এ, তত্ত্ব রত্নাকর

২৩।	শ্রীগীত মালা	ভক্তি বিনোদ
২৪।	স্তব রত্নমালা	নরোত্তম দাস
২৫।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত বা মুরারি গুপ্তের কড়চা	শ্রীমন্ মৃণাল কান্তি ঘোষ
২৬।	শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস ও ৺বাসুদেব ঘোষ	মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
২৭।	বাংলায় ভ্রমণ	পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত ১৯৪০ ইং
২৮।	গোবিন্দ দাসের কড়চা	—
২৯।	জয়ানন্দের কড়চা	—
৩০।	শ্রীচৈতন্য মঙ্গল	ঠাকুর লোচন দাস
৩১।	শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতম্	শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী
৩২।	শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
৩৩।	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন
৩৪।	বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য	শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী
৩৫।	শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত	শ্রীঅচ্যুত চন্দ্র চৌধুরী, তত্ত্বনিধি
৩৬।	শ্রীচৈতন্য ও পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদ বিষয়ে বিবিধ উপাদান—	শ্রীললিত মোহন শর্মা, এড্‌ভোকেট

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

মীরাবাঈ (বাংলা) প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত	১'৫০
মীরাবাঈ (হিন্দী) রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত	৩'০০
মীরাকহানী ,, শিশুদের গল্পের বই অনেকমলা	'৫০
আড়য়ার অণ্ডাল (বাংলা) দক্ষিণ ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি,	২'০০

সাহিত্য বিষয়ে বাংলা ভাষার সর্ব প্রথম গ্রন্থ। যুগান্তর, উদ্বোধন, উজ্জীবন, প্রবর্তক, বেদান্ত কেশরী প্রভৃতি পত্রিকা দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। এই গ্রন্থের জন্য ভূতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল শ্রীচক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী হইতে একহাজার টাকা অনুদান প্রাপ্ত। ভক্ত নরসিংহ মেহতা (বাংলা) মহাত্মা গান্ধীজীর অতি প্রিয় সন্তের জীবনালেখ্য, তৎসহ গুজরাটের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্যের পূর্ণ বিবরণ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান

মীরাবাণী প্রচার মন্দির

৩২। ৮ এয়র বটতলা

বাঙ্গালীটোলা বারাণসী— ১

ইউ, পি